উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮০,০৮০.৫৭ (-৭০৫.৯৭)

নিফটি : ২৪,৫০০.৯০ (-২১১.১৫)

বিপর্যয় নিয়ে ক্ষোভ ওমরের

বৈষ্ণোদেবীর ভূমিধস ও মৃত্যুমিছিল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তাঁর কথায়, সবকিছু জানা সত্ত্বেও কেন যাত্রা বন্ধ হল না। » ৭

দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির পথে

ভারত ২০৩৮ সালের মধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। আরনস্ট অ্যান্ড ইংয়ের একটি রিপোর্টে এমন দাবি করা হয়েছে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	২৬°	৩১°	২৬°	৩২°	২৬°	৩১°	২৬°

সুপ্রিম নির্দেশে পরীক্ষা নিয়ে সংশয়

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর রাজ্যে এসএসসি শিক্ষক পদে নতুন নিয়োগের পরীক্ষা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে সরকারি মহলে। » ৫

শিলিগুড়ি ১২ ভাদ্র ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 29 August 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 102

উত্তরের খোঁজে

সব নেতার রিপোর্ট কার্ডে শূন্যতা ভিড় করে কতদিন

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এই যে ছেলে, দ্যাখা দেখি তোর প্রগ্রেস রিপোর্ট!

গত চব্বিশ ঘণ্টায় অনেক 'ছাত্র' নেতার দৌড়োদৌড়ি, প্রচার নৃত্য দেখা গেল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জন্মদিনের সৌজন্যে। প্রচুর ছাত্র নেতা, অথচ তাঁরা ছাত্রই নন বহুদিন। একাধিক সন্তানের জনক। নেতাও নন। কলেজে কলেজে ছাত্র নির্বাচনই যখন উঠে গিয়েছে, তো কীসের নেতা?

এই ছাত্র ছাত্র আবহে শৈশবের শিক্ষকদের আদরের ডাক মনে পড়তে পারে অনেকের-- দ্যাখা দেখি তোর প্রগ্রেস রিপোর্ট!

প্রগ্রেস রিপোর্ট থেকে রিপোর্ট কার্ড হয়ে এখন ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডে। একটা কার্ড থেকে আপনি ছোটবেলার সব ক্লাসের রিপোর্ট পেয়ে যাবেন।

'ছাত্রনেতা'দের, নেতাদের জন্য এমন কার্ড চালু করলে কেমন হয়?

স্কুল বা কলেজে রিপোর্ট কার্ড তৈরি করার সময় ভালো মাস্টারমশাইদের চিন্তা হয় খুব। অনেক জটিল ব্যাপার, অনেক আবেগের প্রশ্ন, অনেক ভবিষ্যতেরও ভাবনা। একেই ভালো পড়ুয়া আর মেলে না, আমার একটু অসর্তকতা-অন্যমনস্কতার জন্য কোনও ছাত্রছাত্রী যেন এতটুকু বঞ্চিত না হয়! এখনও যাঁরা মনপ্রাণ দিয়ে শিক্ষকতা করেন, ফাঁকিবাজিতে বিশ্বাসী নন, তাঁদেরই চিন্তা।

রাজনীতিকদের রিপোর্ট কার্ড বানাতে বসলে? আমাদের মতো ভোটারদের নো চিন্তা, নো ভাবনা। কেননা নেতারা কোনও কাজই করেননি। উত্তরবঙ্গের নেতাদের নম্বর দেওয়া আরও সোজা। যে ছাত্ররা পড়াশোনাই করেনি, চরম ফাঁকিবাজ, তাদের পরীক্ষার নম্বর দেওয়া যেমন সোজা। নম্বর দেওয়ার সময় কোনও বাড়তি আবেগ কাজ করে না। কেন কাজ করবে?

কোচবিহারের উদয়ন গুহ থেকে মালদার সাবিনা ইয়াসমিন বা তজমুল হোসেন এমন কোনও কাজ করেননি, যার জন্য পাশ মার্ক পাবেন। বরং এঁদের ছেলে, ভাই বা স্বামী এমন কিছু কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছেন, তাতে মন্ত্রীদের মুখ পুড়ছে। কলকাতায় যেমন জনাদুয়েক মন্ত্রীভ্রাতা বা মন্ত্রীপুত্র বেনজির ক্ষমতা ভোগ করেন কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদ ছাড়াই, উত্তরবঙ্গে এরকম ভাইগিরি পাবেন অনেক মন্ত্রীর বাড়িতে।

এরপর দশের পাতায়

বাংলা ঘেঁষা বিহারে তিন জইশ জঙ্গি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

শিলিগুড়ি ও কিশনগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট : হাসনেন আলি, আদিল হুসেন এবং মহম্মদ উসমান- পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের তিন সদস্য নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে বিহারে ঢুকেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের ওই সতর্কবার্তায় বিহারের পাশাপাশি চিকেন নেক জুড়ে শুরু হয়েছে জোর তল্লাশি। বিহারের সীমান্ত এলাকায় ইতিমধ্যেই হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। বিশেষ সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে চিকেন নেক এলাকায় থাকা প্রতিটি সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর ছাউনিতে। নেপাল সীমান্ত লাগোয়া বাগডোগরা ও ভুটান সীমান্ত ঘেঁষা হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতেও তিন জঙ্গির বিস্তারিত তথ্য পাঠিয়ে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্যে কেন্দ্রীয়

চিকেন নেক নিয়ে সতর্ক কেন্দ্র

গোয়েন্দারা মনে করছেন, শিলিগুড়ি লাগোয়া বিহারের আরারিয়া হয়েই নেপাল থেকে বিহারে ঢুকেছে জঙ্গিরা। তবে জঙ্গিরা যে বাংলায় ঢোকেনি সেকথা জোর দিয়ে বলছেন না তাঁরা।

শিলিগুড়ির ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি ঘেঁষা জেলা আরারিয়া। নেপাল থেকে মেচি নদী পেরিয়ে ভারতে ঢুকে হামেশাই চোরাকারবার চলে ওই এলাকায়। ফলে সেই পথে খুব সহজেই এরাজ্যে ঢুকে খড়িবাড়ি হয়ে সড়কপথে আরারিয়ায় যাওয়া ঘেঁষা যায়। কেন্দ্রীয় সতর্কবার্তার পর ওই এলাকায় বাড়তি নজরদারি শুরু করেছে এসএসবি। শুরু হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদও। গত কয়েকদিনে ওই এলাকা দিয়ে সন্দেহভাজনদের আনাগোনা লক্ষ করা গিয়েছে কি না তা জানার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই চোরাকারবারিদের চারজন পেডলারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন দুটি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা। ওই পেডলারদের দুজন সম্প্রতি বিহারে গিয়েছিল বলেও জানা গিয়েছে। মোটা টাকার বিনিময়ে পেডলাররা জঙ্গিদের রাস্তা চিনিয়ে দেওয়ার কাজ করতে পারে বলেও সন্দেহ করছেন গোয়েন্দারা।

সন্দেহভাজন তিন পাক জঙ্গি।

গোয়েন্দাদের তথ্য অনুসারে, হাসনেনের বাড়ি পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে। আদিল এবং উসমান উমরকোট ও বহওয়ালপুরের বাসিন্দা। তিনজনই বহওয়ালপুরের শিবিরে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। *এরপর দশের পাতায়*

চাঁদা না দিলে 'সমস্যা'

স্কুলে ঢুকে জুলুম, হম্বিতম্বি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : স্কুলে তখন পরীক্ষা চলছে। পাহারা দিচ্ছেন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশ। আরেকদল টিচার্স কমনরুমে বসে অন্য ক্লাসের পড়ুয়াদের পরীক্ষার খাতা দেখছেন। অভিযোগ, সেসময় হাতে রসিদ নিয়ে ভেতরে ঢোকে একদল লোক। শুরু হয় হম্বিতম্বি। দাবি, দিতে হবে গণেশপুজোর চাঁদা। চাহিদামতো টাকা না পেলে তাঁদের কাজে 'সমস্যা' হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করে তারা। তাঁদের উপস্থিতি কেমন, দেখতে হাজিরার খাতা পর্যন্তও উলটে-পালটে দেখেছে অভিযুক্তরা। শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে তোলা হয় প্রশ্ন। বৃহস্পতিবার দুপুরে শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন হাতিয়াডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনায় বেজায় ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা। তাঁদের একাংশের অভিযোগ, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক চাঁদার জুলুমবাজির ঘটনা চাপা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে গেলে পুজো কমিটির কারও দেখা না মেলায় বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

স্কুলেরই এক শিক্ষক পুলক সাহা বললেন, 'প্রতিবাদ করলে ওরা আমাদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। স্কুলটি নাকি তাদের আর শিক্ষকরা কেবল চাকরি করতে আসেন। গতবছরও চাঁদা চাইতে এসে এক শিক্ষকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। এবার ১০ হাজার টাকা চাঁদা চাইছিল। ওরা খুশি থাকলে আমরাও খুশি থাকব বলে রীতিমতো হুমকি দিয়েছে। তারপর প্রতিবাদ করলে কথা কাটাকাটি শুরু হয়।'

এদিন দুপুরে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পরীক্ষা চলছিল। বিদ্যালয়ে প্রায় ৫৫০ জন পড়ুয়া রয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ২২ জন। অভিযোগ, তখন স্থানীয় গণেশপুজো কমিটির জনাদশেক সদস্য স্কুলে ঢুকে পড়ে। প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে তারা ৫০০ টাকা করে চাঁদা দাবি করে। তখন ২০ জন শিক্ষক ছিলেন স্কুলে। এদিকে, শিক্ষকরা ১০০ টাকা করে চাঁদা দেবেন বলে

চাঁদা নিয়ে বিবাদ বাধে হাতিয়াডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

দাদাগিরি

- স্কুলে পরীক্ষা চলাকালীন ঢোকে জনাদশেক লোক
- জনপ্রতি ৫০০ টাকা চাঁদা চাইলে শিক্ষকরা জানান, একশো করে দেবেন
- তারপরই শুরু হয় দুর্ব্যবহার, দেওয়া হয় হুমকি
- প্রতিবাদ করলে শিক্ষকদের হাজিরার খাতা খুলে দেখে অভিযুক্তরা
- ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ

পালটা জানিয়ে দেন। এতেই মেজাজ হারিয়ে ফেলে কমিটির সদস্যরা। শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। প্রতিবাদ করলে কয়েকজন এসে শিক্ষকদের হাজিরার খাতা খুলে দেখতে শুরু করে বলে অভিযোগ।

এরপর দশের পাতায়

সুপ্রিম নির্দেশ

অযোগ্যদের নাম প্রকাশে ৭ দিন সময়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে বটে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। কিন্তু জটিলতা পিছু ছাড়ছে না। শীর্ষ আদালতে চিহ্নিত শিক্ষক পদে নিযুক্ত একজন অযোগ্যও পরীক্ষায় বসলে পরিণতি ভয়ংকর হবে বলে বৃহস্পতিবার সতর্ক করেছে দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর নিয়োগ বাতিল হওয়ার পর নতুন করে যে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অযোগ্যদের অনেকে আবেদন করেছেন বলে অভিযোগ।

সেই সংক্রান্ত অভিযোগের শুনানিতে বৃহস্পতিবার সাতদিনের মধ্যে অযোগ্য প্রার্থীদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে এসএসসি-কে নির্দেশ দিল বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ, 'নতুন নিয়োগ পরীক্ষার প্রতিটি ধাপের ওপর আমাদের কড়া নজর থাকবে। সামান্য গাফিলতি ধরা পড়লেই ফল ভুগতে হবে। প্রয়োজনে আবার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হবে।'

বিচারপতিরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনওভাবেই অযোগ্যদের ঢোকানো চলবে না। সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, 'হাইকোর্ট অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল। আমরা সেই নির্দেশে হস্তক্ষেপ করিনি।' এসএসসি'র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বৃহস্পতিবার বিচারপতি সঞ্জয় কুমার বলেন, 'এত কিছুর পরেও কি আপনারা নিজেদের 'ব্লু আইড বয়'দের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন?'

মামলাকারীদের অন্যতম আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ সত্ত্বেও খুব আশাবাদী নন। সিপিএমের এই রাজ্যসভা সাংসদের যুক্তি, 'আগেই সুপ্রিম কোর্ট বললেও তৃণমূল সরকার করেনি। আজ আদালত সাতদিন সময় দিল। আমি আপনাদের বলতে পারি, ওরা এখনও সততার সঙ্গে ওই তালিকা প্রকাশ করবে না।' বিকাশের কটাক্ষ,

এরপর দশের পাতায়

ভোটার সমীক্ষায় তথ্য নয়, সতর্কতা মমতার

'কমিশনের আয়ু তিন মাস'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে প্রকারান্তরে সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে অসহযোগিতার ডাক। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) উদ্দেশে যাঁরা বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহে যাবেন, তাঁরা আদতে রাজ্য সরকারেরই কর্মচারী। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সব তথ্য না দেওয়ার জন্য সতর্ক করলেন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার নামে আপনার সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য নিয়ে গিয়ে দেখবেন আপনার নাম বাদ দিয়ে দেবে।'

যদিও মমতার অভিযোগ, সারা ভারত থেকে বিজেপির ৫০০টি দল এসে বাড়ি বাড়ি সার্ভে করছে কারও কারও নাম বাদ দেওয়ার জন্য। তাঁদেরও তথ্য না দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। একইসঙ্গে সরকারি কর্মচারীদেরও নির্বাচন কমিশনের কথা মতো চললে পরিণতি খারাপ হতে পারে বলে প্রকারান্তরে সতর্ক করলেন। তিনি বলেন, 'বিডিও, এসডিও, ডিএম, পুলিশকে ভয় দেখাচ্ছে। বলছে, চাকরি খেয়ে নেবে, জেলে ঢুকিয়ে দেবে। কিন্তু মনে রাখবেন, ইলেকশন কমিশন আসে যায়, ওদের আয়ু তিন মাস।'

টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতায়।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী না চলে রাজ্য সরকারের কথায় তাল মিলিয়ে চলার জন্য এভাবে মমতা বার্তা দিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কেউ নির্বাচন কমিশনের কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারেন কি না, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী কোনওভাবেই যে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন করতে দিতে চান না, *এরপর দশের পাতায়*

এডিশন স্পেশাল

পুজোর প্রতিবেদনে সঙ্ঘশ্রী

তিনের পাতায়

কাঁটাতারের জন্য জমি অধিগ্রহণ

দশের পাতায়

বারবার হার, প্রশ্নের মুখে পড়ার শঙ্কা

অভিষেকের সঙ্গে কাল কলকাতায় বৈঠক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : শনিবার কলকাতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি হচ্ছে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। এই বৈঠকে দলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের বিভিন্ন প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে, সেটা বুঝছে এখানকার নেতৃত্ব। বিশেষ করে বারবার শিলিগুড়িতে বিধানসভা এবং লোকসভা ভোটে দলের ভরাডুবি নিয়ে ক্ষুব্ধ শীর্ষ নেতৃত্বের সামনে এবারও মাথা নীচু করে সব কথা হজম করা ছাড়া উপায় নেই শিলিগুড়ির নেতা-নেত্রীদের।

শিলিগুড়িতে জিততে এবার অভিষেক কী দিক নির্দেশ করবেন, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে শিলিগুড়ির তৃণমূল নেতারা। দলীয় সূত্রের খবর, ভালো ফলাফলের আশায় ব্লক এবং অঞ্চল নেতৃত্বে ব্যাপক রদবদল হচ্ছে। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার ৪৭টি ওয়ার্ড নিয়ে টাউন ব্লক কমিটির সংখ্যা দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গিয়েছে। ছ'টি টাউন ব্লক কমিটিতেই নতুন মুখ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, মেয়র পারিষদরা কেউই টাউন ব্লক কমিটির দায়িত্বে থাকছেন না বলেই দল সূত্রে খবর। পুরোটাই অভিষেকের সঙ্গে বৈঠকে চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রয়াল বলেছেন, 'দলের বৈঠকে যোগ দিতে সবাই যাচ্ছি। সেখানে আমাদের যে নির্দেশ দেওয়া হবে সেই মতো কাজ করব।'

শিলিগুড়ি বিধানসভায় ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল। সেটাই শুরু, সেটাই শেষ।

রদবদলের অঙ্ক

- শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ড নিয়ে টাউন ব্লক কমিটির সংখ্যা দ্বিগুণ হবে
- ৬টি টাউন ব্লক কমিটিতে নতুন মুখ আসার সম্ভাবনা
- মেয়র পারিষদদের কেউই টাউন ব্লক কমিটির দায়িত্বে থাকবেন না
- বৈঠকে ডাক জেলা কোর কমিটি, চেয়ারম্যান, মহিলা-যুব-শ্রমিক সংগঠনের সভাপতিদের

নতুন বিধানসভা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্র থেকে গৌতম দেব ২০১১, ২০১৫ পরপর দু'বার জয়ী হলেও পরবর্তীতে তিনি পরাজিত হয়েছেন। ফাঁসিদেওয়া এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভায় আজ পর্যন্ত জয়ের মুখ দেখেনি রাজ্যের শাসকদল। লোকসভা নির্বাচনগুলির ভোটের ফলাফলের নিরিখেও এই বিধানসভাগুলিতে বারবার তৃণমূল মুখ থুবড়ে পড়েছে। ভোটের ফলাফল খারাপ হওয়ার পর বারবার জেলা নেতৃত্বে বদল এনেছে তৃণমূল। কিন্তু এখনও সেভাবে সাফল্য আসেনি। গত লোকসভা ভোটের ফলাফল খারাপ হওয়ায় দার্জিলিং জেলা সভানেত্রীর পদ থেকে পাপিয়া ঘোষকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আর জেলা সভাপতি পদে ভরসা রাখতে না পেরে নয় সদস্যের কোর কমিটি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং মহকুমা পরিষদে একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়েই ক্ষমতায় তৃণমূল। কিন্তু তার পরেও আগামী বিধানসভা ভোটে কি এখানে ভালো ফলাফল আশা করছে শাসকদল? এই প্রশ্নই উঠছে।

খোদ গৌতম দেব কয়েকদিন আগে বলেছেন, 'শিলিগুড়িতে জিততে না পারায় কলকাতায় গিয়ে মাথা নীচু করে থাকতে হয়। এটা অত্যন্ত লজ্জার। এবার আমাদের এখানকার চারটি বিধানসভায় জিততেই হবে।' শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় দার্জিলিং জেলা কোর কমিটি, জেলা চেয়ারম্যান, জেলার মহিলা, যুব এবং শ্রমিক সংগঠনের সভাপতিকে নিয়ে কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে বৈঠকে বসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর দশের পাতায়

ডেঙ্গি সমীক্ষায় গিয়ে হেনস্তার শিকার

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হেনস্তা হতে হল পুরনিগমের কর্মীদের। পরপর দু'দিন একই বাড়িতে গিয়ে অপদস্থ হওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ ডেঙ্গি সমীক্ষকরা। তাঁদের দাবি, প্রায় রোজ কোনও না কোনও বাড়িতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয়। এই কারণে প্রতি সপ্তাহে সবমিলিয়ে পাঁচ থেকে সাতটি বাড়ি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না। পরিস্থিতি না বদলালে কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও বাড়বে বলে মত ওই কর্মীদের। অবিলম্বে পুরনিগমের হস্তক্ষেপ চাইছেন তাঁরা। নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার দাবি তুলছেন।

ঘটনাটি ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের পাইপলাইনের। বুধবার স্থানীয় একটি বাড়িতে গিয়েছিলেন পুরনিগমের হাউস টু হাউস সার্ভে টিমের সদস্যরা। সেখানে বাধার মুখে পড়লে সুপারভাইজারের দ্বারস্থ হন। বৃহস্পতিবার সকালে সুপারভাইজারের পাশাপাশি ভেক্টর কন্ট্রোল মনিটরিং অফিসার (ভিসিএমও) ওই পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, এদিন রীতিমতো তাঁদের মারতে

নিরাপত্তা দাবি পুরকর্মীদের

উদ্যত হন বাড়ির মালকিন ও তাঁর ছেলে। সেই তরুণ নাকি মহিলা কর্মীদের গায়ে হাতও দিয়েছেন।

নিরাপত্তা চেয়ে চার নম্বর বরোর চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহার কাছে যান কর্মীরা। বরো চেয়ারম্যান পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়েরের আশ্বাস দিলে তাঁরা ফিরে আসেন। পুরনিগমের 'ল' সেলের তরফে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়ার পারিষদ দুলাল দত্ত বললেন, 'আমরা বিষয়টি আইন সেলকে জানিয়েছি। থানায় অভিযোগ দায়ের করতে বলা হয়েছে। যেন ভবিষ্যতে কোথাও এধরনের ঘটনা না ঘটে, তাই সচেতনতা শিবির হবে।' জয়ন্তর স্পষ্ট বার্তা, 'ওরা আমার কাছে এসেছিল। আমি স্বাস্থ্য বিভাগে অভিযোগ ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি। পুরকর্মীদের হেনস্তা করা চলবে না। কড়া পদক্ষেপ হবে।'

বরো চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ জানাচ্ছেন কর্মীরা। বৃহস্পতিবার।

বিভিন্ন ওয়ার্ডে ডেঙ্গি সমীক্ষা করতে হাউস টু হাউস সমীক্ষক দল নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে ২৮ জন ওয়ার্কার, তিনজন সুপারভাইজার এবং তিনজন করে নির্মল সাথী রয়েছেন। ২৮ জন ওয়ার্কারকে আবার ১৪টি দলে ভাগ করা হয়েছে। দুই সদস্য বিশিষ্ট প্রত্যেকটা দলকে রোজ ৬০টি বাড়িতে গিয়ে সমীক্ষা করতে হয়। তারপর সেই তথ্য দিতে হয় পুরনিগমকে। সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত সপ্তাহে পাঁচদিন সমীক্ষা চলে।

পাইপলাইনে টুলুবালা ভৌমিক

এরপর দশের পাতায়

বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিওয়াইসিই-ই-পিএস-এমএলজি-এইচবিটি-৫৭-২৫-২৬, তারিখ ঃ ২৩-০৮-২০২৫। [illegible] টেন্ডার নং/ডিওয়াইসিই/পিএস/এমএলজি/এইচবিটি/৫৭/২৫-২৬। কাজের নাম ঃ [illegible] টেন্ডার মূল্য ঃ ১৪,৭৫,৫৫৮/- টাকা। বিড সিকিউরিটি ১,৯৬,৫০০/- টাকা। ই-টেন্ডার ০৯-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে ও খুলবে ০৯-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। [illegible] https://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিওয়াইসিই/পিএস/মালিগাঁও/এইচবিটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০২০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৭৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৭৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
সৌজন্যে: বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

শ্রমমন্ত্রীর দ্বারস্থ হচ্ছে সিসিপিএ

নাগরাকাটা, ২৮ অগাস্ট : রাজ্যের অ্যাডভাইজারি মোতাবেক ২০ শতাংশের বোনাসের হার থেকে আর্থিকভাবে দুর্বল চা বাগানগুলিকে ছাড় অথবা কিস্তিতে বোনাস মেটানোর সুযোগ দিতে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মালিকদের সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশন (সিসিপিএ)। বোনাস ইস্যুতে বৃহস্পতিবার কলকাতায় বৈঠকে বসেছিল সিসিপিএ। ওই বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী সপ্তাহে সিসিপিএ'র প্রতিনিধিরা শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। ২০ শতাংশ হারে বোনাস দিতে সমস্যা থাকা বাগানগুলি যাতে সহকারী শ্রম কমিশনারদের কাছে বিষয়টি লিখিতভাবে জানান, সিসিপিএ'র তরফে টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (টিপা) চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসল বলেন, 'বহু বাগান আর্থিক সমস্যায় রয়েছে। ২০ শতাংশ হারে সবাইকে বোনাস দিতে হলে উত্তরবঙ্গের চা শিল্প আরও সংকটের মধ্যে পড়বে।' গত বছর বোনাস ছিল ১৬ শতাংশ। তা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল ৫২টি বাগানকে।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪ এবং ১১৫ তারিখ ঃ ২১.০৮.২০২৫ (পি. ওয়ে ওয়ার্কস)। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ (১) টেন্ডার নং ঃ ১০৭-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহিবগঞ্জ-এর অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ২,৮৪,৪০,৫০৪.৪৩ টাকা; (২) টেন্ডার নং ঃ ১০৮-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুর-এর অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ভাগলপুর-I-এর অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৮২,৮২,৯৩৫.১০ টাকা; (৩) টেন্ডার নং ঃ ১০৯-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুর-এর অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ভাগলপুর-II-এর অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ১,০৪,৮৮,৯৬০.৫২ টাকা; (৪) টেন্ডার নং ঃ ১১০-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুর-এর অধীনে সিনি সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে-I/জামালপুরের অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ১,০৬,৯৫,৩৪০.০২ টাকা; (৫) টেন্ডার নং ঃ ১১১-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুর-এর অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে-II/জামালপুরের অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ২,২১,০৬,০১৩.৫৯ টাকা; (৬) টেন্ডার নং ঃ ১১২-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে এইএন/মালদা টাউন-এর অধীনে এসএসই/পি. ওয়ে/মালদা টাউন শাখায় ইয়ার্ডগুলির উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ২,৪১,৮৭,৩৮৯.৩৩ টাকা; (৭) টেন্ডার নং ঃ ১১৩-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কার অধীনে এসএসই/পিডব্লুআই/জঙ্গীপুরের শাখাতে এসএসই/পি. ওয়ে/জেআরএলই-র শাখায় ইয়ার্ডগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ১,১০,৯৪,৯৭৬.৩৮ টাকা; (৮) টেন্ডার নং ঃ ১১৪-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কার অধীনে এসএসই/পি. ওয়ে/নিউ ফারাক্কার শাখা ইয়ার্ডগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ১,০৯,১৬,১৮৪.৯৫ টাকা; (৯) টেন্ডার নং ঃ ১১৫-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে মালদার আওতাধীনে এইএন/নিউ ফারাক্কার অধীনে এসএসই/পি. ওয়ে/বারহারওয়া-র শাখাতে ইয়ার্ডগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৫৫,০৬,৬৯৫.১৫ টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ সকল টেন্ডারের জন্য ১৯.০৯.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টে ৩০ মিনিটে; ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিশ বোর্ড www.ireps.gov.in /ডিআরএম অফিস /মালদা।

(MLD-159/2025-26)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মালদা টাউন স্টেশনে চারটি ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর পরিবর্তন

নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য ৩১.০৮.২০২৫, ০১.০৯.২০২৫, ০২.০৯.২০২৫ ও ০৩.০৯.২০২৫ তারিখে মালদা টাউন স্টেশনে ২২৩০১ হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্ম নং ১-এর পরিবর্তে প্ল্যাটফর্ম নং ৪-এ এবং ২২৩০২ নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ও ১৫৭৩৪ / ১৫৭৪৪ ভাটিন্ডা জং. - বালুরঘাট ফারাক্কা এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্ম নং ১-এর পরিবর্তে প্ল্যাটফর্ম নং ৩-এ পৌঁছবে/থেকে ছাড়বে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India
১৯১১ সে আপকে লিয়ে "সেন্ট্রাল" — "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

ক্ষেত্রীয় কার্যালয় কুচবিহার

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সামাজিক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ সংস্থান (CBI-SUAPS), একটি সংস্থা/ট্রাস্ট যা সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০ অনুযায়ী নিবন্ধিত এবং যার প্রধান কার্যালয় মুম্বইয়ে অবস্থিত, ব্যাংকের জন্য বরাদ্দ ৫১টি লিড জেলায় অবস্থিত ৪৬টি RSETI এবং ৪৮টি FLCC কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ যুবসমাজকে স্বনিযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও আর্থিক সাক্ষরতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিযুক্ত।

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সামাজিক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ সংস্থান (CBI-SUAPS), যা সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা স্পনসরকৃত একটি সংস্থা/ট্রাস্ট, বার্ষিক চুক্তিভিত্তিতে ফ্যাকাল্টি/অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট/অ্যাটেন্ডার পদের জন্য প্রার্থীদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে আবেদন আহ্বান করছে।

আবেদনের ফরম্যাট, বেতন, বয়স, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যাংকের ওয়েবসাইট https://www.centralbankofindia.co.in-এ প্রকাশিত বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুন।

আবেদনপত্র ব্যাংকের উপরে উল্লেখিত ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ ১৫/০৯/২০২৫।

ক্ষেত্রীয় প্রধান/সহ-সভাপতি (DLRAC)
কোচবিহার
২৭/০৮/২০২৫

কলকাতা-নিউ জলপাইগুড়ি-কলকাতা পূজা স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন পূজা, দীপাবলী ও ছট-এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৩১২৯/০৩১৩০ কলকাতা-নিউ জলপাইগুড়ি-কলকাতা স্পেশাল ট্রেন (সাপ্তাহিক) নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুযায়ী চলবেঃ

কলকাতা-নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশাল (০৩১২৯) দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	নিউ জলপাইগুড়ি-কলকাতা স্পেশাল (০৩১৩০) পৌঁ.	ছা.	দিন
রবি	–	২৩.৪০	কলকাতা	০০.৪০	–	মঙ্গল
সোম	০০.৫৫	০০.৫৭	ব্যান্ডেল	২৩.০৮	২৩.১০	সোম
	০৩.৩০	০৩.৩৫	আজিমগঞ্জ	১৯.৩০	১৯.৩৫	
	০৬.২০	০৬.৩০	মালদা টাউন	১৭.১০	১৭.২০	
	১০.৪৫	–	নিউ জলপাইগুড়ি	–	১২.৪৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নৈহাটি, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, জঙ্গীপুর রোড, বারসোই, কিষাণগঞ্জ এবং আলুয়াবাড়ী রোড স্টেশনেও থামবে। চলাচলের তারিখঃ কলকাতা থেকেঃ ০৩১২৯ঃ ২৮/০৯/২০২৫, ০৫/১০, ১২/১০, ১৯/১০, ২৬/১০/২০২৫, ০২/১১, ০৯/১১, ১৬/১১, ২৩/১১ ও ৩০/১১/২০২৫ (রবিবার) = ১০ ট্রিপ এবং নিউ জলপাইগুড়ি থেকেঃ ০৩১৩০ঃ ২৯/০৯/২০২৫, ০৬/১০, ১৩/১০, ২০/১০, ২৭/১০/২০২৫, ০৩/১১, ১০/১১, ১৭/১১, ২৪/১১/২০২৫ ও ০১/১২/২০২৫ (সোমবার) = ১০ ট্রিপ। গঠনঃ এসি ৩-টিয়ার-৪, স্লিপার শ্রেণী-১০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)-৬ এবং এসএলআরডি-২= ২২ কোচ। ক্যাটেগরিঃ মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

জন্ম শংসাপত্রে আমার এবং আমার কন্যার নাম ভুল থাকায় গত ২৭/০৮/২০২৫ তারিখে J.M কোর্ট 1st Class, মেখলিগঞ্জ হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Ekramul Hoque Sarkar এবং Ekramul Haque Sarkar কন্যা Rokeya Pervin Sarkar এবং Rokeya Parvin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/117459)

•

ভোটার I.D. কার্ড নং WB/01/005/159057 আমার নাম ভুল থাকায় গত 26.10.2021, E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Ganesh Ray এবং Ganesh Basuniya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আরাতগুড়ি, চন্দনচোড়া, পুন্ডিবাড়ি কোচবিহার। (C/117176)

অ্যাফিডেভিট

I, Nasima Khatun, W/o Md. Sabir Haque on 28/08/2025 by Affidavit at J.M. court Siliguri it is declared that Nasima Khatun and Nasima Begum is same and one identical person. (C/118027)

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender(NIT)

Online tenders are being invited from reputed agencies for supply of (1) Seed Cleaning cum Grading Machine (2)125 KVA DG Set and (3) supply and fabrication of Temperature Controlled Seed Storage unit. For details please visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Registrar(Actg.)

E-NIT Notice

The Chairman, Mal Municipality invited e-tender within Mal Municipality.
MM/C/PWD/01/2025-26
TENDER ID : 2025_MAD_895874_1

1.Last date of bidding(On line) dated: 19/9/2025 at 18.00 hrs. 2. Date of opening (On line) dated: 22/9/2025 at 11.00 hrs.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
(Utpal Bhadury)
Chairman
Mal Municipality

ANANDA CHANDRA TRAINING COLLEGE
(A Pioneer Govt. Sponsored Post Graduate Teachers' Training College)
RECOGNISED BY NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION & AFFILIATED TO B.S.A.E.U.
Nayabasti, Jalpaiguri, West Bengal-735101 / Phone : 03561-230244 (O), 231659 (R)
e-mail ID : actrainingcollege@gmail.com, Website : www.actrainingcollege.org

B.Ed. Admission Notification

Online Application Forms will be available from the College Website : www.actrainingcollege.org/online_admission on and from 02/09/2025 to 16/09/2025 for 2 years B.Ed. Course (Session 2025 to 2027). The filled in Application Forms must be submitted online along with mark sheets, admit card (for age proof) and other relevant documents.

Principal
A. C. Training College, Jalpaiguri

Note : For details of Online Admission Procedure please visit our website : www.actrainingcollege.org/online_admission

স্টোর্স ই-প্রোকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- এস/৬৬/০০৬/২৫-২৬, তারিখ ঃ ২১-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ
ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. এনজে২৫৫১৬৮;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১১-০৯-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণঃ ৬ মাস সময়ের জন্য ডিজেল লোকো শেড শিলিগুড়ির ৩ ফেজ বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভে আইপি ভিত্তিক ভিডিও নজরদারির সিস্টেমের ব্যবস্থা। কনসাইনি ঃ এসএসই/আইসি/এমইসিএইচ/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর; পরিমাণ ঃ ৪১টি। দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ARMY PUBLIC SCHOOL, BENGDUBI
PO : BENGDUBI, DIST : DARJEELING (WB)
PHONE NO : 2480238, MOB NO : 8207070238

HEADMASTER/HEADMISTRESS OF PRIMARY WING REQUIRED ON REGULAR BASIS

Army Public School, Bengdubi invites applications from dynamic, experienced candidates having good inter personal communication & IT skills.

Eligibility Criteria :- (a) Graduation in any specialization with minimum 50% marks in each an overall aggregate. (b) B.Ed. M.Ed/ B.El.Ed/ two years diploma in elementary education. (c) Minimum 08 years of teaching experience with at least of 05 years as PRT in a CBSE recognized school. (d) Age- Maximum 55 years and 57 years for ESM/teachers from the same school. (e) Qualified in CTET and OST. (f) IT/Computer literate. (g) Teachers from the same school who fulfill the minimum QR as laid down above would be preferred.

Pay & allowances :- As per School norms.

How to Apply Interested candidates may download application form available on school website 'apsbengdubi.org' and submit the same duly completed along with passport size photograph, photocopies of all testimonials/ certificates in a sealed envelopes duly marked "**Application for the post of Headmaster/Headmistress**" by Registered Post/Speed Post / **by hand to APS Bengdubi latest by 25 Sep 2025** Incomplete applications and application received after due date will be rejected.

Selection Process :- Through Panel Interview (Only candidates shortlisted, based on qualification, experience and other criteria as may be considered by the Management. will be called for interview. Those who have applied earlier may apply afresh.

Note :- The decision of school management shall be final and binding in candidate selection.

Sd/- Principal

REQUIRED VICE PRINCIPAL FOR APS BENGDUBI (CBSE AFFILIATED)

EXISTING VACANCIES		APPLY TO
Army Public School located at	Upto Class	Application be forwarded to
Bengdubi Military Station PO : Bengdubi Dist : Darjeeling (WB) PIN : 734424	12th	Chairman, Army Public School, Bengdubi E-mail - apsbengdubi@gmail.com

1. **Educational Qualification & Experience** :
(a) Should have Masters Degree with B.Ed.
(b) Should have been a PGT in recognized school for 03 years in the last 10 years.
(c) Total teaching not less than 09 years.
(d) Should have computer literate.
2. **Age** : Maximum age 55 years.
3. **Pay & Allowances** : Negotiable, along with other perks as per CBSE/AWES guidelines.
4. **Selection Process** : Through Panel Interview (**Only candidates shortlisted, based on Qualification, Experience and other criteria as may be considered by the Management, will be called for interview.**
5. Interested candidates are requested to apply on plain paper along with Bio-data affixed with photograph mentioning the year/School/ Appointment wise experience duly supported with experience certificates /testimonials, E-mail Id, mobile No and postal address by **25 Sep 2025.**
6. For further information contact School Office 0353-2480238, 8207070238, Army No through Military Exchange Extn 6375.

(No TA/DA admissible)

Sd/- Principal

ভর্তি

Diploma in Pharmacy(D. Pharma): 3rd batch admission going on (2025-27): Alipurduar Ashutosh College of Pharmacy & Allied Health Care Research: Vill: Khatopara, PO: Bindipara(Salsalabari), Dist: Alipurduar, Pin: 736208, West Bengal: Website: www.alipurduarashutoshcollegeofpharmacy.net, Email: aapharmacollege@gmail.com, Phone: 9563370702/9832564077 1/7477873788. (C/117071)

অ্যাফিডেভিট

বাবার মৃত্যু সার্টিফিকেট রেজিস্টেশন নং D-2020 : 19-00 381-000036 এবং রেজিস্টার্ড ডিড নং 1-3799-এ বাবার নাম ভুল থাকায় গত 26.8.25, সদর, কোচবিহার J.M 1st court-এ অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Baktar Miah এবং Babu Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। বাবার প্রকৃত, পুরো এবং শুভ নাম Babu Miah-র পরিবর্তে Baktar Miah নামে প্রতিষ্ঠিত হলো। হাড়িভাঙ্গা, কোতোয়ালি, কোচবিহার, W.B (India) -আফজাল হোসেন। (C/117175)

•

আমার ভোটার আই কার্ড নং WB/01/008/042104 এবং জমির খতিয়ান নং 2531, মৌজা- খাপাইডাঙ্গা, জেলা- কোচবিহার, আমার নাম ভুল থাকায় গত 27-8-25 J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Chhamchul Haque এবং Chhamchul Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। খাপাইডাঙ্গা, পুন্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/117177)

ডাটেল পাওয়ার হাউসে ২.৫ এমভিএ ট্রান্সফর্মারের প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৪-২০২৪-২৫-আরটি তারিখঃ ২২-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ রঙ্গিয়া মণ্ডলে-ডাটেল পাওয়ার হাউসে ২ টি ২.৫ এমভিএ ট্রান্সফর্মারের প্রতিস্থাপন এবং বিজি-III খণ্ডে এলটি/এইচটি ওএইচ ও উপ স্টেশনের পুনঃ শক্তিশালীকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,০৯,১৬,৪৫৭.৮২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫৪,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই, রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

সেবক রোড-এ নাইট-এর জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই, বয়স : ২৫-৫০, বেতন- 10,500/-. M-9933119446. (C/118023)

অ্যাফিডেভিট

আমি Mostak Hossain, আমার পিতা Faijul Rahaman. আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স WB 6120160033094 এ আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 27.08.2025 তারিখ নোটারি পাবলিক গঙ্গারামপুর সাব ডিভিশনাল কোর্ট অ্যাট বুনিয়াদপুর, অ্যাফিডেভিট দ্বারা Faijul Rahaman ও Faijul Rahamqan এক ও অভিন্ন ব্যক্তি ঘোষণা করছি। (C/118020)

•

I, Krishna Debgupta Mitra W/o Ajay Debgupta, Anandanagar Maynaguri, Jalpaiguri on last 26.8.25, in the court of Executive Magistrate, Jalpaiguri by Affidavit (No 17574) Krishna Debgupta Mitra and Krishna Debgupta one and same identical person. (S/C)

সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)
Param Sundari
(Hindi)
*ing : Sidharth Malhotra, Janhvi Kapoor
Time : 12:30 & 6:30 P.M.
ধূমকেতু
Time : 3.30 P.M., A.C./Dolby Digital

Now Showing at
BISWADEEP
Param Sundari
*ing : Sidharth Malhotra, Janhvi Kapoor
Time : 1:15, 4:15, 7:15 P.M.

কিছু ট্রেনের বিভিন্ন স্টেশনে স্টপেজ পুনর্বহাল

নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির স্টপেজ সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে উল্লেখিত সময়সূচী অনুযায়ী পুনর্বহাল করা হবে ঃ

ট্রেনের নম্বর ও নাম	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	যে তারিখ থেকে থামবে
৬৮০৬১ আদ্রা-আসানসোল এমইএমইউ (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	রামকানালি জংশন	০৩.৩৭	০৩.৩৮	০১.০৯.২০২৫
	মধুকুণ্ডা	০৩.৫১	০৩.৫২	০১.০৯.২০২৫
	জয়চণ্ডী পাহাড়	০৩.২৩	০৩.২৪	০১.০৯.২০২৫
	বেরো	০৩.২৯	০৩.৩০	০১.০৯.২০২৫
২২৬৪৪ পাটনা-এর্নাকুলাম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	জলেশ্বর	০২.১৫	০২.১৬	০৫.০৯.২০২৫
	বার্নপুর	২০.৪৭	২০.৪৮	০৪.০৯.২০২৫
২২৬৪৩ এর্নাকুলাম-পাটনা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	১২.১০	১২.১১	০৩.০৯.২০২৫
১৮৪৫০ পাটনা-পুরী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	১৫.০৯	১৫.১০	০৩.০৯.২০২৫
১৮৪৪৯ পুরী-পাটনা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	০১.২০	০১.২১	০২.০৯.২০২৫
১৫৯৩০ নিউ তিনসুকিয়া-তাম্বরম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	১০.৩৪	১০.৩৫	০২.০৯.২০২৫
১৫৯২৯ তাম্বরম-নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	০২.২৭	০২.২৮	০৬.০৯.২০২৫
১৫৬৩০ শিলঘাট টাউন-তাম্বরম এক্সপ্রেস) (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	১০.৩৪	১০.৩৫	০৬.০৯.২০২৫
১৫৬২৯ তাম্বরম-শিলঘাট টাউন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	০২.২৭	০২.২৮	০৩.০৯.২০২৫
১৩৪১৭ দীঘা-মালদা টাউন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	তমলুক	০০.৪৪	০০.৪৫	০৫.০৯.২০২৫
	পাঁশকুড়া	০১.০৬	০১.০৭	০৫.০৯.২০২৫
	কাঁথি এফ.এস.	০০.০৩	০০.০৪	০৫.০৯.২০২৫
১৩২৮৮ আরা-দুর্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮.২০২৫ থেকে কার্যকর)	কাড্রা	০৬.৪৩	০৬.৪৪	০১.০৯.২০২৫
	বার্নপুর	০৩.৪৯	০৩.৫০	০১.০৯.২০২৫
১৩২৮৭ দুর্গ-আরা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	কাড্রা	১৯.১০	১৯.২০	০১.০৯.২০২৫
	বার্নপুর	২৩.০০	২৩.০১	০১.০৯.২০২৫

উপরের ট্রেনগুলির যাত্রাপথের অন্যান্য সকল স্টেশনগুলিতে থামার সময় কোন পরিবর্তন হবেনা।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এলএইচএস -এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. : ৭৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে. তারিখ: ২২-০৮-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং ঃ ২৭-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম ঃ ডিইএন/III/আলিপুরদুয়ার জংশনের আওতাধীন সংযোগকারী সড়কের সাথে এলসি-১৩৩-এর পরিবর্তে হাসিমারা-হ্যামিল্টনগঞ্জের মধ্যে কেএম-১৪১/৭-৮ -তে এলএইচএসের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৬,৫৬,০০,১৩০.২৯/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,৭৮,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা হবে ১২-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দ্রুত জলের ব্যবস্থার পরিচালনা এবং ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. মেক-এপিডিজে-২০২৫-০১; তারিখঃ ২১-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার নং. মেক-এপিডিজে-২০২৫-০১। কাজের নামঃ ৩ বছর সময়ের জন্য আলিপুরদুয়ার জংশন এবং নিউ কোচবিহার স্টেশনে দ্রুত জলের ব্যবস্থার পরিচালনা এবং ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ (এএমসি)। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪৮,২৬,৭৩৫.৫৬ টাকা।; বায়নার ধনঃ ২,২৪,১০০.০০ টাকা; ই-টেন্ডার ১২-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১২-০৯-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ বকুল প্রিয়া, দুপুর ১.০০ ছোট বউ, বিকেল ৪.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, সন্ধে ৭.০০ সঙ্গী, রাত ১০.১৫ শিবা
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ ডিজে (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১.৩০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড, বিকেল ৪.১৫ অচেনা অতিথি, সন্ধে ৭.৩০ জানেমন, রাত ১০.১৫ রক্তবন্ধন
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ আজকের সন্তান, বেলা ১১.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, দুপুর ২.০০ সুখ দুঃখের সংসার, রাত ১১.০০ থাই কারি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দীপ জ্বেলে যাই
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মহান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মশাল
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০০ দিল হ্যায় তুমহারা, বিকেল ৩.০০ কি, ৫.০০ স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার-টু, রাত ৮.০০ গজনা, ১০.৩০ অ্যাঞ্জেল
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৫৬ কৃশ-থ্রি, বিকেল ৩.৪৪ ভালান্তি, ৫.৩৬ দবং, রাত ৮.০০ এস-থ্রি, ১০.৩৬ ইচ্ছাধারী কিং কোবরা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৪ হাফ গার্লফ্রেন্ড, দুপুর ১.৫৪ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, বিকেল ৪.৪১ ঘুমর, সন্ধে ৬.৫৯ জওয়ানি জানেমন, রাত ৯.০০ নাম শবানা, ১১.৩৩ দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার
জি ক্লাসিক : দুপুর ১২.৪৫ খোল দে মেরি জুবান, বিকেল ৩.৪১ কালা ধন্দা গোরে লোগ, সন্ধে ৭.০০ মেহবুবা, রাত ৯.৫৭ কয়ামত

সাদা তিলের কোফতাকারি তৈরি শেখাবেন রুমা দাস। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড দুপুর ১.৩০ জলসা মুভিজ

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় আর্থিক লেনদেন নিয়ে অংশীদারের সঙ্গে মনোমালিন্য। কর্মক্ষেত্রে বড়কর্তার সঙ্গে তর্কাতর্কিতে আটকে যেতে পারে পদোন্নতি। বৃষ : স্ত্রীর ভাগ্যে শ্বশুরকুল থেকে সম্পত্তি প্রাপ্তির যোগ। উচ্চশিক্ষায় বাবার হস্তক্ষেপে আর্থিক বাধা কাটবে। মিথুন : গোপন কোনও কথা প্রকাশ্যে আসায় বিড়ম্বনায় পড়তে হতে পারে। অনাবশ্যক ব্যয় এড়িয়ে সঞ্চয়ের চেষ্টা করুন। কর্কট : কর্মপ্রার্থীরা নতুন চাকরির সন্ধান পেতে পারেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব বাড়বে। প্রেমে শুভ। সিংহ : জমি বিক্রি করে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখতে পারলে লাভবান হবেন। কন্যা : পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। অচেনা কোনও ব্যক্তির সঙ্গে বাড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় যাবেন না। তুলা : কল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে সমাজে প্রশংসিত হবেন। পরিবারে কোনও সদস্যের শারীরিক কারণে খরচ বাড়বে। বৃশ্চিক : মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন। মশালাদার খাবারে পেটে সংক্রমণ হতে পারে। ধনু : কর্মক্ষেত্রে কঠিন পরিশ্রমের পুরস্কার পাবেন। ঈশ্বরের আরাধনায় মানসিক চঞ্চলতা দূর হবে। মকর : ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি। অপ্রত্যাশিত কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কুম্ভ : অপরিচিত কোনও ব্যক্তির আর্থিক প্রলোভনে পড়ে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। মীন : ব্যবসায়ীরা শুল্ক সংক্রান্ত ঝামেলায় পড়তে পারেন। স্বনিযুক্ত প্রকল্পের সঙ্গে জড়িতরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ৭ ভাদ্র, ২৯ অগাস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ, সংবৎ ৬ ভাদ্রপদ সুদি, ৫ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২১, অঃ ৫।৫৭। শুক্রবার, ষষ্ঠী সন্ধ্যা ৬।৬। স্বাতীনক্ষত্র দিবা ১০।৫৫। ব্রহ্মযোগ দিবা ২।৪০। তৈতিলকরণ সন্ধ্যা ৬।৬ গতে গরকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১০।৫৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ১০।৫৫ গতে দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৬।৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, সন্ধ্যা ৬।৬ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি- ৮।৩০ গতে ১১।৩৯ মধ্যে। কালরাত্রি- ৮।৪৮ গতে ১০।১৩ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১০।৫৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান ধান্যবৃদ্ধিদান পুণ্যাহ, দিবা ৮।৩০ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্ম্মাণ ও চালন, দিবা ১১।৩৯ গতে বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ভূমিক্রয়বিক্রয়। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। জাতীয় ক্রিড়া দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।২৩ মধ্যে ও ৪।০ গতে ৫।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ৩।৪ গতে ৩।৫১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২১ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।২১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বৃষ্টি যখন নামল।। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটের কাছে মহেশপুরে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

রাজ্য সভাপতিকে নালিশ

বিজেপির দুই নেতার দ্বন্দ্ব চরমে

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : জেলা কমিটি প্রকাশ্যে আসার পরেই কোন্দল চরমে বিজেপির অন্দরে। বিজেপির নবনিযুক্ত জেলা সম্পাদক প্রদীপ চৌধুরীর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ জানিয়ে সরাসরি দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে চিঠি পাঠিয়েছেন দলেরই নেতা বিশ্বদীপ ঘোষ। নিজেকে বিজেপির টিচার্স সেলের কনভেনারের পরিচয় দিয়ে তিনি রাজ্য নেতৃত্বকে চিঠি দিয়েছেন। যদিও বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের বক্তব্য, 'বিশ্বদীপ বেশকিছুদিন আগেই পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। প্রদীপের বিরুদ্ধে যদি কোনও অভিযোগ থাকে, তাহলে সেটি আমাদের বলুন। আলোচনা করে আমরা বিষয়টি দেখব।'

চিঠিতে বিশ্বদীপের অভিযোগ, দলের শৃঙ্খলাভঙ্গ সহ একাধিক অপরাধমূলক কাজ করার অভিযোগ রয়েছে নতুন জেলা সম্পাদক প্রদীপের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে অবশ্য কোনও বক্তব্য দিতে চাননি বিশ্বদীপ। তিনি বলেন, 'এটি দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তাই কোনও বক্তব্য দেব না।' যদিও বিশ্বদীপের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন জেলা সম্পাদক প্রদীপ চৌধুরী। তাঁর বক্তব্য, 'আমি দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপি করে আসছি। দল আমাকে যোগ্য মনে করেছে বলেই আমাকে জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছে। দল যা বলবে, সেইমতোই কাজ হবে। বাকি কে কী বলছে, সেটি আমার জানা নেই। আমার একমাত্র লক্ষ্য, দলকে রাজ্যের ক্ষমতায় আনা।'

> অরুণ মণ্ডল স্বাক্ষরিত জেলা কমিটির লিস্টে একজন অপরাধীকে জেলা সম্পাদক পদ দেওয়া হয়েছে।
>
> **বিশ্বদীপ ঘোষ**
> *অভিযোগকারী নেতা*

> আমি দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপি করে আসছি। দল আমাকে যোগ্য মনে করেছে বলেই আমাকে জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছে।
>
> **প্রদীপ চৌধুরী**
> *জেলা সম্পাদক, বিজেপি*

ওয়ার্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্বদীপ ও প্রদীপের দ্বন্দ্ব বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে। প্রদীপ জেলা সম্পাদক হওয়ার পর সেই বিরোধ মারাত্মক আকার নিয়েছে। প্রদীপের জেলা সম্পাদক পদ নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছেন বিশ্বদীপ। তবে চলতি সপ্তাহে একেবারে রাজ্য নেতৃত্বকেই চিঠি পাঠিয়ে দুইজনের বিরোধকে অন্যমাত্রায় নিয়ে গিয়েছেন বিশ্বদীপ। চিঠিতে বিশ্বদীপ লিখেছেন, 'অরুণ মণ্ডল স্বাক্ষরিত জেলা কমিটির লিস্টে একজন অপরাধীকে জেলা সম্পাদক পদ দেওয়া হয়েছে। অতীতেও দেখা গিয়েছে, হরেন্দ্রপ্রসাদ যাদবকে ১ নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি পদ দেওয়ার কারণে দলের ক্ষতি হয়েছিল। জমি মাফিয়া ও খুনি হওয়ার কারণে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল।' প্রদীপের বিরুদ্ধে দলীয় কর্মীদের ফাঁসানো ও অর্থ দাবি, খুনের হুমকি সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। চিঠিতে আরও লেখা রয়েছে, প্রদীপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে সাধারণ মানুষের জন্য রাস্তায় নামতে বাধ্য হব। তার দায় জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বকে নিতে হবে।

হোটেলে চুরি করতে এসেই গয়নায় নজর

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : বিলাসবহুল রিসর্টে গ্রানাইটের স্ল্যাব থেকে লকার কেটে লক্ষাধিক টাকার সোনা ও নগদ অর্থ চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার জ্যাকি সাসিয়াকে জেরা করে অবাক মাটিগাড়া থানার তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। বিয়ের গয়না চুরির পরিকল্পনা নাকি ওই গ্যাংয়ের ছিল না। জ্যাকিদের নজর ছিল, রিসর্টে সাজানো দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীগুলি। তবে রুম বুক করার পর রিসর্টে বিয়ের আসর বসেছে দেখে পরিকল্পনা পালটে ফেলেন জ্যাকি ও তার সঙ্গীরা। তদন্তে আরও একটি বিষয় সামনে এসেছে। গত ডিসেম্বর মাসে প্রথমবারের জন্য তাঁরা ওই রুম বুক করলেও শহর শিলিগুড়িতে তাঁরা একাধিকবার এসে ওই রিসর্টের আশপাশ রেইকি করেছেন। এমনকি শহর শিলিগুড়িতে থাকা অন্যান্য বিলাসবহুল হোটেল সম্পর্কেও তাঁরা তথ্য নিয়েছিলেন। তবে শহর শিলিগুড়ির কোনও হোটেলে এই গ্যাং আগে অপারেশন চালায়নি বলেই পুলিশ সূত্রে খবর।

মধ্যপ্রদেশের এই গ্যাং গোটা দেশেরই পরিচিত। জ্যাকিদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিলাসবহুল হোটেলে ঢুকে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী চুরির অভিযোগ রয়েছে। এ্যাধিকবার দেশের বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা জেলও খেটেছেন। তবে হঠাৎ করে শিলিগুড়িতে অপারেশনের পরিকল্পনা তাঁরা কেন করলেন, তা স্পষ্ট নয় তদন্তকারীদের কাছে।

জিজ্ঞাসাবাদে জ্যাকি নাকি জানিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে শহর শিলিগুড়িতে বড় বড় রিসর্ট, হোটেল হচ্ছে বলে তাঁরা জানতে পারেন। এরপরই মিশন শিলিগুড়ি শুরু হয়। একাধিকবার শহর শিলিগুড়িতে এসে বিভিন্ন হোটেল, রিসর্ট সম্পর্কে খোঁজ নেন তাঁরা। সেই সময়ই মাটিগাড়ার ওই বিলাসবহুল রিসর্ট সম্পর্কে জানতে পারেন।

রিসর্টে বেশকিছু দুর্মূল্য সামগ্রী রয়েছে বলে জানার পরই রিসর্টটিকে তাঁরা টার্গেট করেন। গত বছর ডিসেম্বরের ৯ তারিখ প্রথমবারের জন্য ওই রিসর্টে ওঠেন জ্যাকি ও তাঁর সঙ্গী। বিয়ের জন্য ওইদিনই একটি দল ওই রিসর্টে আসে। রিসর্টের ভেতর রেইকি করার সময় ওই বরযাত্রীদের এক মহিলার রুমের দিকে নজর পড়ে জ্যাকি ও তাঁর সঙ্গীর। অভ্যস্ত চোখে তাঁরা বুঝে যান, ওই রুমের লকারে রয়েছে বিয়ের গয়না সহ যাবতীয় দামি সামগ্রী। সুযোগ বুঝে লকার কেটে সমস্ত সোনা, নগদ অর্থ চুরি করে হাওয়া হয়ে যান দুজনে। ঘটনায় এখনও জ্যাকির সঙ্গীর পাশাপাশি অপারেশনের পেছনে থাকা লোকাল সোর্সদের খোঁজ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা।

বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলে যাত্রী প্রতীক্ষালয় নির্মাণ

শংকরের বরাদ্দে প্রশ্ন দলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের সঙ্গে দলের সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের দূরত্ব কি ক্রমশ বাড়ছে? বেশকিছু দিন ধরেই এই প্রশ্ন উঠছে শিলিগুড়িতে বিজেপির অন্দরে। বৃহস্পতিবার শংকরের একটি কর্মসূচি ঘিরে নতুন করে সেই বিতর্ক চাড়া দিয়েছে। দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেছেন, 'বিধায়কের এই কর্মসূচির বিষয়ে কিছু জানি না। তিনি যে সেখানে একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন, সেটাও জানা ছিল না।' তবে জেলা সভাপতির অনুগামীরা বলছেন, শিলিগুড়ির বিধায়ক এখানকার জেলা নেতৃত্বকে এড়িয়ে সমস্ত কাজকর্ম করার চেষ্টা করছেন, যা বিধানসভা ভোটের আগে দলকে ভাবাচ্ছে। অন্যদিকে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) নির্মাণ করা এই যাত্রী ছাউনিতে যেভাবে বিজেপি বিধায়কের ছবি এবং নামে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা নিয়েই গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

বিধায়কের এলাকা উন্নয়ন তহবিলে তৈরি যাত্রী প্রতীক্ষালয় নিয়ে বিতর্ক।

বিধায়ক অবশ্য দলে বিতর্কের প্রসঙ্গে বলেছেন, 'খুব দ্রুততার সঙ্গে এই কাজটি করা হয়েছে। ফলে সবাইকে জানানো সম্ভব হয়নি। শুধু শহরের নেতানেত্রীদেরই জানিয়েছিলাম। কেউ দুঃখ পেয়ে থাকলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আগামীতে এই বিষয়গুলি নিশ্চয়ই আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখব।' এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার বলেছেন, 'এসজেডিএ কোথাও কোনও বিধায়কের নাম ও ছবি দিয়ে কাজ করেছে বলে জানা নেই। আমাদের সংস্থা কোনওদিন এমন কাজ করে না। এক্ষেত্রে কী হয়েছে খোঁজ নিচ্ছি।'

পুরনিগমের ২ নম্বর ওয়ার্ডের নিবেদিতা রোডে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের প্রায় চার লক্ষ টাকা খরচ করে একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরি হয়েছে। মূলত সিস্টার নিবেদিতা মার্গারেট হাইস্কুলের পড়ুয়াদের সুবিধার্থেই এই ছাউনিটি তৈরি করা হয়েছে। এটি এসজেডিএ'র মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিধায়ক এই নবনির্মিত যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের উদ্বোধন করেছেন। সেখানে এসজেডিএ'র কোনও আধিকারিককে যেমন দেখা যায়নি, একইভাবে বিজেপির নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিও হাতেগোনা ছিল। দলের একাংশের বক্তব্য, বিধায়ক এই কর্মসূচির কথা দলীয় কোনও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে আমন্ত্রণও জানাননি। সাধারণত দলের বিধায়ক কোনও কর্মসূচি করলে জেলা সভাপতি, সহ সভাপতিদের আগে জানান। এক্ষেত্রে সেটাও হয়নি। দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বিধায়কের এই দূরত্ব বিধানসভা ভোটের আগে শিলিগুড়ির নেতা-কর্মীদের যথেষ্ট ভাবাচ্ছে।

আগামী বছরেই বিধানসভা ভোট। শিলিগুড়ি থেকে শংকরই পুনরায় বিজেপি প্রার্থী হচ্ছেন, এটাও একপ্রকার নিশ্চিত। কিন্তু ভিতরে ভিতরে এভাবে ক্ষোভ-বিক্ষোভ চলতে থাকলে ভোটের ময়দানে শংকর কতটা ফায়দা তুলতে পারবেন, সেই প্রশ্নও উঠছে। বিধায়ক অবশ্য এই ঘটনাকে খুব বড় করে দেখতে রাজি নন। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা একজোট হয়েই কাজ করছি। জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধের সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

বিতর্ক যেখানে

- যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের উদ্বোধন ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত
- বিজেপির একাংশের দাবি, বিধায়কের কাজ নিয়ে তারা কিছু জানে না
- শংকরের পালটা দাবি, দ্রুত কাজ হওয়ায় জানানো সম্ভব হয়নি

কাজে মগ্ন।। তিস্তা ক্যানাল রোডে গেটবাজারে সূত্রধরের তোলা ছবি।

চুরি কাণ্ডে ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : মহাবীরস্থানের দোকান থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারের পাশাপাশি এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম গোপাল মণ্ডল। তিনি লিচুবাগানের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার মহাবীরস্থানের একটি দোকান থেকে প্রচুর পরিমাণে কাটা সুপারি সহ বেশ কিছু সামগ্রী চুরি যায়। পরে বুধবার ওই দোকান মালিক শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এরপর গোপন সূত্রে খবর মেলে, এক ব্যক্তি ফুলেশ্বরী সংলগ্ন এলাকায় বেশকিছু সামগ্রী বিক্রির উদ্দেশ্যে ঘোরাফেরা করছেন। অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চোরাই মাল বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : বিপুল পরিমাণ মদ পাচারের আগে প্রধাননগর থানার পুলিশের হাতে পাকড়াও হলেন এক ব্যক্তি। ধৃতের নাম শিবু পাল। তিনি সাউথ আম্বেদকর কলোনির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে গোপনে খবর আসে সন্দেহজনক ব্যাগ নিয়ে জংশন এলাকায় এক ব্যক্তি ঘোরাঘুরি করছে। এরপর শিবুর ব্যাগ খুলতেই প্রচুর পরিমাণ বিদেশি মদ উদ্ধার হয়। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে হামলা বলে জল্পনা

তৃণমূল নেতার গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৮ অগাস্ট : তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতির গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার অভিযোগ। গাড়ির কাচ ভাঙলেও কেউ চোট পাননি। তৃণমূলের অন্দরে চলতে থাকা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই নেতার ওপর হামলার চেষ্টা করা হয় বলে দলের একাংশের ধারণা।

ইসলামপুর থানার কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি আবদুল সাত্তারের সঙ্গে চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানের বেশ কিছুদিন ধরে ঠান্ডা লড়াই চলছে। প্রকাশ্যে দলেরই বিধায়ক সম্পর্কে তাঁকে অপ্রীতিকর কথা বলতে শোনা গিয়েছে। সেই কারণেই কি আবদুলকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হল?

চোপড়ার তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, একজন অঞ্চল সভাপতি হয়ে আবদুল যেভাবে দিনের পর দিন বিধায়ককে নিয়ে বেলাগাম মন্তব্য করে চলেছেন তাতে সাধারণ মানুষই তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত। সে কারণেই রাতের অন্ধকারে কে হামলা চালিয়েছে তা বলা সম্ভব নয়। ঘটনাটি ঠিক কী?

বুধবার রাতে কালাগছ এলাকায় এক তরুণকে মারধর করে দুষ্কৃতীরা। বৃহস্পতিবার ওই তরুণকে নিয়ে

চোপড়া থানায় অভিযোগ জমা করতে যান আবদুল। ফেরার সময় সদর চোপড়ার জাতীয় সড়কের ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় তাঁর গাড়িকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয়।

আবদুল বলেন, 'এক তরুণকে দিয়ে আমাকে প্রাণে মারার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। ওই তরুণ আপত্তি জানালে তাঁকে মারধর করা হয়। আমি আক্রান্ত তরুণকে নিয়ে থানায় অভিযোগ জানিয়ে ফিরছিলাম। তখন ঘটনাটি ঘটে। ভিডিও ফুটেজ রয়েছে। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে অভিযোগ দায়ের করব।' তবে বিষয়টি দলীয় স্তরে জানানো হলেও, নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ করা হয়নি।

আবদুল যখন থানা থেকে ফিরছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে পুলিশ ছিল। তারপরেও তাঁকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ায় প্রশ্ন উঠছে। আবার অনেকে বলছেন, পুলিশ ছিল কেন? তাহলে কি এরকম কিছু ঘটতে পারে বলে পুলিশের কাছে আভাস ছিল? যদি সেটাও হয়, তাহলে পাথর ছোড়া আটকানো গেল না কেন?

হামিদুল সাফ বলেন, 'সাত্তার চোপড়ায় কেন এসেছিলেন? গাড়িতে হামলা হয়েছে কি না, পুলিশ প্রশাসন ভালো বলতে পারবে।' বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে বলে জানান তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইলাল আগরওয়াল।

মোষ পাচারে ধৃত এক

ফাঁসিদেওয়া, ২৮ অগাস্ট : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভিনরাজ্যে গবাদিপশু পাচার রুখল পুলিশ। ঘটনায় ১৮টি মোষ উদ্ধার হয়েছে। পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে লরিচালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত মহম্মদ সায়েদ উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘোষপুকুরের কাছে পশ্চিম মাদাতি টোল প্লাজায় অপেক্ষা করছিল পুলিশ। সন্দেহজনক লরিটি আসতেই আটক করা হয়। লরিটিতে তল্লাশি চালিয়ে ১৮টি মোষ উদ্ধার হয়।

লরিচালকের কাছে বন্যপ্রাণী নিয়ে যাওয়ার বৈধ কোনও নথি ছিল না। পরে, চালক এবং মোষবোঝাই লরিটি আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে লরির চালক স্বীকার করেন বিহার থেকে অসমে মোষ পাচারের কথা। পুলিশ ঘটনায় সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে। পাচারে ব্যবহৃত লরিটি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি, উদ্ধার হওয়া মোষগুলিকে খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন।

জাতীয় শিক্ষকের 'তাজ' দেবায়নের

মালবাজার, ২৮ অগাস্ট : জাতীয় শিক্ষক পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেন মালবাজারের দেবায়ন সরকার। চলতি বছর মোট ২১ জনকে দেশের সেরা শিক্ষক হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। সেখানে তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন মাত্র দুজন বাঙালি। তাঁদের মধ্যেই একজন উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র দেবায়ন। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের পক্ষ থেকে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে তিনি পুরস্কার গ্রহণ করবেন।

দেবায়নের এই সাফল্যে গর্ব অনুভব করছে গোটা মালবাজার শহর। ছেলের পুরস্কারপ্রাপ্তির খবরে চোখে আনন্দাশ্রু মা উমা সরকারের। তিনি বললেন, 'ছোটবেলা থেকেই দেবায়ন লক্ষ্যের প্রতি অবিচল ছিল। স্কুলে পড়াকালীন স্কলারশিপ পেয়েছে। ওর দেখানো পথে আগামীর স্বপ্নপূরণ হোক এটাই কামনা করি।' কর্মজীবনে দেবায়ন বরাবর তাঁর ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। কঠিন বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোকে সহজ ভাষায় শেখানোর দক্ষতা, গবেষণায় নেতৃত্ব এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি অনন্য।

দেবায়নের বাবা দীপক সরকার রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। দেবায়ন মালবাজার শহরের সিজার স্কুলে নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এরপর জলপাইগুড়ি এসি কলেজ থেকে রসায়নে স্নাতক এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর হন।

জাপানে 'বিজয়ার পরে'

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : শিলিগুড়ির ছেলে অভিজিৎ শ্রীদাস পরিচালিত 'বিজয়ার পরে' ছবিটি জায়গা করে নিল জাপানের ওসাকা এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভালে। মঙ্গল ও বুধবার দুইদিন ছবিটি আকিরা কুরোসাওয়ার দেশে প্রদর্শিত হবে। শুক্রবারই জাপানের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন অভিজিৎ। ছবির প্রযোজক সুজিত রাহাও শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা। ২০২৪ সালে 'বিজয়ার পরে' ছবিটি মুক্তি পায়। মমতাশংকর, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, মীর আফসার আলির মতো বাংলা সিনেমার বিশিষ্ট অভিনেতারা ছবিটিতে অভিনয় করেন। অভিজিতের কথায়, 'প্রথম ভারতীয় বাংলা ছবি হিসাবে বিজয়ার পরে ওসাকা ফিল্ম ফেস্টিভালে নির্বাচিত হল। সবার পরিশ্রমের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। খুবই ভালো লাগছে।'

'বিজয়ার পরে' ছবিটি ইতিমধ্যেই দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন ফিল্ম ফেস্টিভালে পুরস্কৃত হয়েছে। ২৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবং ২২তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দর্শকের পছন্দের বিচারে সেরা ছবির পুরস্কার অর্জন করার পাশাপাশি ২০তম থার্ড আই এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভাল ও তেলেঙ্গানা-বাংলা চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি পুরস্কৃত হয়েছে। ছবিটি বৃদ্ধ দম্পতির একাকিত্বের যন্ত্রণার গল্প বলে। এটাই অভিজিৎ পরিচালিত প্রথম ছবি।

চলতি বছর ২৯ অগাস্ট থেকে ওসাকা এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভাল শুরু হচ্ছে। চলবে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ওই ফিল্ম ফেস্টিভালে 'বিজয়ার পরে' ছবিটি একদিকে যেমন দেখানো হবে, সেরকমই পরিচালক অভিজিৎ ও প্রযোজক সুজিত ছবিটি নির্মাণের নানা অভিজ্ঞতাও তুলে ধরবেন। যাকে সিনেপ্রেমীরা বলে থাকেন 'বিহাইন্ড দ্য সিনস'। অর্থাৎ, ছবি তৈরির গল্প। অভিজিতের আশা, ছবিটি প্রদর্শিত হলে জাপান ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের এক নয়া অধ্যায় রচিত হবে।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

ফাঁসিদেওয়া, ২৮ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়পথু এলাকায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম তপন বর্মন (৪০)। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের লালদাসজোত এলাকায় লেধাইমারি নদীতে স্থানীয়রা একটি দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় ফাঁসিদেওয়া থানা এবং মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে, ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। পাশাপাশি, ওই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সাহায্য

খড়িবাড়ি, ২৮ অগাস্ট : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ খড়িবাড়ির দেবীগঞ্জ বিবেকানন্দ হাইস্কুলে ৭০টি টিউবলাইট, ২০টি ফ্যান, ১টি পানীয় জলের মেশিন ও ১টি প্রিন্টার দিল। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ললিত বর্মন প্রমুখ বৃহস্পতিবার স্কুলের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কিশোরীমোহন বলেন, 'পরিষদ এই স্কুলে ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্মার্ট ক্লাসরুম ও নিকাশিনালা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খুব শীঘ্রই সেসব কাজ শুরু হবে।'

অভিযান

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : মডিফায়েড সাইলেন্সার নিয়ে বাইক চালানোর কারণে এক বাইক আরোহীকে সাত হাজার টাকা জরিমানা করল জংশন ট্রাফিক গার্ড। পাশাপাশি বেআইনি সাইলেন্সারটি খুলে দেওয়া হয়। নিজের ভুল স্বীকার করেন বাইক আরোহী। জংশন ট্রাফিক গার্ডের তরফে বুধবার থেকে অভিযান শুরু করা হয়েছে।

বাসের অভাবে পর্যটক হারাচ্ছে ভোরের আলো

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছে তেনজিং নোরগে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাসে গজলডোবা যাওয়ার বাসের খোঁজ করেছিলেন আদিত্য রায়। কখন পাওয়া যেতে পারে গজলডোবা যাওয়ার বাস, প্রশ্ন করলেন টিকিট কাউন্টারে। উত্তরে যথারীতি নিরাশ হতে হল তাঁকে। শেষে একটি গাড়ি তিনি রিজার্ভ করলেন তিন হাজার টাকায়। সপরিবার 'ভোরের আলো'র উদ্দেশে গাড়িতে ওঠার সময় আদিত্য বললেন, 'সরকারি তরফে গজলডোবার এত প্রচার। অথচ শিলিগুড়ি থেকে গজলডোবায় যাওয়ার কোনও বাস নেই। এত টাকা শুধু গাড়িভাড়া লাগবে জানলে আসতাম না।'

এমন অভিজ্ঞতা শুধু তাঁর নয়। প্রায় প্রত্যেকদিনই পর্যটকদের এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এর মূলে রয়েছে যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে সরকারি উদাসীনতা। অথচ ভোরের আলো খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প। এই পর্যটন হাবকে কেন্দ্র করে প্রকল্প এলাকা তো বটেই, সংলগ্ন এলাকাতেও একাধিক হোটেল ও রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠেছে। মূলত সরকারি বাসের অভাবেই দূরের পর্যটক হারাচ্ছে গজলডোবা। ভিড় শুধু শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির একটা অংশের মানুষের। একটা সময় শিলিগুড়ি ও ক্রান্তির মধ্যে চলা বাসগুলি গজলডোবা হয়ে চলাচল করত। কিন্তু অনেকদিন ধরেই বাসগুলি চলছে ওদলাবাড়ি হয়ে। আশিঘর এলাকা থেকে শেয়ারে কিছু ভুটভুটি চলে। কিন্তু এনজেপি,

শিলিগুড়ি জংশন বা বাস টার্মিনাসে নামা পর্যটকদের পক্ষে আশিঘর মোড়ে গিয়ে ওই গাড়িতে চড়া প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া আশিঘরের গাড়ি সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই, থাকার কথাও নয় পর্যটকদের।

বছর দুয়েক আগে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) তরফে শিলিগুড়ি-গজলডোবা বাস পরিষেবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে সেই পরিকল্পনা, আলোচনার স্তরেই থেকে গিয়েছে। পররবর্তীতে শিলিগুড়ি-গজলডোবা চার্টার্ড সার্ভিসের সূচনা করা হয় এনবিএসটিসির তরফে। কিন্তু একটি বাসভাড়া নেওয়া কি সম্ভব, কোনও পর্যটকের? ফলে এই উদ্যোগও মুখ থুবড়ে পড়েছে। বেসরকারি বাসও চলে না রুটটিতে। নেই ট্রেনের সুবিধাও।

এব্যাপারেই কথা হচ্ছিল শিলিগুড়ির অঞ্জন দাসের সঙ্গে। হতাশার সঙ্গে অঞ্জন বললেন, 'বাড়িতে আমরা পাঁচজন সদস্য। একটা স্কুটার রয়েছে। সেই স্কুটারে পাঁচজনকে ওই রাস্তায় নিয়ে যাই কী করে? এক-দু'বার গাড়িভাড়া করে গজলডোবা গিয়েছিলাম। তবে অনেক খরচ পড়েছিল। আমাদের মতন দিন আনা-দিন খাওয়া পরিবারে গজলডোবা যাওয়া বিলাসিতা মাত্র।' হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট স্যানালের বক্তব্য, 'বাস সার্ভিস অত্যন্ত প্রয়োজন। পর্যটকদের তাহলে অতিরিক্ত টাকা খরচ করতে হয় না। বাস পরিষেবা চালু হলে পর্যটকের সংখ্যাও গজলডোবায় বাড়বে।' পর্যটন ব্যবসায়ী রাজ বসু মনে করেন, 'গজলডোবার সেতুটি যেহেতু খুলে যাচ্ছে, তাই সরাসরি বাস পরিষেবা শুরু হলে শহর শিলিগুড়ি ও গজলডোবার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নতুন গতি পাবে।' গজলডোবা ও শিলিগুড়ির মধ্যে বাস পরিষেবার ক্ষেত্রে তিনি এনবিএসটিসির সঙ্গে কথা বলবেন বলে আশ্বাস মেয়র গৌতম দেবের।

বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : ১১৭টি ইনজেকশন ও ১৫ বোতল কাফ সিরাপ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম জগবন্ধু রায়। তিনি শীতলকুচির বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার রাতে ইস্টার্ন বাইপাসে নাকা তল্লাশি করার সময় একটি স্কুটার ধরা পড়ে। ডিকি খুলতেই ১১৭টি ইনজেকশন ও ১৫ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃত কোথায় ওই কাফ সিরাপ পাচার করছিল, তদন্ত করছে পুলিশ।

কোলাহলের মাঝে বসে সে বই পড়ে একমনে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : ‘শিক্ষা আনে সৃষ্টি, সৃষ্টি থেকে আসে চিন্তা, চিন্তা থেকে আসে জ্ঞান আর সেই জ্ঞান তোমাকে মহান করে তোলে’, এপিজে আবদুল কালামের কথাগুলোর গভীর তাৎপর্য জানা নেই অনীক হালদারের। মাঝাবাড়িতে একটি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া সে। বাবা-মাকে হারিয়েছে কয়েকবছর আগে। প্রথমে মা, তারপর বাবা। দাদুই এখন তার খেয়াল রাখেন। দাদু প্রমোদ হালদার ঠ্যালাগাড়িতে বাদাম, ছোলা বিক্রি করেন শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কের মূল গেটের ঠিক উলটোদিকে।

ঠ্যালাগাড়ি নিয়ে এসেছিলেন বৃহস্পতিবারও। তাঁর সঙ্গী হয়েছিল নাতি অনীক ও ছোট মেয়ে দীপশিখা। খুদেদের আবদার, গণেশ ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যেতে হবে। ঘোরাতে হবে মেলা। কিন্তু তাই বলে কি বাদ যাবে পড়াশোনা? বগলদাবা করে সে নিয়ে এসেছে নিজের বই-খাতা। শহরজুড়ে এখন উৎসবের মরশুম। বহরে বেড়েছে গণপতির আরাধনা। পুজোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোর রোশনাইয়ে ঝলমল করছে রাস্তাঘাট। নতুন জামা পরে বেরিয়েছে অনেকেই।

বাবা-মায়ের সঙ্গে গাড়িতে চেপে কিংবা হেঁটে প্যান্ডেল হপিং করছে খুদেরা। বাঘা যতীন পার্কের আশপাশেও ভিড়। বাইক, গাড়ি ও টোটোর হর্ন। যানজট। সেই পরিস্থিতিতেও যেন একটি অদৃশ্য ঘেরাটোপে নিজেকে বন্দি রেখেছে

বাঘা যতীন পার্কের উলটোদিকে পড়তে বসেছে অনীক হালদার।

ছেলেটা। যেন কানে ঢুকছে না কোলাহল। একেবারে গাড়িটার গা ঘেঁষে নীল রঙের প্লাস্টিক পেতে বসেছে সে। পরনে হলুদ রঙের হাফ প্যান্ট। গায়ে হাতকাটা টি-শার্ট। চুল ছোট করে ছাঁটা। মাথা নীচু। মন সঁপেছে বইয়ের পাতায়। রাস্তার আলোয় যতটা দেখা যায়। মাঝেমধ্যে মাসি এসে দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে কোথাও অসুবিধে হলে।

অনীককে দেখতে দেখতে ছোটবেলায় মায়ের কাছে শোনা একটি গল্প মনে পড়ে গেল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাস্তার আলোতেই পড়াশোনা করতেন। না, কারও সঙ্গে কারও তুলনা টানা নয়। তবে দুটো ঘটনাই ইচ্ছেশক্তির গুরুত্ব বোঝায়। পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে হার না মেনে স্বপ্ন দেখার সাহস জোগায়। এদিন সন্ধ্যায় ওই রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী কেউই মুখ ফেরাতে পারেননি। কেউ ছবি তুলেছেন, কেউ বা আশীর্বাদ করেছেন দু’হাত তুলে।

পাশে দাঁড়িয়ে তখন মুখে গর্বের হাসি প্রমোদের। প্রায় ৪০ বছর ধরে এই ব্যবসা করছেন। ৫ মেয়ে নিয়ে সংসার। নাতি ঠাকুর দেখার বায়না ধরেছিল সকাল থেকে। কিন্তু এই সামান্য আয়ের ওপর গোটা সংসার নির্ভর করে। তাই একদিন দোকান না দিলে মুশকিল। সঙ্গে করে নাতি আর ছোট মেয়েকে নিয়ে আসা। লেখাপড়ার ফাঁকে অনীক মাসির হাত ধরেই বেরিয়েছিল দেব দর্শনে। প্রমোদ বলছিলেন, ‘ওর মা মুক্তা হালদার পড়াশোনায় ভীষণ মনোযোগী ছিল। অনীকও তেমন হয়েছে। ছোট মেয়ে ঘোগোমালি হাইস্কুলের পড়ুয়া। অনীককে লেখাপড়ায় ও-ই সাহায্য করে।’

সামনে দাঁড়িয়ে খানিকটা ঝুঁকে কথা বলার চেষ্টা করলেও একবার মুখের দিকে তাকিয়ে লাজুক হেসে ফের মাথা নামিয়ে নিল সেই একরত্তি। মুখে এক অদ্ভুত সরলতা। দুই চোখে অনেক বড় হওয়ার স্বপ্ন। পাশে বসে তাকে মায়ের মতোই আগলে রেখেছে দীপশিখা।

গোলপোস্টের সামনে বিপত্তি

ফুটবল মাঠে পা লেগে মৃত খেলোয়াড়

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৮ অগাস্ট : গ্রাম্য ফুটবল টুর্নামেন্টে ঘটে গেল অঘটন। গোলকিপারের পা বুকে লেগে মৃত্যু হল এক তরুণ স্ট্রাইকারের। বৃহস্পতিবার বিকেলে এমনই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় ইংরেজবাজারের নরহাট্টা অঞ্চলের বুধিয়া হাই মাদ্রাসার মাঠে। মৃতের নাম মণিরুল ইসলাম। সে স্থানীয় বুধিয়া হাই মাদ্রাসার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। তার বাড়ি ওই এলাকারই দুর্গাপুর গ্রামে।

বৃহস্পতিবার থেকে ইংরেজবাজারের বুধিয়া হাই মাদ্রাসার মাঠে শুরু হয়েছে ২৪ দলের গ্রামীণ ফুটবল টুর্নামেন্ট। মণিরুল খেলছিল দুর্গাপুর গ্রামের হয়ে। বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীঘাটের সঙ্গে দুর্গাপুরের খেলা ছিল। এই গ্রামের বাসিন্দা তথা শিক্ষক কাজি নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, ‘খেলা চলাকালীন মণিরুল গোল করতে যায়। সেই সময় বিপক্ষ দলের গোলকিপারের পা লেগে যায় মণিরুলের বুকে। মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে সে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। মাঝপথেই মারা যায় মণিরুল।’

গ্রামের অপর এক বাসিন্দা সাকিরুল ইসলাম বলেন, ‘আজ থেকে আমাদের গ্রামে ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। ২৪ দলের খেলা ছিল। আগামী রবিবার ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মাঝপথে এমন অঘটন যে ঘটে যাবে তা কল্পনাতীত।’ ছেলের মৃত্যুর ঘটনা শুনতে পেয়ে বাবা হাসান আলি নিজেকে ঠিক রাখতে পারছেন না। তিনি পেশায় সাধারণ দিনমজুর। তাঁর কথায়, ‘ছেলে ফুটবল খেলতে ভালোবাসত, তাই কোনওদিন বাধা দিইনি। কিন্তু ছেলেকে যে এভাবে অকালে হারাতে হবে, তা ভাবতে পারছি না।’

বিভিন্ন সময় উৎসব মরশুমে মালদার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে পাড়ায় পাড়ায় এমন ধরনের ফুটবল কিংবা ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হয়। ঠিক সেই ধরনেরই প্রতিযোগিতা বসেছিল বুধিয়ায়। কিন্তু এগুলির ক্ষেত্রে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোনও অনুমতি থাকে না। এ প্রসঙ্গে মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর মন্তব্য, ‘বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে এটা ইচ্ছাকৃত নয়, দুর্ঘটনা। অনেক সময় দেখা যায় কারও পা ভেঙে যায়, কারও বা হাত ভেঙে যায়। দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। কিন্তু উদ্যোক্তাদের আরও সচেতন হওয়া উচিত। খেলার সময় মাঠে মেডিকেল টিম রাখা এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে এই ধরনের টুর্নামেন্টের ব্যাপারে জানানো জরুরি।’

মালদা ডিএসএ-র প্রাক্তন সম্পাদক শুভাশিস সরকারের মন্তব্য, ‘এখন আইন হয়ে গিয়েছে, কোনও টুর্নামেন্টের ক্ষেত্রে চিকিৎসক এবং অ্যাম্বুল্যান্স মাঠে থাকতে হবে। ওই মাঠ থেকে মালদা মেডিকেল কলেজের দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। তাই ছেলেটি যদি সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা পেত বা তাকে মেডিকেলে নিয়ে আসা যেত তাহলে হয়তো প্রাণে বেঁচে যেত। আমি আশা করব, আগামীতে উদ্যোক্তারা খেলোয়াড়দের সুরক্ষার কথা ভাববেন। মাঠে অ্যাম্বুল্যান্স ও চিকিৎসক রাখার বিষয়টি জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে দেখতে হবে।’

মণিরুল ইসলাম।

মর্মান্তিক

- খেলা চলাকালীন মণিরুল গোল করতে যায়
- সেই সময় বিপক্ষ দলের গোলকিপারের পা লেগে যায় মণিরুলের বুকে
- মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে সে
- তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা যায় মণিরুল

মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল কর্মকর্তা গোপাল মুর্মু মনে করেন, ‘ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যে কোনও ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে হলে উদ্যোক্তাদের অ্যাম্বুল্যান্স, মেডিকেল টিম, স্ট্রেচার, বরফ রাখতে হয়। এটা ফিফার গাইডলাইন। একজন তরতাজা তরুণের মৃত্যুর জন্য কিছুটা হলেও দায়ী উদ্যোক্তারা।’

ইংরেজবাজার থানার এক পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আগামীকাল ময়নাতদন্ত হবে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে।

মেডিকেলে মৃত্যু কিশোরের

রাজগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট : লেপ্টোস্পাইরোসিস ও হেপাটাইটিস এ-র উপসর্গ ও জ্বর নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি গিরানগছের এক কিশোরের মৃত্যু হল বৃহস্পতিবার। হাসপাতাল এবং পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আবদুল রেজ্জাক আলি (১৭) নামে ওই কিশোরের সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ মৃত্যু হয়। সে সন্ন্যাসীকাটা হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল। পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে লেপ্টোস্পাইরোসিস এবং হেপাটাইটিস এ-তে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু হয়েছে আবদুলের। যদিও স্বাস্থ্য দপ্তর দাবি করেছে, আবদুলের লেপ্টোস্পাইরোসিসের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তবে হেপাটাইটিস এ রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল কি না, তা বলতে পারেননি জলপাইগুড়ির স্বাস্থ্যকর্তারা।

প্রায় এক মাস আগে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে সন্ন্যাসীকাটার চেকরমারি গ্রামের শ্যামলী দাস নামে একজনের মৃত্যু হয়েছিল। গত ১৫ দিন ধরে রাজগঞ্জের দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তত ১৫টি গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে এই রোগ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে আবদুল রেজ্জাক আলির বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় শোকস্তব্ধ গোটা গ্রামের মানুষ। সবার মুখে একটাই কথা, কী যে রোগ এল গ্রামে, তরতাজা একটি কিশোরের প্রাণ কেড়ে নিল। আবদুলের বাবা আজগর আলি বলেন, ‘সোমবার ছেলের জ্বর আসে। কালীতলা স্বাস্থ্য শিবিরে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাই। ওখান থেকে ওষুধ দেয়। সেই ওষুধ খাওয়ার পরেও জ্বর না কমায় মঙ্গলবার রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করি। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বুধবার বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করা হয়। এরপর সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ দেখতে পাই আমার ছেলের পেট ফুলে গেছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আজকে সকালে আমার ছেলে আমাকে ছেড়ে চলে গেল।’

অজগর উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : দোকান থেকে উদ্ধার হল অজগর। বৃহস্পতিবার ইস্টার্ন বাইপাসের বাণেশ্বর মোড় সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। পরে সারুগাড়া রেঞ্জের বনকর্মীরা এসে দোকানের শাটারের ওপরের অংশ থেকে অজগরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। সাপটি জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

দোকানের কর্মী কালী সাহা বললেন, ‘আমার তো ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড় হয়েছিল। শাটারের উপরের অংশে অজগরটি ছিল। সাপটি যে ওখানে ঘাপটি মেরে রয়েছে, তা টের পাইনি। বনকর্মীরা আসার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।’

বৈঠক

চোপড়া, ২৮ অগাস্ট : নবি দিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে অনুষ্ঠিত হয় এক বৈঠক। পুলিশের উদ্যোগে এদিন বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি রাহুল বর্মন, চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা প্রমুখ।

আমি তো সেই জমির মালিক নই, তবু...

খাতায়-কলমে জমি সরকারের। কিন্তু তা মানছে কে? ফাঁকা জমি পেয়ে অনুমতি না নিয়ে দেদার নির্মাণকাজ চালাচ্ছেন কিছু মানুষ। একদিকে ঘোষপুকুর-নকশালবাড়ি রাজ্য সড়কের পাশে পূর্ত দপ্তরের জমি দখল করে ঘর তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে রেঞ্জ অফিস সংলগ্ন বন দপ্তরের জমিতেও হচ্ছে ভবন। প্রশাসন দেখেও দেখে না, অভিযোগ স্থানীয়দের।

অনুমতি না নিয়ে চলল ছাদ ঢালাই

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৮ অগাস্ট : পরের জায়গা, পরের জমি, কিন্তু সেখানেই ঘর বানিয়ে ফেললেন এক ব্যক্তি। গান নয়, রীতিমতো বাস্তব। আসলে জমির মালিক সরকার। অথচ কোনওরকম অনুমতির তোয়াক্কা না করেই অবাধে সেখানে নির্মাণকাজ চলছে। ঘটনা জানাজানি হতেই ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। অভিযোগ, কোনও অনুমতি ছাড়া সরকারি কালভার্টের মুখ আটকে সরকারি জমিতে তপন কর্মকার সিংহ নামে এক ব্যক্তি নির্মাণকাজ করছেন। ঘোষপুকুর-নকশালবাড়ি রাজ্য সড়কের পাশে পূর্ত দপ্তরের জমি ঘিরেই যত বিপত্তি। কংক্রিটের পিলার তুলে, ছাদ ঢালাই করে নির্মাণকাজ এগোচ্ছে। ফাঁসিদেওয়া ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক শুভ্রজিৎ মজুমদারের বক্তব্য, ‘আমি বিষয়টি সন্ধ্যায় জানতে পেরেছি। শুক্রবার দপ্তরের কর্মীরা গিয়ে জায়গা দেখে আসবেন। নিয়মবহির্ভূত কাজ হয়ে থাকলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।’

অবৈধ নির্মাণ নিয়ে বিজেপি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের মদতকে দায়ী করেছে। এনিয়ে ভারতীয় জনতা তপশিলি মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি নিরঞ্জন বিশ্বাসের কথায়, ‘তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের মদতেই এই কাজ করা হচ্ছে।’ যদিও ঘোষপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জনরাজন কিনডো বলেন, ‘আমরা সরকারি জমিতে নির্মাণকাজের কোনও অনুমতি দিইনি। বিষয়টি আমার জানাও ছিল না। আমি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে বলবে। খোঁজ নিয়ে রিপোর্ট দিতে বলা হবে। অবৈধভাবে নির্মাণকাজ হয়ে থাকলে প্রশাসনের কাছে উপযুক্ত পদক্ষেপ করার আর্জিও জানাব।’

> আমি বিষয়টি সন্ধ্যায় জানতে পেরেছি। শুক্রবার দপ্তরের কর্মীরা গিয়ে জায়গা দেখে আসবেন। নিয়মবহির্ভূত কাজ হয়ে থাকলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।
>
> **শুভ্রজিৎ মজুমদার** *আধিকারিক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর, ফাঁসিদেওয়া*

নির্মাণকারী তপন কর্মকার সিংহের কাতর সাফাই, ‘আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। কারও অনুমতি নেওয়া হয়নি।’ কিন্তু এমন অপরাধের পরে কেবল ক্ষমা চেয়ে নিলেই কি সমস্যার সমাধান হবে? স্থানীয় সৌরভচন্দ্র সিংহের বক্তব্য, ‘সরকারি জমিতে এভাবে কোনও নির্মাণকাজ করা যায় না। আমরা এব্যাপারে লিখিতভাবে প্রশাসনকে জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

বন দপ্তরের জমিতে অবাধে নির্মাণ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৮ অগাস্ট : সামনেই রেঞ্জ অফিস। তারই সংলগ্ন এলাকায় বন দপ্তরের জমিতে নির্মাণকাজ করা নিয়ে এবার বিতর্ক দানা বাঁধল। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ রথখোলা এলাকায় বুড়াগঞ্জ যাওয়ার রাস্তার ধারের জমি নিয়েই গোলযোগ বেধেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, পুলিশ ও তৃণমূল নেতাদের পরোক্ষ মদতেই দ্রুত গতিতে বন দপ্তরের জায়গায় একটি ভবন গড়ে উঠেছে। মাসখানেক আগে বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগও দায়ের করেন। কিন্তু তখন নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্তদের থানায় ডেকে বোঝাপড়া করে সব মিটিয়ে নেওয়া হয় বলে দাবি বাসিন্দাদের। যেখানে পাকা ভবন নির্মাণ হয়েছে তার সামনেই কার্সিয়াং বিভাগের টুকরিয়াঝাড় রেঞ্জ অফিস। তাই সরকারি দপ্তরের নাকের ডগায় কী করে এত বড় নির্মাণকাজ সম্ভব হল তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে।

নির্মাণকাজ নিয়ে টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের রেঞ্জ অফিসার সুরজ মুখিয়াকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘বিষয়টি থানাতেও জানানো হয়েছিল। ফরেস্ট ভিলেজার্স হিসেবে জমিগুলি এলাকার বাসিন্দারা ব্যবহার করেন। নির্মাণকাজ বন্ধ করতে বলা হয়েছে।’ এদিকে, কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডের কথাতেও, ‘বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব। কিন্তু এভাবে জমি দখল কেউ করতে পারে না।’

যদিও এলাকাবাসীর দাবি, এনিয়ে বনকর্মীদের কোনও হেলদোল নেই। এলাকাটি হাতির করিডর হিসেবে পরিচিত। এই করিডর দিয়ে হাতির দল নকশালবাড়ি চা বাগান থেকে টুকরিয়াঝাড়ে যাতায়াত করে। কিন্তু সেই এলাকায় মাত্র মাস দুয়েকের মধ্যে এমন নির্মাণকাজ শুরু হওয়ায় তাজ্জব সকলে। বন দপ্তরের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, কলকাতার এক শুল্ক বিভাগের আধিকারিক বনবস্তির এক বাসিন্দার কাছ থেকে জমি কিনে বাড়ি তৈরি করছেন। যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে মদন গুরুং নামে বনবস্তির এক বাসিন্দা বলেন, ‘ওই জায়গাটি বন দপ্তর থেকে আমার বাবাকে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের পাট্টা দেওয়া হচ্ছে না। তাই সেখানে ছোট ভাইয়ের থাকার জন্য বাড়ি বানাচ্ছি। যদি বন দপ্তর কাজ বন্ধ করতে বলে তাহলে তাই করব।’ তবে মদন এলাকায় তৃণমূল সমর্থক হিসেবে বিশেষ পরিচিত। তাই এব্যাপারে সন্দেহ বাড়ছেই।

বুড়াগঞ্জ যাওয়ার রাস্তার বন দপ্তরের জমিতে চলছে নির্মাণকাজ।

দোষারোপ

- অভিযোগ, কলকাতার এক শুল্ক বিভাগের আধিকারিক জমি কিনে বাড়ি তৈরি করছেন
- আবার মদন গুরুং নামে বনবস্তির এক বাসিন্দার দাবি বন দপ্তরের দান করা জমিতে তিনি বাড়ি বানাচ্ছেন
- আগে স্থানীয় বাসিন্দারা নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও থানায় ডেকে পরে বোঝাপড়া হয়ে যায়

২০১৪ সালের জয়েন্ট ইনস্পেকশন রিপোর্ট এবং ফরেস্ট ল্যান্ড সার্ভের সমীক্ষায় দেখা যায়, টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের প্রায় ১৮.০৪ একর ফাঁকা জমি রয়েছে। যার মধ্যে অধিকাংশ বনবস্তির বাসিন্দাদের জীবিকানির্বাহের জন্য ধান চাষ করতে দেওয়া হয়েছে। তবে যে এলাকায় এই নির্মাণ হচ্ছে সরকারিভাবে সেই জমির কোনও পাট্টা দেওয়া হয়নি।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

আলোছায়া।। সেবকে ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম দাস।

বালি পাচার রুখতে অভিযান

চোপড়া, ২৮ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার বিকালে চোপড়া থানা এলাকার ডোক ও বেরং নদীর একাধিক অবৈধ বালি খাদানে পুলিশের ও ভূমি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে অভিযান চালানো হয়। বর্ষার মরশুমে এলাকায় বালি তোলা বন্ধ রয়েছে। কিন্তু কয়েকটি জায়গায় অবাধে বালি তোলার কাজ চলছে বলে অভিযোগ। এদিন নদীর ঘাটে পৌঁছে কোদাল, বেলচা দিয়ে পুলিশকর্মীরাই দু’এক জায়গায় নৌকা থেকে বালি ফেলে দেন। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশের ডিএসপি রাহুল বর্মন, চোপড়া থানা আইসি সুরজ থাপা ও বিএলএলআরও ললিতরাজ থাপা। এদিন পুলিশ মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক এলাকায় অভিযান চালিয়েছে।

বিয়ের প্রস্তাব নাকচে গণধর্ষণের হুমকি

বালুরঘাটে বধূকে অপহরণের চেষ্টা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৮ অগাস্ট : প্রেম, কখনও কাছের, কখনও আবার সুদূর। কাছে থাকলে তাতে থাকে মিষ্টি গল্পের মোড়ক। দূরের ক্ষেত্রে পরিণতি কী হতে পারে, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন বালুরঘাটের এক বধূ। কেননা, সম্পর্ক ছিন্ন করার মাশুল তাঁকে গুনতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা নাগাদ বালুরঘাট শহরের জনবহুল রাস্তা থেকে ওই বধূকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেন তাঁরই তরুণ প্রেমিক। বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করায় ওই বধূকে গণধর্ষণেরও হুমকি দেওয়া হয়। এমনকি তাঁর ৭ বছরের ছেলেকে খুন করা হবে বলে হুমকি দেন ওই তরুণ। তবে পথচারীরা ছুটে আসায় অবস্থা বেগতিক বুঝে এলাকা থেকে চম্পট দেন ওই তরুণ। এই ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন তরুণের বিরুদ্ধে ওই বধূ। আর তারপর থেকেই ওই তরুণের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। ওই বধূ অভিযোগ করে বলেন, ‘বিয়েতে অনড় থাকা ওই তরুণ ফোন নম্বর জোগাড় করে যখন তখন ফোন করতে থাকে। বিয়েতে রাজি না হলে আমার সাত বছরের ছেলেকে অপহরণ করে খুন করার হুমকিও দেয় ওই তরুণ। এমনকি গণধর্ষণের হুমকিও দেয়।’

সমাজমাধ্যমে পরিচয়, তার থেকে দুজনের সম্পর্ক গড়ে ওঠা। নির্দিষ্ট সময়ে দুজনের গল্প। শেষপর্যন্ত বধূকে বিয়ের প্রস্তাব দেন তরুণ। পরবর্তীতে দুজনের সম্পর্কে ভাঙন ধরে। যার তিক্ততার জেরেই বৃহস্পতিবার বালুরঘাট পুরসভার সামনে থেকে ওই বধূকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তরুণ। ঘটনার বিবরণে অভিযোগকারী বধূ বলছেন, ‘রাস্তার মাঝে হঠাৎই পিছন থেকে জাপটে ধরে ওই তরুণ। আকস্মিক এমন ঘটনায় চমকে যাই। আমি বাঁচার জন্য চিৎকার করে উঠি। তখনই আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। অত লোক দেখে ছেলেটি পালিয়ে যায়।’

ছবি : এআই

কী অভিযোগ

- সকাল ১১টা নাগাদ বালুরঘাট শহরের জনবহুল রাস্তা থেকে এক বধূকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তাঁরই তরুণ প্রেমিক
- সেসময় পথচারীরা ছুটে আসায়, অবস্থা বেগতিক বুঝে এলাকা থেকে চম্পট দেন ওই তরুণ
- ওই বধূ বিয়েতে রাজি না হওয়ায় তাঁর সাত বছরের ছেলেকে অপহরণ করে খুন করার হুমকিও দেন

প্রশ্ন উঠছে, ওই বধূর সঙ্গে অভিযুক্ত তরুণের যদি তেমন কোনও সম্পর্ক কোনওদিন নাই থাকে, তবে তাঁকে হঠাৎই বা তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেন করবেন ওই তরুণ, তাও আবার জনবহুল এলাকায়? ওই বধূর দাবি, তিনি সামাজিক মাধ্যমে যোগাযোগ রাখলেও, কখনোই বেশি মাথা ঘামাননি। বরং যখন তিনি বুঝতে পারছিলেন ওই তরুণের মতলব, তখন পিছিয়ে আসেন। এমনকি ব্লক করে দেন সামাজিক মাধ্যমেও। এরপরেই নাকি পাগলামো এবং অত্যাচার শুরু করে দেন ওই তরুণ।

ওই বধূর অভিযোগ, ‘বিভিন্ন নম্বর থেকে ফোন করে বিয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে ওই তরুণ। রাস্তায় বের হলে পিছু নিয়ে কটূক্তি করে।’

এবিষয়ে ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বলেন, ‘ওই গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত তরুণের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু হয়েছে।’

মন্থনীমাতা রূপে পূজিত দেবী চৌধুরানি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : সময়ের সঙ্গে পালটে গিয়েছে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল। কিন্তু দেবী চৌধুরানির নামোচ্চারণে আজও করতোয়াপাড়ের বাসিন্দাদের দুই হাত কপালে ওঠে, দেবীকে প্রণাম জানাতে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘দেবী চৌধুরানি’ প্রকাশকাল ১৪১ বছরের হলেও, জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ ব্লকের আনাচেকানাচে দেবী চৌধুরানি ‘মিথ’ প্রায় তিনশো বছর ধরে। বাংলাদেশের রংপুরের মন্থনা এস্টেটের জমিদার পরিবারের বধূ জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানিকে রাজগঞ্জের মানুষ আজও দেবী দুর্গার সঙ্গে তুলনা করেন। তাই দুর্গামণ্ডপের কাছাকাছি আলাদা মন্দিরে তাঁর পুজো হয়।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে কালিয়াগঞ্জ হয়ে রংধামালীকে ডানদিকে রেখে বাঁদিকে বেলাকোবার দিকে এগোলেই মন্থনী হাটের মধ্যে মন্থনীমাতার মন্দির। মন্থনা এস্টেটের জমিদার পরিবারের প্রজা-পরায়ন জয়দুর্গাই বঙ্কিমচন্দ্রের তৈরি করা দেবী চৌধুরানি হয়ে আজও মন্থনীমাতা মন্দিরে পূজিত হয়ে আসছেন। দেবী মন্থনীমাতার পুজো আষাঢ় মাসেই ঘটা করে করেন এলাকাবাসী।

দুই দশক আগেও মন্থনীমাতার বিগ্রহের পাশেই দেবী দুর্গার প্রতিমা রেখে আলাদাভাবে আলাদা পুজো করা হত। এখন মন্থনীমাতার মন্দিরের পাশেই আলাদা মণ্ডপে দুর্গার বিগ্রহ এনে পুজো করা হচ্ছে। মন্থনীমাতা মন্দিরের পুরোহিত সোদরু রায় বলছেন, ‘মা মন্থনী হলেন জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি। তিনি বলির পাঁঠা নেন না। তাই পাঁঠা কেটে ১২ থান থেকে পাঁঠার মাংসকে দুধ ও চাল দিয়ে পায়েসের মতো করে পাঁঠার পায়েস তৈরি করে ভোগ আকারে দেওয়া হয়। দুর্গাপুজোয় আগে দেবী মন্থনীর পুজো হবে, তারপর দেবী দুর্গার পুজো।’

মন্থনী হাটের মন্থনীমাতা মন্দিরের পাশে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ তৈরি চলছে।

দু’বছর আগেও দুর্গাপুজোর সময় মন্থনীমাতার মৃন্ময়ী মূর্তির বিসর্জন দিয়ে নতুন মৃন্ময়ী মূর্তি এনে পুজো করা হত। এখন সেখানে পাথরের মন্থনীমাতার অধিষ্ঠান। সমাজ গবেষক দিলীপ বর্মার কথায়, ‘১৭৭৬ সালের বাংলার মন্বন্তরে ইংরেজ প্রশাসক ও তাদের ইজারাদারদের হাতে বাংলার নিরীহ মানুষ অত্যাচারিত হয়েছিলেন। এমন অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন ভবানী পাঠকের মতো সন্ন্যাসীরা। এই সন্ন্যাসী আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি। সেই দেবী চৌধুরানি আজও দেবীর আসনে পূজিত হচ্ছেন জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক এলাকায়।’

অর্থ সাহায্য

সল্টলেকে পুড়ে মৃত্যু হওয়া ডেলিভারি বয়ের বাড়িতে পৌঁছোল তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। অভিষেকের নির্দেশে তাঁর বাবার হাতে ৫০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়।।

কংগ্রেসের তোপ

ছাত্র পরিষদের ৭২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে মহাজাতি সদন থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কটাক্ষ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। বললেন, 'কংগ্রেস ছাড়া বিকল্প নেই।'

হাতির মৃত্যু

বৃহস্পতিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির জঙ্গল থেকে এক হস্তীশাবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বন দপ্তরের কর্তারা। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভিডিও ভাইরাল

মোবাইল সারাতে গিয়ে বিপাকে পড়লেন তরুণী। তাঁর ব্যক্তিগত ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দোকানির বিরুদ্ধে। জাতীয় মহিলা কমিশনকে জানানো হয়েছে।

মামলায় নিয়োগে জট : মমতা

কর্মসংস্থান, চাকরিহারাদের দিশা নেই টিএমসিপি'র সভায়

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : চাকরিহারাদের কাজে ফেরানো নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশ থেকে কোনও সুনির্দিষ্ট বার্তা দিতে পারলেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বরং চাকরি যাওয়ার জন্য মামলাকারীদের ওপরেই দায় ছেড়ে দিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার কলকাতার মেয়ো রোডের সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুললেন। এদিন মমতা বলেন, '২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি গিয়েছে। জয়েন্টের ফল প্রকাশেও দেরি হয়েছে।' চাকরি বাতিল এবং জয়েন্টের ফল নিয়ে যা ঘটেছে, তার জন্য বিরোধীদের ঘাড়ে সম্পূর্ণ দায় ছেড়ে দিয়ে মমতা বলেন, 'তৃণমূল সরকারের এখানে কিছু করার ছিল না। বারবার মামলা করে জটিলতা আরও বাড়ানো হয়েছে। যারা নিয়োগে বাধা দেয়, যারা কোর্টে কেস করে, তারা দু'নম্বরি। ওরা ব্যাকডোর দিয়ে লড়াই করে নিয়োগ আটকে রেখেছে।'

এর আগে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাকরিহারাদের সঙ্গে বৈঠকে মমতা বলেছিলেন, 'আপনাদের চাকরি যাবে না। আমার প্ল্যান-এ, প্ল্যান-বি রেডি আছে।' এদিন অবশ্য সেই নিশ্চয়তা দেননি মুখ্যমন্ত্রী। বরং আদালতের নির্দেশ মেনেই যে সরকার চলবে, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি।

এদিন একযোগে বিজেপি এবং সিপিএমকে নিশানা করে মমতা বলেন, 'তৃণমূলকে শুধু বাম-বিজেপির বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হয় না। যত শক্তি আছে, সবার সঙ্গে লড়াই করতে হয়।' আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে মমতা বলেন, 'বামপন্থীরা নির্লজ্জ। তাই বিজেপির কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে।' ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তা নিয়ে মমতা বলেন, 'ভিনরাজ্যে আক্রান্ত বাঙালিদের পাশে আমরা আছি। কিন্তু যখন আমাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন হয়, তখন কিন্তু বাম-বিজেপি কোনও কথা বলে না। বাংলায় অন্য রাজ্য থেকে আসা প্রায় দেড় কোটি পরিযায়ী শ্রমিক আছেন। কিন্তু কই আমরা তো তাঁদের নির্যাতন করি না। ভালোবাসি। এটাই বাংলা। যাঁরা আমাদের মানুষদের ওপর অত্যাচার করছে, আপনারা দেখবেন নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির চাপ তত বাড়বে। আগে এই সংস্থাগুলি কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। আমি অনেক দপ্তরের মন্ত্রী ছিলাম। আমি বহু প্রধানমন্ত্রীকে দেখেছি।' প্রধানমন্ত্রীদের নিয়ে তিনি যে বই লিখতে চলেছেন, সেখানে মোদির প্রসঙ্গও থাকবে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোন প্রধানমন্ত্রী কেমন ছিলেন, তা নিয়ে আমি একটা বই লিখব। আগামী বইমেলায় সেটা প্রকাশিত হবে।'

নবীন-প্রবীণের মঞ্চ। টিএমসিপি'র প্রতিষ্ঠা দিবসে। বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

এদিনের সমাবেশ থেকে ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের কোনও নির্দিষ্ট দিশাও মুখ্যমন্ত্রী দেখাননি। তথ্য তুলে ধরে শুধু বলেন, 'আমরা ৪১ লক্ষ মানুষকে দক্ষতার প্রশিক্ষণ দিয়েছি। তাঁদের মধ্যে ১০ লক্ষ চাকরি পেয়েছেন। আমরা নিয়মিত চাকরির মেলা করি। রিয়েল এস্টেটে দু-বছরে ৪৫ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে।'

বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, 'আমাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আছে। আর বিজেপির আছে দুর্নীতির ভাণ্ডার। মোদিজি সারাক্ষণ দুর্নীতি বলে চিৎকার করেন। অথচ সারা দেশে যেখানে যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় আছে, সেখানে দুর্নীতি, সন্ত্রাস গুজরাট মডেলই আদর্শ চিত্র। মনে রাখবেন, আপনাদের দুর্নীতির ভাণ্ডার খুলে দেব, ফাঁস করে দেব। আমরা মিষ্টিমি করি, দুষ্টুমি করি না।' কয়েকদিন আগেই 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ছবি নিয়ে চরম বিতর্ক হয়েছে। ওই ইস্যুতেও মুখ খুলে কারোর নাম না করে মমতা বলেন, 'বাংলার অপমান করার জন্য এবং বদনাম করার জন্য টাকা দিয়ে সিনেমা বানাচ্ছে বিজেপি।'

মমতার কথার প্রতিক্রিয়ায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ৬ লক্ষ সরকারি স্থায়ী পদ তুলে দিয়েছেন। আর শ্রমশ্রী করে ৫ হাজার টাকা দিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে কাজ করতে বলছেন। এটাই তো ওঁর কর্মসংস্থানের দিশা। এই সরকারের চাকরি মানে তো অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক। শিক্ষক থেকে সরকারি কর্মচারী প্রত্যেকেই প্রতারিত হচ্ছেন। কেন্দ্র অষ্টম বেতন কমিশন ঘোষণা করে দিয়েছে। অথচ, রাজ্যের ষষ্ঠ বেতন কমিশন এখনও কার্যকর হল না।

বিশেষভাবে সক্ষম মহিলা অ্যাথলিটদের সমর্থনে ওয়াক ফর প্যারালিম্পিক্স। ছবি : রাজীব মণ্ডল

স্বাধীনচেতার জয়, মন্তব্য উপাচার্যের

নির্বিঘ্নে পরীক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : 'যৌক্তিক স্বাধীনচেতার জয় হয়েছে', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষে মুখে চওড়া হাসি নিয়ে মন্তব্য করলেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্ত। দীর্ঘ চিঠি চালাচালি, আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ, সিন্ডিকেট বৈঠকের পর বাধা পেরিয়ে স্নায়ুযুদ্ধে জয়ী হলেন তিনি। তাই সংবাদমাধ্যমের কাছে জানালেন, এদিনের ঘটনার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আরও একধাপ এগিয়ে গেল। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে মেয়ো রোডে মেগা ইভেন্ট। তাই যানজটের আশঙ্কায় এদিন পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছিল। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফেও চিঠি পাঠানো হয়েছিল।

কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন উপাচার্য। শেষ মুহূর্তে পরীক্ষা স্থগিত রেখেছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ও। কিন্তু নির্ধারিত দিনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানালেন উপাচার্য। শাসক দলের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'অন্যায়ের সঙ্গে আপস করিনি। অনেক দূর যেতে হয়েছে। ৯৬ শতাংশ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন। তবে ভবিষ্যতে যেন শাসক দল এমন অনুরোধ না করে।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ৩০ হাজার পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় বসার কথা। আগেই পরীক্ষা স্থগিত করেছে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়। শেষ মুহূর্তে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ও পরীক্ষা স্থগিত রাখে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। পরীক্ষা মেটার পর উপাচার্যর মন্তব্য, ১৬৮ বছরের পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্রতা কোনও একটা বইয়ের পাতায় থেকে যাবে, তা হতে পারে? শাসক দলের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আজ মঞ্চ থেকে পার্টির সুপ্রিমো হিসেবে ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা বলা হচ্ছিল। তাঁদের আদর্শ মেনে চলার কথা বলা দরকার ছিল। কেন সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে এই ঘটনা ঘটবে? কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে উপাচার্যকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হবে? সেই বার্তা কেন দেওয়া হল না? আমি থাকি বা না থাকি এটা স্বাধীনতা চিন্তার জয়।'

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ২৭ অগাস্ট নোটিশ দিয়ে জানানো হয়, অনিবার্য কারণবশত এদিন পরীক্ষা হবে না। তবে কবে পরীক্ষা হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এদিন বাংলা ও কমিউনিটি এনগেজমেন্টের মৌখিক ছিল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শংকরকুমার নাথ জানান, ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছিল তাঁদের যাতায়াতের সমস্যা হবে। তা মাথায় রেখে পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এদিন তৃণমূলের সমাবেশ চলাকালীনই ৮০টিরও বেশি কেন্দ্রে পরীক্ষা চলে।

কোনও কোনও কলেজের বাইরে স্লোগান দিতে থাকেন ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা। সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য কলেজ চত্বরে দাঁড়িয়ে খোদ অধ্যক্ষ জাফর আলি আখান তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যদের পোশাক বিতরণ করেন। তিনি নিজেও 'জয় বাংলা' লেখা হলুদ পাঞ্জাবি পরেছিলেন। অধ্যক্ষ জানান, এই কলেজে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ মেনে তিনি এই পোশাক বিতরণ করছেন।

শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজে পরীক্ষা দিতে ঢুকছেন পরীক্ষার্থীরা।

একাধিক জায়গা থেকে মিছিল মেয়ো রোডে আসে। ফলে এজরা স্ট্রিট, ব্রেবোর্ন রোড, ক্যানিং স্ট্রিট, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার সহ একাধিক রাস্তায় যানজট হতে পারে বলে আগেই পুলিশের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়। মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতায় যানজটও তৈরি হয়। সাধারণ মানুষকে বিপাকে পড়তে হয়েছে। তবে বিকল্প রাস্তা ধরে যানবাহন চলাচল করে। প্রয়োজনমতো বিভিন্ন রাস্তায় যানজট নিয়ন্ত্রণ করেছে পুলিশ।

যোগ্য-অযোগ্য বিতর্কে পারস্পরিক দোষারোপ শাসক-বিরোধীর

পরীক্ষা নিয়ে সংশয় সুপ্রিম নির্দেশে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর রাজ্যে এসএসসির শিক্ষক পদে নতুন নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে রীতিমতো সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে নবান্নের সরকারি মহলে। আশঙ্কা রীতিমতো চেপে বসেছে এসএসসিতেও। এদিন প্রায় হুঁশিয়ারির সুরে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ৭ দিনের মধ্যে দাগি অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা সরাসরি ওয়েবসাইটে এসএসসিকে প্রকাশ করতে হবে। কোনও অযোগ্য দাগি প্রার্থী যাতে নতুন শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে না পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে এসএসসিকেই। তারপরেও যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে তবে সুপ্রিম কোর্ট তাতে হস্তক্ষেপ করবে। আর তার ফল ভালো হবে না এসএসসি'র পক্ষে, এমনই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে।

এই 'সুপ্রিম' নির্দেশের খবর নবান্নে এদিন পৌঁছোনোর পর রীতিমতো ব্যস্ততা শুরু হয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে। এসএসসির কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর একপ্রস্থ কথা হওয়ার পর তা বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জানা গিয়েছে, রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর এসএসসির নির্ধারিত নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিন্তে করা যাবে কি না, তা নিয়ে রীতিমতো সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

নবান্নে প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা এদিন বলেন, এই যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা বাছাই নিয়ে তো মূল প্রশ্ন। আর এই প্রশ্নেই ২৬ হাজার চাকরিপ্রার্থীর চাকরি বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাইকোর্ট চাইলেও দাগি অযোগ্যদের তালিকা এখনও আদালতের হাতে তুলে দিতে পারেনি এসএসসি ও রাজ্য সরকার। এজন্য এদিন সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনাও শুনতে হয়েছে এসএসসি'র অন্যতম আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

এখনও আশার আলো নেই চাকরিহারাদের। -ফাইল চিত্র

প্রশাসন সূত্রের খবর, কীভাবে আগামী ৭ দিনের মধ্যে এসএসসি (স্কুল সার্ভিস কমিশন) দাগি অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে, সরকারের সংশয়ের শুরু এখানেই। সরকারের আশঙ্কা, এই নিয়ে নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি হলে তা ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর নতুন শিক্ষক নিয়োগের নির্ধারিত পরীক্ষায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে না তো? এছাড়া অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা এসএসসি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার পর তা যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের কাছে নতুন করে তাঁদের চাকরির দাবি আদায়ে অস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে না তো? এইসব প্রশ্নেই এদিন জেরবার নবান্নের সরকারি মহল ও এসএসসি। সবচেয়ে বেশি আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে দাগি অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ। এই তালিকা প্রকাশ হলে নতুন জটিলতায় নতুন শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নির্ধারিত দিনে নেওয়া সম্ভব হবে কি? এই ব্যাপারে এসএসসি'র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার এদিন দফায় দফায় কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে। সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্য এই নিয়ে মিলবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদনের পরই। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথাও হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রীর। এদিন প্রশাসনের নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টের এদিনের এই রায়ের বিরুদ্ধে এসএসসি ও রাজ্য সরকার কোনও আপিল করতে পারে কি না, সে বিষয়েও আইনজীবীদের পরামর্শ নিচ্ছে নবান্ন।

সর্বদল বৈঠকে তালিকা ঠিক হোক : শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : বিধানসভায় সর্বদল বৈঠক করে যোগ্যদের বিষয়ে নতুন পদক্ষেপ করুক সরকার। সেক্ষেত্রে সরকারকে সমর্থন করবে বিজেপি। যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভা সূত্রে খবর, ১ সেপ্টেম্বর থেকে বসছে স্বল্প মেয়াদের বিশেষ অধিবেশন। বাংলা ভাষা ও ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর নিগ্রহের ইস্যুতে প্রস্তাব আনতে চলেছে রাজ্য সরকার।

শুভেন্দুর দাবি, তালিকা প্রকাশের পর অযোগ্যদের চাকরি দেওয়ার দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন করে জনমত নিক সরকার। ২০১৬ সালের টেট পরীক্ষা মামলায় এদিন সুপ্রিম কোর্ট ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অযোগ্য তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যকে। কিন্তু সুপ্রিম এই নির্দেশে খুশি নন যোগ্যরাও। তাঁদের মতে, ১০ বছর পরে নতুন পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হওয়া সহজ নয়। এদিন তাঁদের দাবিই শোনা গেল বিরোধী দলনেতার মুখে। শুভেন্দু বলেন, অযোগ্যরা বাদ যাওয়ার পর বাকি যোগ্যদের ১০ বছর পরে চাকরি পেতে আবার পরীক্ষায় বসতে হবে? প্রয়োজনে এই বিষয়ে নতুন করে উদ্যোগ নিক রাজ্য। তাঁর প্রস্তাব, যোগ্যদের তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রয়োজনে বিধানসভায় সর্বদল বৈঠক করে তা পাশ করিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বা সাংবিধানিক কোনও সংস্থার কাছে বিবেচনার দাবি জানাক রাজ্য। সেক্ষেত্রে রাজ্যের এই উদ্যোগকে সমর্থন করবে বিজেপি।

এদিন শুভেন্দু বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য অযোগ্যদের তালিকা দিলে এটাই প্রমাণ হবে, রাজ্য সরকার অযোগ্যদের চাকরি দিয়েছিল। সেক্ষেত্রে এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে কীসের বিনিময়ে তারা অযোগ্যদের চাকরি দিয়েছিল? তাতেই সবটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।' এদিন শুভেন্দু আরও বলেন, 'রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে অযোগ্যদের তালিকা দিলেই এই সরকারের পদত্যাগ দাবি করব। কারণ এটা শুধু পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা জীবনকৃষ্ণর মতো দু-একজনের কাজ নয়। এই সিদ্ধান্ত রাজ্য মন্ত্রীসভার। তাই এই অনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আমরা পদত্যাগ দাবি করব।'

তবে এরপরেও শেষমেশ ২ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম নির্দেশ রাজ্য মানবে কি না তা নিয়ে নিশ্চিত নন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু সহ বিরোধীদের আশঙ্কা ডিএ নির্দেশের মতোই এক্ষেত্রেও রাজ্য বিষয়টি নিয়ে আইনি পথে সময় নষ্ট করতে পারে। তবে, '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত জট না কাটলে তাতে রাজনৈতিকভাবে লাভ বিরোধীদেরই।

চাকরি বিক্রির টাকা লগ্নির তথ্য প্রকাশ্যে

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : নিয়োগ দুর্নীতির টাকা সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান বা এসআইপির মাধ্যমে লগ্নি করতেন তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। জেরায় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক তথ্য উঠে আসছে তদন্তকারীদের হাতে। চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তিনি টাকা তুলতেন। সেই টাকা অল্প সময়ে বাড়িয়ে নেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে তা সম্পত্তি কেনার কাজে ব্যবহার করতেন বলে মনে করছেন ইডি আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার বিধায়কের পিসি অর্থাৎ বীরভূমের সাঁইথিয়ার তৃণমূল কাউন্সিলার মায়ারানি সাহা কলকাতায় ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন। সন্ধে নাগাদ তিনি সেখান থেকে বের হন। তবে বিধায়কের সঙ্গে তাঁর আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন তিনি।

বিধায়কের বাবা, স্ত্রী, এজেন্টরা যে বয়ান দিয়েছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লিখিত বয়ানগুলি বিচার প্রক্রিয়ায় ইডির কাছে অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠতে চলেছে। বিধায়কের বাবা তাঁর বিরুদ্ধে সম্পত্তি দখলের অভিযোগ করেছেন। তাঁর স্ত্রীও জানিয়েছেন, তাঁর অ্যাকাউন্টে থাকা টাকা রেখেছিলেন বিধায়কই। তবে টাকার উৎস সম্পর্কে তিনি জানেন না। শনিবার ইডি হেপাজত শেষে বিধায়ককে আদালতে তোলা হবে। তখন এই বিষয়গুলি বিচারকের সামনে তুলে ধরতে পারেন তদন্তকারীরা। তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উঠে এসেছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, তাঁর শ্যালকের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে এসআইপির মাধ্যমে বিনিয়োগ করেছেন বিধায়ক। ২০১৯ সালে এগুলি করা হয়েছে। এক চাকরিপ্রার্থীর থেকে ওই বছর জানুয়ারি মাসে নগদ ৩ লক্ষ টাকা তিনি নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার ২ লক্ষ টাকা তাঁর শ্যালককে দিতে বলা হয়েছিল। ওই টাকা লগ্নি করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসের সেই এসআইপির নথি ইডির হাতে এসেছে। ওই চাকরিপ্রার্থীর থেকে পরে আরও সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা নেন তিনি। তা তাঁর বাবার অ্যাকাউন্টে জমা করে তুলেও নিয়েছিলেন। তদন্তকারীরা এখন এই নথিগুলি পেতে বিধায়ক ও তাঁর আত্মীয়দের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেনে নজর দিচ্ছেন। তদন্তকারীরা মনে করছেন, লগ্নির মাধ্যমে এই টাকা বাড়িয়ে সম্পত্তি কিনতেন বিধায়ক। নগদে পাওয়া টাকা জমি কেনার কাজেও ব্যবহার করেছিলেন। এদিন ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন তাঁর পিসি মায়ারানি সাহা। সেখানে ঢোকার আগে তিনি বলেন, 'কোনও দুর্নীতির টাকা আমার অ্যাকাউন্টে নেই। জোর গলায় বলছি, কোনও দুর্নীতি আমি করিনি।' ইডি দপ্তর থেকে বেরোনোর পরেও তিনি বলেন, 'আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক। কোনও লেনদেন হয়নি। ইডি যা নথিপত্র চেয়েছিল তা দিয়েছি। যেগুলি দিতে পারিনি সেগুলিও দেব। আবার কবে ডাকা হবে তা জানানো হয়নি। তবে বয়ান লিপিবদ্ধ করেছে।' জানা গিয়েছে, জীবনকৃষ্ণ সাহার বাবা ছেলের সঙ্গে বোনের কুকীর্তির কথা তুলে ধরেছিলেন। তার প্রেক্ষিতেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বরের শুরুতে উত্তরবঙ্গ যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : পুজোর পর জেলা সফরের গতি বাড়াবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কয়েকটি জেলায় গিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা তাঁর। সেপ্টেম্বরের ওই সময়ের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আরও একবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়ার কথা। এই ব্যাপারে তাঁর সবুজ সংকেত মিললেই তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরসূচি চূড়ান্ত করতে প্রস্তুত নবান্নে তাঁর সচিবালয়। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে সচিবালয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রতি ভোটেই উত্তরবঙ্গের ওপর বিশেষ নজর থাকা সত্ত্বেও শাসকদল তৃণমূল আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। তবু এবারও উত্তরবঙ্গের ওপর মুখ্যমন্ত্রীর আগ্রহে কোনও ভাঁটা পড়েনি। এদিন কলকাতায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশের পর মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের দু-একজন দলের নেতার সঙ্গে পাহাড় ও সমতলের পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজখবর করেন। তাঁর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের কয়েকজন ছাত্র নেতার অল্পক্ষণ হলেও কথা হয়। তৃণমূল সূত্রের খবর, সেখান থেকেই আগামী সেপ্টেম্বরে মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের আভাস মিলেছে। দলের এক শীর্ষ নেতাও জানান, পুজোর আগে সেপ্টেম্বরের ১৫ তারিখের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী একবার আবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাবেন। জেলা প্রশাসনিক বৈঠক ছাড়াও দলের নেতা ও কর্মীদের নিয়ে সভা করবেন।

বুথ চূড়ান্ত করতে বৈঠক কমিশনের

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : রাজ্যের অতিরিক্ত ১৪ হাজার বুথ নিয়ে রাজ্যস্তরে ৮টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে শুক্রবার বৈঠকে বসছে কমিশন। এসআইআরের আবহে এই বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। যদিও রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে এসআইআর ঘোষণা না হওয়ায় শুক্রবারের বৈঠকে সরাসরি এসআইআর নিয়ে আলোচনা হওয়া কিছুটা অনিশ্চিত।

রাজ্যের অতিরিক্ত ১৪ হাজার বুথ নিয়ে সর্বদল বৈঠকের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনে নির্বাচনি নিবন্ধন আধিকারিক ও সহ আধিকারিকদের প্রকৃত যোগ্যতায় নিয়োগ সম্পূর্ণ করতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে চার সরকারি আধিকারিককে সাসপেন্ড করার পর ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কাজে নতুন করে কোনও অভিযোগ উঠুক, তা চাইছে না রাজ্য প্রশাসন। তবে ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে কমিশনের ওপর চাপ বাড়ানোর কৌশল বজায় রাখতে চায় বিজেপি। এদিনও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন, 'রাজারহাট-নিউটাউন বিধানসভার ১৮১ নম্বর বুথে ৬৫ জন মৃত ও ৮৯ জন বহিরাগত ভোটার এখনও রয়েছেন বহালতবিয়তে। বিধানসভা ভোটের আগে ভোটার তালিকা থেকে সমস্ত মৃত ও ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ দিতেই হবে কমিশনকে। তার জন্যে আমরা কমিশনের কাছে লাগাতার দাবি জানাতে থাকব।' বিষয়টি নিয়ে সর্বদল বৈঠকে সরব হতে চায় বিজেপি।

রাজ্যের একাধিক বিধানসভায় ভোটার সংখ্যা ও জনসংখ্যা অনুপাতের মধ্যে বিরাট ফারাক। এই বিষয়টি নিয়েও সর্বদল বৈঠকে অভিযোগ জানাবে বিজেপি।

ওবিসি ইস্যুতে বিধানসভা ঘেরাওয়ের ডাক আজ

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : হিন্দু ওবিসিদের বঞ্চনা ও মুসলিম তোষণের প্রতিবাদে শুক্রবার বিধানসভা ঘেরাও অভিযানের ডাক দিল বিজেপি প্রভাবিত 'পশ্চিমবঙ্গ ওবিসি অধিকার মঞ্চ'। বৃহস্পতিবার মঞ্চের তরফে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো বলেন, 'রাজ্য সরকারকে ওবিসি তালিকা অবিলম্বে বাতিল করে সামাজিক অনগ্রসরতার ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করতে হবে। ওবিসি তালিকার নামে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করার কৌশল ছাড়তে হবে রাজ্যকে। এর প্রতিবাদে ওবিসিরা রাজ্যের বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তুলতে চায়।

রাজ্যের ওবিসি তালিকা হাইকোর্ট বাতিল করে দেওয়ার পরেও তাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য। বিজেপির অভিযোগ, ৭৭টি সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কে নতুন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। যদিও রাজ্যের এই সিদ্ধান্তকে হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও সামাজিক অনগ্রসরতার নামে সমীক্ষা করে বেছে বেছে ৭৭টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তালিকায় ঢোকাতে চাইছে তারা। এর ফলে হিন্দু ওবিসিরা বঞ্চিত হবে। আদালতের গেরোয় ওবিসি সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি না হওয়ায় কলেজে ভর্তি থেকে শুরু করে সরকারি দপ্তরের একাধিক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় ঝুলে রয়েছে। বাধ্য হয়ে শিক্ষিত তরুণদের ভিনরাজ্যে চলে যেতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের ওপরে চাপ বাড়াতে ওবিসি স্বার্থরক্ষার নামে জোরদার আন্দোলন করতে চায় বিজেপি।

শুক্রবারের এই কর্মসূচিতে এখনও পর্যন্ত পুলিশি অনুমতি নেই। আন্দোলনকারীদের ঘোষণা অনুযায়ী কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল করে তাঁদের বিধানসভায় আসার কথা। সেক্ষেত্রে আদৌ সেই মিছিল বিধানসভা পর্যন্ত পৌঁছোতে পারবে কি না তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। তবে এদিন মাহাতো বলেছেন, 'পুলিশের অনুমতি বড় কথা নয়। আন্দোলন করার গণতান্ত্রিক অধিকার আমাদের রয়েছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১০২ সংখ্যা, শুক্রবার, ১২ ভাদ্র ১৪৩২

মর্যাদার লড়াই

পূর্বঘোষণা মতো বুধবার ভারতীয় সময় সকাল ৯টা ৩১ মিনিটে কার্যকর হয়ে গিয়েছে আমেরিকা ঘোষিত নয়া বাণিজ্য শুল্ক। ৫০ শতাংশ শুল্ক (২৫ শতাংশ শুল্ক ও বারণ সত্ত্বেও রুশ তেল কেনার জন্য ২৫ শতাংশ জরিমানা) কার্যকর হতেই ভারতের শেয়ার বাজারে ধস নামে। টালমাটাল অবস্থা হয় ভারতীয় অর্থনীতির। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সোনারুপোর গয়না ও হিরে, চর্মজাত দ্রব্য ও জুতো, বস্ত্র, কার্পেট এবং গাড়ির যন্ত্রাংশের শিল্পক্ষেত্র।

নিশ্চিতভাবে এই ক্ষতির আঁচ পড়বে সুরাট, মুম্বই, জয়পুর, বেঙ্গালুরু, লুধিয়ানা, নয়ডা-গুরুগ্রাম, শ্রীনগর, আগ্রা ও কানপুরে। কাজ হারাবেন ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ মানুষ। ভারতীয় পণ্যের আমেরিকায় রপ্তানির বার্ষিক ৬০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি একধাক্কায় বর্ধিত শুল্কের আওতায় চলে এল। ভারত ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু করেছে বলে দাবি করছে। জার্মান সংবাদপত্রের খবর, সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট চারবার ফোন করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু মোদি ফোনই ধরেননি।

ওয়াশিংটন অবশ্য এই খবরের সত্যতা স্বীকার বা অস্বীকার কোনওটাই করেনি। কিছুদিন আগেও ট্রাম্পকে 'প্রিয় বন্ধু' সম্বোধন করতেন মোদি। গত জানুয়ারি থেকে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলেছে ভারতের। নয়াদিল্লির আশা ছিল, বাণিজ্য চুক্তি মাস কয়েকের মধ্যে হয়ে যাবে। শেষমেশ কিছুই হয়নি। ফলে মাথায় হাত পড়েছে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের।

যেখানে মার্কিন শুল্কের হার কানাডার পণ্যের জন্য ৩৫, চিনের জন্য ৩৫, মেক্সিকোর ওপর ২৫, ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে ২০, ইন্দোনেশিয়ার পণ্যে ১৯, জাপান-ইইউয়ের ১৫, সেখানে ভারতীয় রপ্তানির ওপর ৫০ শতাংশ। ট্রাম্প যে যুক্তিই খাড়া করুন না কেন, ভারতের পণ্যে এত বিপুল শুল্ক বসানোর তেমন জোরালো কারণ নেই। রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল কিনে পুতিন সরকারকে ভারত অর্থ পাইয়ে দিয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খরচে সহায়তা করছে বলে অভিযোগটিই একমাত্র মার্কিন যুক্তি।

আমেরিকার অভিযোগটি সত্যি বলে ধরে নিলেও বেশ কিছু প্রশ্ন ওঠে। যেমন, (এক) চিন রাশিয়ার কাছ থেকে আরও বেশি পরিমাণ অপরিশোধিত তেল আমদানি করে, তাহলে চিনের ক্ষেত্রে মার্কিন প্রশাসনের মনোভাব নরম কেন? (দুই) রাশিয়ার বিরুদ্ধে ট্রাম্পের এত বিদ্বেষ, অথচ পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের একেবারে গলায়-গলায় ভাব কেন? যখন পুতিন বলেন, ২০২২ সালে ট্রাম্প থাকলে ইউক্রেন যুদ্ধই হত না, তখন ট্রাম্প আপ্লুত হন। এই দ্বিচারিতা কেন?

এরকম অনেক কেনরই কোনও উত্তর নেই। ট্রাম্প যে ভারতের প্রতি বৈষম্য করেছেন, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলও নিশ্চিত। ভারতীয় রপ্তানিকারকরা যেমন গভীর দুশ্চিন্তায় পড়েছেন, তেমনি আমেরিকার আমদানিকারীরাও ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে ভালো চোখে দেখছেন না। এরকম পরিস্থিতিতে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যে এই ধাক্কা পুষিয়ে নিতে অন্তত চল্লিশটি দেশের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে নয়াদিল্লি।

চিনের সঙ্গেও মনোমালিন্য মিটিয়ে নিতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে ভারত। গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে যেসব নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা উঠে গিয়েছে। ভারতে তৈরি পণ্যকে উন্নতমানের করতে এবং বিশ্ববাজারে অন্যান্য দেশের পণ্যের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার দিকে নজর দেওয়ায় জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আগামীদিনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সেমিকনডাক্টরের মতো শিল্পে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি।

মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসান্ত অবশ্য দাবি করেছেন, ভারত-মার্কিন এই তিক্ততা সাময়িক। অচিরে সব কিছু স্বাভাবিক হবে। ভারত সরকারের অবশ্য দাবি, আলোচনার দরজা এখনও খোলা। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, আপাতত ভারতের লড়াইটা মর্যাদার। পৃথিবীতে বহু দেশ মার্কিন সহায়তা ছাড়া টিকে আছে, ভারতের মতো বড় দেশই বা পারবে না কেন?

অমৃতধারা

ক্রোধাগ্নিতে যদি তুমি দগ্ধ হও তার নির্গত ধোঁয়া তোমার চোখকেই পীড়িত করবে। অসংযত চিন্তা যতই হবে, তোমার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। শান্তি পাওয়া কত দুরূহ, কেননা তা তোমার নাকেরডগায় বিদ্যমান। নির্বোধ ব্যক্তি কখনই সন্তুষ্ট হয় না, জ্ঞানীজন সদা সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে নিজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পান। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি মেজাজ হারানোর সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারান। যে শান্ত থাকে তাকে বোকা বানানো যায় না। জনগণের মনের সমতান জাগরুক হলে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ভিতর তার প্রকাশ ঘটে। বস্তু বা পরিস্থিতি দ্বারা যদি তুমি চমকিত হও, তাহলে তুমি সহজেই হতবিহ্বল হবে।

-ব্রহ্মাকুমারী

সরকারের ইচ্ছে অনুযায়ী পাঠক্রমে রদবদল

এনসিইআরটি স্কুল পাঠক্রমে দেশভাগের পিছনে কংগ্রেসকে দায়ী করে নতুন অধ্যায় যুক্ত করেছে। রাজনৈতিক স্বার্থ নিয়ে প্রশ্ন।

সুমন্ত বাগচী

সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে 'ক্ষমতা' প্রদর্শনের সবচেয়ে সহজ জায়গা যদি হয় অসহায় দরিদ্র রিকশাওয়ালা বা নিরীহ বধূ, তাহলে যে কোনও নতুন সরকারের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যসূচি। এই পাঠক্রমকে কত বেশি সরকারের পক্ষে 'প্রচারক' হিসাবে ব্যবহার করা যায়, সেটাই হয়ে দাঁড়ায় মূল লক্ষ্য। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে বিদ্যালয়ের পাঠক্রম তৈরির জন্য বিভিন্ন 'স্বয়ংশাসিত' সংস্থা থাকলেও, বকলমে সরকারের ইচ্ছাই এইসব সংস্থার মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে থাকে। প্রথম ধাপে এইসব সংস্থার নীতি-নির্ধারক পদ থেকে পুরোনো সরকারের ঘনিষ্ঠদের সরিয়ে নতুন সরকারের 'আস্থাভাজনদের' বসানো হয়। এরপর এই নতুন আস্থাভাজনরা সরকারের নির্দেশ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে পালন করেন। হয়তো একটু সময় লাগে। কিন্তু সরাসরি সরকারকে দোষারোপ করা যায় না। বিভিন্ন শ্রেণির ইতিহাসের পাঠক্রম এই কাজে প্রথম পছন্দ। তারপর নজর পড়ে সাহিত্যের দিকে।

১৯৬১ সালে তৈরি এনসিইআরটি শিক্ষামন্ত্রকের অধীনে এমনই একটি 'স্বয়ংশাসিত' সংস্থা। এদের তৈরি পাঠক্রম সিবিএসই বোর্ডের স্কুলগুলি মেনে চলে। গোটা দেশে সিবিএসই বোর্ড পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সাম্প্রতিককালে এনসিইআরটি একটি 'মডিউল' প্রকাশ করেছে। এতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ইতিহাসের পাঠক্রমে দেশভাগ সংক্রান্ত নতুন অধ্যায়ের সংযোজনের কথা বলা হয়েছে। এই নতুন অধ্যায়ে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে- দেশভাগ কোনও একজনের কাজ ছিল না। তিনটি শক্তি সম্মিলিতভাবে এই কাজ করেছিল। শক্তি তিনটি হল- মুসলিম লিগের মহম্মদ আলি জিন্না, যিনি দেশভাগের কথা প্রচার করেছিলেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন- তাঁকে দেশভাগ সফলভাবে রূপায়িত করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কংগ্রেস- যারা দেশভাগ মেনে নিয়েছিল। প্রত্যাশিতভাবেই বিজেপি এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছে। বিজেপি নেতা শেহজাদ পুনাওয়ালার বক্তব্য, 'আমরা তো তথ্য থেকে পালাতে পারব না। দেশভাগের সময় কারা নেতৃত্বে ছিলেন? মুসলিম লিগ আর জওহরলাল নেহরুর কংগ্রেস। দেশভাগের পক্ষে নেহরুর বক্তব্যও রয়েছে।' আর স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তাদের দাবি, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগের আঁতাতের কারণে দেশভাগ হয়েছিল। আরএসএস দেশের পক্ষে বিপদ। ১৯৩৮ সালে হিন্দু মহাসভা প্রথমবার দেশভাগের ধারণার কথা প্রচার করেছিল। ১৯৪০ সালে জিন্না সেই কথার পুনরাবৃত্তি করছিলেন বলে তারা জানিয়েছে।

তবে এনসিইআরটি বহুদিন ধরেই স্কুল স্তরে ইতিহাসের পাঠক্রমে পরিবর্তন আনছে। সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস বই থেকে সুলতান যুগ এবং মোগল যুগের বেশিরভাগ অংশ তারা বাদ দিয়েছে। অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ে এই দুই যুগকে ভারতীয় ইতিহাসের 'অন্ধকার যুগ' হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে এশিয়ান মাইগ্রেশন থিওরিকে' বাদ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসে 'ঠান্ডাযুদ্ধ'র কোনও উল্লেখ নেই। সাম্প্রতিক ভারতের ইতিহাসে 'জরুরি অবস্থা', 'নকশাল আন্দোলন'-এর উল্লেখ নেই। বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার নামগন্ধ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষের মতে, দেশভাগ মূলত পূর্ববঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায় চেয়েছিল। বর্তমান পাকিস্তান অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায় সেভাবে দেশভাগ চায়নি। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লিগ পূর্ববঙ্গে অনেক বেশি সিটে জয়লাভ করে। সেই তুলনায় বর্তমান পাকিস্তানে মুসলিম লিগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। পরবর্তীকালে বিরোধী নেতাদের হত্যার মাধ্যমে মুসলিম লিগ এই অঞ্চলে কর্তৃত্ব কায়েম করে। ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি এত বড় একটি দেশের আবির্ভাব রাজনৈতিক কারণেই চাননি। ভারতের স্বাধীনতার সময় ক্লিমেন্ট এটলি প্রধানমন্ত্রী থাকলেও তিনিও এই ক্ষেত্রে চার্চিলের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আনন্দবাবু মনে করেন, কংগ্রেসের আরও ধৈর্যশীল হওয়ার প্রয়োজন ছিল। স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য অহেতুক তাড়াহুড়ো দেশভাগকে সহজ করেছে। ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, কংগ্রেস বিভিন্ন মত, জাতি ও স্বার্থকে এক জায়গায় আনতে পারলেও মুসলিমদের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে গান্ধি জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় যেদিন শর্তসাপেক্ষে মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি মেনে নেন, সেই দিনই কংগ্রেস একটু একটু করে দেশভাগের দিকে এগিয়ে যায়। মালবাজার পরিমল মিত্র মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ শেষাদ্রি বসু এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়েও মনে করেন, জিন্নাকে মুসলিমদের একমাত্র প্রতিনিধি মনে করা কংগ্রেসের একটি বড় ভুল ছিল। তবে কংগ্রেসের সময়ও পাঠক্রম কিন্তু বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। দীর্ঘ কংগ্রেস আমলে বিদ্যালয় স্তরের ইতিহাস বইয়ে বিপ্লবীদের আরও গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল বলে ইতিহাসবিদদের অনেকের মত।

> **এনসিইআরটি বহুদিন ধরেই স্কুল স্তরে ইতিহাসের পাঠক্রমে পরিবর্তন আনছে। সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস বই থেকে সুলতান যুগ এবং মোগল যুগের বেশিরভাগ অংশ তারা বাদ দিয়েছে। সাম্প্রতিক ভারতের ইতিহাসে 'জরুরি অবস্থা', 'নকশাল আন্দোলন'-এর উল্লেখ নেই। বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার নামগন্ধ খুঁজে পাওয়া যাবে না।**

আমাদের রাজ্যেও পালাবদলের পরপরই বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যসূচি ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০১৫ সাল থেকে বিদ্যালয় স্তরে নতুন পাঠ্যসূচি চালু করা হয়। অষ্টম শ্রেণির ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে একেবারে শেষে 'সিঙ্গুর আন্দোলন' নামে একটি অধ্যায়কে যুক্ত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া সদ্য জেল থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়া প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর নাম আছে। কিন্তু সাতের দশকের সাড়া জাগানো নকশাল আন্দোলন স্থান পায়নি। আর বিভিন্ন শ্রেণির বাংলা বিষয়ের পাঠ্যসূচিতে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে।

আনন্দবাবু আক্ষেপ করে বলছিলেন, ইউরোপের কোনও দেশে এরকম হয় না। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের ইতিহাস বইয়ের 'ইতিহাস' বদলে ফেলা হয় না। সেখানে শক্তিশালী 'সিভিল সোসাইটি' আছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতার এত বছর পার করার পরেও শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির সরাসরি হস্তক্ষেপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারলাম না। শুধু তাই নয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণের শক্তিও বাড়ছে।

দেশভাগের মতো এত বড় ঘটনা যা তিনটি দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে সরাসরি আঘাত করেছিল, তার বহুমাত্রিক প্রভাব কতদূর ছড়ানো থাকতে পারে তাই নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে, আগামীদিনেও হবে। কিন্তু ইতিহাসকে রাজনীতির নোংরা খেলায় ব্যবহারের এই রীতি স্বাধীন ভারতের নতুন প্রজন্মের যে সমূহ ক্ষতি করছে, এই নিয়ে কোনও সংশয় নেই। আজকের প্রজন্মের সঠিক কোনও ইতিহাস-বোধ তৈরি হচ্ছে না। তাই ভারতের মতো এত বড় এবং বৈচিত্র্যে ভরপুর দেশের ভবিষ্যৎ একেবারেই উজ্জ্বল নয়। এই ট্র্যাজেডি দেশভাগ-ট্র্যাজেডি থেকে কোনও অংশে ছোট নয়। এভাবে 'ইতিহাস'কে আড়াল করলে তা ছোটদের সামনে দেশকে ভালোভাবে জানার সুযোগ করে দেবে না। আর এভাবে 'আড়াল' করার তো কোনও মানেও হয় না। সত্যিটা আসলে কী তা আজকাল জানার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যাই নেই। মাউসের এক ক্লিকেই তা মনিটরে হাজির বা আঙুলের ছোঁয়ায় মুঠোফোনের পর্দায়। বরং সত্যিটাকে আড়াল না করে 'সত্য'কে জানার সুযোগ করে দেওয়াটাই মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে যে কোনও সরকারের নিরপেক্ষতা সবার সামনে বজায় থাকে। আর এমন করা হলে সেই সরকারের বিষয়ে সবার শ্রদ্ধাটুকুও সমানভাবে বজায় থাকবে।

(লেখক পেশায় শিক্ষক)

আজ

১৯৭৬
কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯০৫
হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

অসমের মতো সংবেদনশীল রাজ্যে জমি হস্তান্তরের বিষয়টিতে তীক্ষ্ণ নজর রাখা উচিত। অসমের কেউ ভিনধর্মের কারও কাছে জমি বিক্রি করতে চাইলে গোটা প্রক্রিয়াটি সরকার খতিয়ে দেখবে। জমি বিক্রির ফলে এলাকার সংহতি থাকছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে।

- হিমন্ত বিশ্বশর্মা

ভাইরাল/১

প্যারাগ্লাইডিং সঙ্গে মিউজিক পরিবেশন। এক ভারতীয় মহিলা ডিজের অসামান্য কীর্তি ভাইরাল। ভিডিওতে ১০,০০০ ফুট উঁচুতে প্যারাগ্লাইডিং করতে করতে তাঁকে ডিজের লাইভ পারফরমেন্স করতে দেখা গিয়েছে।

ভাইরাল/২

ইয়ে দোস্তি হাম নেহি...। তিন বন্ধুর এক হৃদয়গ্রাহী ভিডিও মন ছুঁয়েছে সবার। এক বন্ধু অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে। সেখানে বেডে শুয়ে বোর হয়ে যাওয়ায় বাইরে বেরোনোর ইচ্ছা জানান বন্ধুদের। বাইকে মাঝে বসিয়ে হাতে স্যালাইনের বোতল নিয়ে বন্ধুরা তাঁকে ঘোরালেন।

জনমন
জনমত

ছড়াক সচেতনতার আলো

২২ অগাস্ট উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত বাণীব্রত চক্রবর্তীর 'স্কুল পালিয়ে আড্ডায়' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে ভীত হয়ে আমার মতামত লিখছি।

আকাশ একটু একটু করে সাদা মেঘদের সঙ্গী করে আশমানি রংয়ে সাজতে শুরু করেছে। এই রকম মোহময়ী প্রকৃতির কোলে অনেকগুলো মন একসঙ্গে স্বাভাবিক আবেগে একত্রিত হয়ে গল্প করার নামই তো আড্ডা, যা আমাদের অন্যতম প্রিয়। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বড়দের, ছোটদের নির্ভেজাল আড্ডা উধাও। যে আড্ডা পাশাপাশি বসে মনের খোরাক জোগাত, সেই আড্ডায় এখন পাশাপাশি বসলেও শোনা যায় মার মার, ধর ধর রব।

কেননা বর্তমান প্রজন্ম মোবাইলে গেম খেলছে, কে কাকে হারাবে! ভীষণ বেপরোয়া হয়ে উঠছে আগামী প্রজন্ম। বিদ্যা, বিনয়, শ্রদ্ধা, সততা শব্দগুলো ওদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হতভম্ব হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। ওদের মুঠোফোনের রঙিন ওয়ালপেপার থেকে চোখ ও মন ফিরিয়ে আনতে আমাদের মতো বড়দের একটা ভূমিকা নিতে হবে।

ওদের অবকাশ যাপন রঞ্জিত করতে হবে সংস্কৃতির পটভূমিতে।

সত্যিই একটা দুঃসময় চলছে। এই কঠিন সময়ে পড়ুয়াদের মূল্যবোধ জাগরণের শিক্ষা দিতে হবে। ওদের অন্তর্নিহিত জীবনচেতনা, সৌন্দর্যবোধ ও সংস্কৃতির বীজমূলকে আমাদেরই প্রস্ফুটিত করতে হবে, কিছুটা ওদের ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিয়েই। ওদের জীবনের মানেটা বোঝাতে হবে। তাহলেই আগামীর ভবিষ্যৎ বিপন্ন না হয়ে, ওদের মন হয়ে উঠবে সচেতনতার স্বর্গপুরী - আর আমরা বড়রা ওদের জন্য রেখে যাব ওদের স্বপ্নের উপহার। তাড়াতাড়ি সুস্থ হও আগামী।

শৌমিক চক্রবর্তী, ময়নাগুড়ি।

ডাকঘরের অচলাবস্থায় হয়রানি

আজ প্রায় এক মাস হতে চলল ইসলামপুর শহরের প্রধান ডাকঘরের কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ। প্রতিদিন ডাকঘরে এসে সন্ধানপ্রার্থী মানুষ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। পার্সেল, স্পিড পোস্ট, পিএলআই সহ সব কাজ বন্ধ। এমনকি সব ধরনের অর্থ লেনদেন বন্ধ হয়ে গিয়েছে এই ডাকঘরে।

স্থানীয় মহকুমা আদালতের পার্শ্ববর্তী ডাকঘরটিও একই অবস্থার সম্মুখীন। শোনা যাচ্ছে, চেন্নাই থেকে এই বিষয়টা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। দেশজুড়ে পুরাতন বিদেশি কোম্পানি চালিত সফটওয়্যার পরিবর্তন করে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করার কাজ চলছে। এই অবস্থার পরিবর্তন কবে হবে এবং নতুনভাবে আবার কাজ কবে শুরু হবে সে ব্যাপারে সকলেই অজ্ঞাত। চাকরির নিয়োগপত্র বা মূল্যবান কোনও চিঠি ডাকযোগে পাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। পরিবর্তনের নামে এই দুর্ভোগ কতদিন সহ্য করতে হবে তা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগীয় দপ্তরই বলতে পারবে। আমরা শুধু দর্শক মাত্র।

সঞ্জীব বাগচী, ইসলামপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

হাতুড়ে চিকিৎসার ডিজিটাল উত্তরণ!

সোশ্যাল মিডিয়াতে আজকাল এমনই কিছু উদ্ভট চিকিৎসা পদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছে। সাড়া দিয়ে অনেকে বিপদে পড়ছেন।

তন্ময় দেব

মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রতিটি রবিবারের সকাল প্রায় একই রকম হয়। সকালে উঠে চা পান করে সোজা মাংসের দোকানে লাইন দেওয়া। তেমনই এক লাইনে দাঁড়িয়েছি, আমার ঠিক পেছনেই দুজন মাঝবয়সি ভদ্রলোক গল্প করছেন। প্রথমজন বললেন, 'এই তোমার না কোলেস্টেরল, তা-ও পাঁঠা কিনতে এসেছ!', দ্বিতীয়জন গালভরা হাসি হেসে বললেন, 'হেঁহেঁ! পাঁঠা নয়, খাসি! আর চিন্তা কোরো না, এই তো হপ্তাখানেক আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম ভোর ৫টায় উঠে খালি পেটে অমুক পাতার রস খেলে নাকি কোলেস্টেরল গায়েব! সেটাই খাচ্ছি এখন, বেশ ফুরফুরে লাগছে, তাই গিন্নি বলল, যাও আজ নাহয় খাসিই নিয়ে এসো!'

প্রথমজন যারপরনাই বিস্মিত আর সামান্য রোমাঞ্চিতও! উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, 'তাই নাকি? এই সুগার কমানোর কিছু রেমেডি আছে? ইনসুলিনের ইনজেকশনের পেছনে গাঁটের কড়ি খরচ করতে করতে দেউলিয়া হয়ে যাবার জোগাড়!' দ্বিতীয়জন নিজেকে ধন্বন্তরির সমকক্ষ মনে করতে করতে বললেন, 'আছে মানে, ভূরিভূরি, কত লাগে তোমার? দাঁড়াও এখনই তোমায় লিংকগুলো শেয়ার করে দিচ্ছি।'

তো এই হচ্ছে বর্তমান জনসমাজে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি দৃশ্যকল্প, যেখানে আমরা সবাই ডাক্তার আমাদেরই রোগের রাজত্বে! আর হবে নাই বা কেন? এত টাকা ভিজিট গুনে যখন দিনের পর দিন রোগ নিরাময়ের কোনও লক্ষণ চোখে পড়ে না, ওষুধের বিল দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত, তখন মানুষও বিকল্প রাস্তা খুঁজে বেড়ায় আর ঠিক এই জায়গাতেই ক্রমাগত বেড়ে চলেছে নিজে নিজে চিকিৎসা করার প্রবণতা যাতে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া।

এআই।

আগে এবং এখনও, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন স্বঘোষিত ডাক্তাররা বসতেন ও বসেন। যাঁদের আমরা হাতুড়ে বলে চিনি। তাঁরা সর্দিকাশি থেকে শুরু করে শল্য চিকিৎসা, সবেতেই নিজেদের বিদ্যা জাহিরে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সঠিক পড়াশোনা ও চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে বিন্দুমাত্র ধ্যানধারণা না থাকায় অধিকাংশ সময়ই বড় ধরনের দুর্ঘটনা, এমনকি রোগীর প্রাণসংশয়ও ঘটত। তবুও মানুষ তাঁদের কাছে আসতেন ও এখনও আসেন, কারণ গাড়ি ভাড়া দিয়ে শহরে গিয়ে চিকিৎসা করানোর মতো সামর্থ্য তাঁদের নেই।

সোশ্যাল মিডিয়াতেও আজকাল এমনই কিছু উদ্ভট চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কিত কালচারের আনাগোনা হয়েছে। মানুষজন পুষ্টিবিদের কাছে না গিয়ে ভিডিও দেখে ডায়েট করছেন, ওজন কমাচ্ছেন, বাড়াচ্ছেন। মানলাম কোনও জিনিস বিনামূল্যে পেলে আমরা প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই মাতামাতি করি কিন্তু তা বলে কি একবারও যাচাই করে নেব না যিনি ভিডিওটিতে এই সমস্ত নির্দেশ দিচ্ছেন তার যোগ্যতা কী? তিনি আদৌ যথাযথ পড়াশোনা করে এসেছেন কি না, নাকি ডিজিটাল জগৎকে কাজে লাগিয়ে, মানুষের অনুভূতিকে ব্যবহার করে দু'পয়সা কামানোর ধান্দায় আছেন।

আগে যেমন সাপে কামড়ালে মানুষ হাসপাতালে না গিয়ে ওঝার কাছে যেত, যার ফল হত ভয়ানক, তেমনি এই সোশ্যাল মিডিয়া মারফত পাওয়া বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করেও অজস্র দুর্ঘটনা ঘটছে, সুস্থ মানুষ অযথা জীবনে বিপদ ডেকে আনছেন। সুস্থ থাকতে কে না চায়, কিন্তু তা বলে নিজে নিজে ডাক্তারি করে নয়। চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে, তার ওপর ভরসা রাখা উচিত এবং কোভিডের মতো অতিমারির পর হওয়া উচিত আরও বেশি সতর্ক।

(লেখক আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৩০

পাশাপাশি : ১। চলচ্চিত্র সম্পাদনার কৌশল ৩। নীচের দিকে বা ঝুঁকে পড়া ৫। পাড়ার সরু রাস্তা ৬। ছোট জলযান ৮। শিশুর দেহে জন্মদাগ ১০। খবর পাঠানো বা সংবাদ দেওয়া ১২। গেঁজে ওঠা বা উদ্দীপনা ১৪। লতানো গাছের অগ্রভাগ ১৫। মূর্খ অথবা কাঁঠাল ১৬। চুলবুল পাণ্ডেকে নিয়ে বিখ্যাত হিন্দি সিনেমা।

উপর-নীচ : ১। মোগল সম্রাট শাহজাহানের বেগম ২। ঋত্বিক ঘটকের সিনেমার বিখ্যাত গাড়ি ৪। বকাঝকা বা চোটপাট করা ৭। মোবাইল ফোনের প্রাণভোমরা ৯। কেউটে বা গোখরো সাপ ১০। স্তূপাকৃতি জিনিস বা পরিমাণে অনেক ১১। মণ্ডপের আলোকসজ্জা ১৩। বেতন বা সারা মাসের মাইনে।

সমাধান ■ ৪২২৯

পাশাপাশি : ১। বিস্ফার ৩। পর্যাবৃত্তি ৪। সায়রা ৫। শবদেহ ৭। কদু ১০। তাগা ১২। অড়হর ১৪। কুহর ১৫। ধমকানো ১৬। তাড়ন।

উপর-নীচ : ১। বিভীতক ২। রসাল্ল ৩। পরাশর ৬। দেবতা ৮। দুদ্দাড় ৯। ঘরকুনো ১১। গাত্রোত্থান ১৩। সরতা।

বিন্দুবিসর্গ

বৈষ্ণোযাত্রায় বিপর্যয় নিয়ে ক্ষোভ ওমরের

শ্রীনগর, ২৮ অগাস্ট : আবহাওয়া খারাপ ছিলই। সতর্কবার্তাও ছিল। তাও কেন পদক্ষেপ করল না প্রশাসন? বৈষ্ণোদেবীর ভূমিধস ও মৃত্যুমিছিল নিয়ে আগের দিনই এই প্রশ্ন তুলেছিলেন এক পুলিশ আধিকারিক। এবার সেই একই প্রশ্ন শোনা গেল জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার মুখেও। তাঁর একটাই বক্তব্য, 'সব কিছু জানা সত্ত্বেও কেন বন্ধ হল না যাত্রা! তাহলে তো এত মানুষের প্রাণহানি হত না।' গত দু'দিনে বৈষ্ণোদেবীর পথে মৃত্যু হয়েছে ৪১ জনের।

গত কয়েক মাসে কাশ্মীরে একাধিক বিপর্যয় ঘটেছে। প্রথম থেকেই পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর ছিল ওমরের। কিন্তু বৈষ্ণোদেবীতে বহু তীর্থযাত্রীর মৃত্যু তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে। কেন সবকিছু জানা সত্ত্বেও আটকানো যাচ্ছে না দুর্ঘটনা? কেন সচেতন হচ্ছে না প্রশাসন? মুখ্যমন্ত্রীর সাফ বক্তব্য, 'যখন আমরা আগে থেকেই জানতাম ভারী বৃষ্টি আর মেঘভাঙার আশঙ্কা রয়েছে, তখন কি কিছু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল না? এতগুলি অমূল্য প্রাণ চলে গেল। এ নিয়ে প্রশাসনকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।'

বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ওমর জানান, খুব বাঁচোয়া যে, আরও এক-দেড় দিন বৃষ্টি হয়নি। হলে ২০১৪ সালের মতো বড় বিপর্যয় নেমে আসতে পারত। তিনি বলেন, 'এখন জল নামতে শুরু করেছে, তবে আমাদের বুঝতে হবে ২০১৪ সালের পর আমরা কী ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। মাত্র দু'দিনের বৃষ্টিতে যদি এমন হয়, তবে চারদিন হলে অবস্থা কী হত!'

এদিকে সামরোলি এলাকায় রাস্তার দুটি অংশ ভেঙে পড়ায়

যখন আমরা আগে থেকেই জানতাম ভারী বৃষ্টি আর মেঘভাঙার আশঙ্কা রয়েছে, তখন কি কিছু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল না?

ওমর আবদুল্লা

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক (এনএইচ-৪৪) দ্বিতীয় দিনেও বন্ধ রয়েছে। জহলম নদীর জলস্তর কিছুটা কমলেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলায় ভয়াবহ বন্যায় আটজনের মৃত্যু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই প্রশাসনকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সব ধরনের সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী জানান, বন্যায় ৯৬টি গবাদি পশু মারা গিয়েছে, প্রায় ৪৯৫টি ঘরবাড়ি, ১৬টি সেতু ও কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে দু'হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদে সরানো হয়েছে।

পঞ্জাবের গুরদাসপুর জেলায় ভয়াবহ বন্যায় আটকে পড়া ২৭ জনকে ভারতীয় সেনা সফলভাবে উদ্ধার করেছে। হিমাচলপ্রদেশে লাগাতার বৃষ্টিতে মানালি যাওয়ার প্রধান সড়ক ভেঙে পড়েছে। চণ্ডীগড়-মানালি জাতীয় সড়কের কুলু অঞ্চলের টোলপ্লাজা তলিয়ে গিয়েছে বিপাশা নদীতে। টানা তৃতীয় দিন আটকে রয়েছে শতাধিক ট্রাক ও গাড়ি। একাধিক জায়গায় ভূমিধস ও সড়ক ভেঙে যাওয়ায় রাস্তা খরস্রোতা নদীর চেহারা নিয়েছে।

ইরাবতী নদীতে হঠাৎ বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কাংরা ও চাম্বা জেলায় বাড়িঘর, স্কুল, পঞ্চায়েত ভবন, দোকানপাট, হাসপাতাল থেকে শুরু করে সেতু পর্যন্ত ভেসে গিয়েছে। চাম্বায় পৃথক ভূমিধসে চারজনের মৃত্যু হয়েছে এবং দু'জন গুরুতর জখম। সরকারি হিসাবে, চলতি বছর জুনের পর থেকে ভারী বর্ষণ ও বন্যায় হিমাচলপ্রদেশে অন্তত ১৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, নিখোঁজ ৩৮ জন।

ভূস্বর্গে সর্বনাশ।। তাওয়াই নদীর জলোচ্ছ্বাসে প্রায় নিশ্চিহ্ন আশ্রয়ের পাশে গৃহকর্তা। বৃহস্পতিবার জম্মুতে।

দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির পথে ভারত : রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : ২০৩৮ সালের মধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে ভারত। আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং-এর একটি রিপোর্টে এমনটাই দাবি করা হয়েছে।

এই মুহূর্তে ভারতের জিডিপি হল ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। জাপানকে টপকে এখন ভারত রয়েছে চতুর্থ স্থানে। প্রথম তিনে রয়েছে আমেরিকা, চিন এবং জার্মানি। সম্প্রতি ব্যাংকিং বিনিয়োগ সংস্থা জেফ্রিসের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল ২০২৭-এর মধ্যে ভারত ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছে যাবে। তখন জার্মানিকে ছাড়িয়ে তৃতীয় হবে ভারত। তার ১১ বছরের মধ্যেই দেশ দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছোতে পারে বলে ওই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে।

ভিক্ষাবৃত্তিতে না মিজোরামে

আইজল, ২৮ অগাস্ট : ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ হয়ে গেল মিজোরামে। বুধবার বিধানসভায় এই সংক্রান্ত একটি বিল পাশ করিয়েছে লালডুহোমার সরকার। বুধবার রাজ্যের সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী লালরিনপুই ওই বিলটি পেশ করে জানান, নতুন আইনে শুধু ভিক্ষাবৃত্তিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা নয়, ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের বন্দোবস্তও করার কথা বলা আছে। বিরোধীরা অবশ্য এই বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন। প্রধান বিরোধী এমএনএফ মনে করে, নিষেধাজ্ঞা জারি করাটা কোনও সমাধান নয়। তবে মুখ্যমন্ত্রী লালডুহোমার বক্তব্য, আমরা গরিবির অপরাধীকরণ করতে চাই না। বরং মর্যাদা সুনিশ্চিত করতে চাই। আমরা চার্চ এবং এনজিওগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মিজোরামকে ভিক্ষুকমুক্ত করার পাশাপাশি যাঁদের প্রয়োজন তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব। একটি সমীক্ষায় জানা গিয়েছিল, আইজলে ৩০ জনেরও বেশি ভিক্ষুক আছেন। রাজ্য সরকারের আশঙ্কা, সাইরাং রেলস্টেশন চালু হয়ে গেলে ভিক্ষুকদের সংখ্যা আরও বাড়বে। তাঁদের অনেকেই বাইরের রাজ্যের বাসিন্দা। পরিস্থিতি সামলাতে তাই নতুন আইন আনল রাজ্য সরকার। ১৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাইরাং-সিহমুই রেললাইনের সূচনা করবেন।

ধরা দিলেন ৩০ মাওবাদী

রায়পুর, ২৮ অগাস্ট : মাওবাদীদের জীবনের মূলস্রোতে ফেরানোর লক্ষ্যে তাদের পুনর্বাসন ও উন্নয়নকেই হাতিয়ার করেছে ছত্তিশগড় সরকার। তাতে ফলও মিলেছে। এবার বিজাপুর জেলার বস্তার অঞ্চলে ৩০ মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে। বুধবার সরকারি সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে।

হিংসার পথ ছেড়ে মাওবাদীদের সাধারণ জীবনে প্রবেশের বিষয়টি উল্লেখ করে ছত্তিশগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাজ্য সরকার নিশ্চিত করবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'এখনও পর্যন্ত মাওবাদীদের সবচেয়ে বড় সংখ্যায় আত্মসমর্পণের মধ্যে এটি অন্যতম। ছত্তিশগড় সরকারের পুনর্বাসন নীতি, নিরাপত্তা বাহিনীর সাহসিকতা ও সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের ফলে এটা সম্ভব হল।' গত সপ্তাহে বস্তারেরই দুই মহিলা সহ আট মাওবাদী আত্মসমর্পণ করে। তাদের মাথার মূল্য ছিল ৩০ লক্ষ টাকা।

শেয়ার বাজার নিম্নমুখী

মুম্বই, ২৮ অগাস্ট : ট্রাম্পের শুল্কের ধাক্কায় ভারতীয় শেয়ার বাজারে পতন চলছেই। বৃহস্পতিবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৭০৫.৯৭ পয়েন্ট নেমে ৮০০৮০.৫৭ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ২১১.১৫ পয়েন্ট নেমে ২৪৫০০.৯০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। একদিনে লগ্নিকারীরা খুইয়েছেন প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকা।

কিভে রুশ হামলা, মৃত ১৪

কিভ, ২৮ অগাস্ট : ফের কিভে রুশ ক্ষেপণাস্ত্রের হামলায় অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত ৪৮। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদোমির জেলেনস্কি এক্সে লিখেছেন, 'রাশিয়া আলোচনার টেবিল ছেড়ে ব্যালিস্টিক মিসাইলকেই বেছে নিল। আমি চাই বিশ্বের প্রতিটা দেশ এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানাবে। শান্তির আহ্বান করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, অধিকাংশই নীরব রয়েছে।'

অতিবৃষ্টিতে জলবন্দি উজ্জয়িনীর মন্দিরগুলিও। চলছে দুর্গতদের উদ্ধারের কাজ। বৃহস্পতিবার।

ট্রাম্পের শুল্ক সিদ্ধান্তে সায় নেই ডেমোক্র্যাটদের

ওয়াশিংটন, ২৮ অগাস্ট : 'বাবু' বলার পর গলা মিলিয়ে ভারতকে বার্তা দিতে আওয়াজ দিচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের পারিষদরাও। মার্কিন প্রেসিডেন্টের শীর্ষ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কেভিন হাসেট সতর্ক করে বলেছেন, রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমাতে না পারলে ভারতকে উচ্চ শুল্কের বোঝা বহন করতেই হবে। তিনি জানান, ভারত তার বাজার মার্কিন পণ্যের জন্য না খুললে ট্রাম্প প্রশাসনও নরম হবে না।

বাণিজ্য আলোচনাকে 'জটিল প্রক্রিয়া' বলে উল্লেখ করে হাসেট বলেন, 'মার্কিন শুল্কনীতি কেবল যে ভারতের জন্য তা নয়, এটা রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়ানোর জন্যও বটে। যদি ভারত না নড়ে, তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও নড়বেন না। এটা এক ধরনের 'ম্যারাথন দৌড়', যেখানে উত্থান-পতন মেনে নিতে হয়।'

একই দিনে মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসান্ত বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম মে বা জুনে সমঝোতা হবে। কিন্তু ভারত সহযোগিতায় অনীহা দেখিয়েছে।' যদিও তাঁর আশা, বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র ও সবচেয়ে বড় অর্থনীতি শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পের নীতির সঙ্গে একমত হবে। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'কৃষক ও দেশের স্বার্থের সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না।'

অন্যদিকে ট্রাম্পের শুল্কনীতি নিয়ে খুশি নন মার্কিন ডেমোক্র্যাটরা। ভারতের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। ভারতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে লিখিত বিবৃতিতে ডেমোক্র্যাটদের অভিযোগ, 'প্রেসিডেন্ট কেবল ভারতকে নিশানা করছেন, অথচ রাশিয়া থেকে আরও বেশি তেল আমদানি করা চিন সম্পর্কে তাঁর মুখে রা নেই। চিনকে শাস্তি দিতে ট্রাম্পের হাত কিন্তু উঠছে না। এই দুমুখো নীতির জেরে গত দু'দশকে যে ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা নষ্ট হতে বাধ্য।'

মার্কিন কংগ্রেসের বিদেশ বিষয়ক কমিটির সদস্য ডেমোক্র্যাটরা এক বিবৃতিতে বলেন, 'ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত শুধু ভারতকেই নয়, মার্কিন নাগরিকদেরও ক্ষতি করছে। পোশাক, জুতো, আসবাবপত্র, গয়না ইত্যাদি নানাবিধ ভারতীয় পণ্য তাঁদের এখন থেকে বেশি দামে কিনতে হবে।'

আগামী সপ্তাহে জিনপিং, পুতিনের সঙ্গে বৈঠক মোদির

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর শুল্কনীতির জেরে চিন ও রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার ব্যাপারে নজর দিয়েছে কেন্দ্র। আগামী সপ্তাহে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) বৈঠকে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিয়ানজেনে অনুষ্ঠিত হতে চলা ওই বৈঠকের ফাঁকে ৩১ অগাস্ট চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। ১ সেপ্টেম্বর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসবেন মোদি। এই দুটি বৈঠক ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই চর্চা শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। গতবছর রাশিয়ার কাজানে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে জিনপিং এবং পুতিনের সঙ্গে শেষবার দেখা গিয়েছিল মোদিকে। এদিকে এসসিও বৈঠকে যোগদানের আগে জাপানে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২৯-৩০ অগাস্ট দু-দিনের সফরে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।

বুধবার থেকে ভারতের বস্ত্র, ইস্পাত, কৃষিপণ্য সহ একাধিক দ্রব্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। তার জেরে ভারতের ওই শিল্পক্ষেত্রগুলিতে বিপুল লোকসানের আশঙ্কা করা হচ্ছে। অবিলম্বে আমেরিকার বিকল্প বাজার খোঁজার চেষ্টাও চলছে। এই পরিস্থিতিতে জিনপিং ও পুতিনের সঙ্গে মোদির বৈঠক ত্রিদেশীয় সম্পর্ককে কোন খাতে বয়ে নিয়ে যায়, সেদিকে নজর রাখছে কূটনীতিক মহল। মোদি-জিনপিং বৈঠক নিঃসন্দেহে দুই দেশের টালমাটাল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মেরামতের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হতে পারে। গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে গত পাঁচবছরে দুই দেশের সম্পর্ক তলানিতে নেমে গিয়েছিল। যদিও সাম্প্রতিককালে দুই দেশের সম্পর্কে অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। মোদি শেষবার চিনে গিয়েছিলেন ২০১৮ সালে।

অন্যদিকে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির বিরোধ বাড়লেও নয়াদিল্লি-মস্কো বন্ধুত্বে কোনও চিড় ধরেনি। মূলত রুশ তেল এবং অস্ত্র কেনার কারণেই মোদি সরকারের ওপর গোসা করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। তাই শুধু মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসা নয়, ত্রিদেশীয় বৈঠকের চিন্তাভাবনাও চলছে মস্কো প্রশাসনের অন্দরে।

সংঘ-বিজেপির মধ্যে মনভেদ নেই : ভাগবত

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : মোদি সরকারের সঙ্গে আরএসএসের ঝগড়ার কথা মানতে নারাজ সরসংঘচালক মোহন ভাগবত। তাঁর দাবি, সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব রয়েছে ঠিকই। কিন্তু কোনওপ্রকার ঝগড়া নেই। সংঘের প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ভাগবত। সেখানে কেন্দ্রের সঙ্গে আরএসএসের সমন্বয়ের ব্যাপারে বলেন, 'কোথাও কোনও ঝগড়া নেই। কিন্তু সব ব্যাপারে একমত হওয়াটাও তো সম্ভব নয়। আমরা সবসময় পরস্পরকে বিশ্বাস করি। আমি ৫০ বছর ধরে শাখা চালাচ্ছি। কেউ যদি কোনও পরামর্শ দেন, তাহলে আমি তা শুনব। কিন্তু দেশ চালাচ্ছে দল। ওরা ওই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। আমরা নই।' তাঁর সাফ কথা, 'আমাদের মধ্যে মতভেদ হতে পারে। কিন্তু মনভেদ নেই।' রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও যে সংঘের সুষ্ঠু সমন্বয় আছে, সেকথা জানাতে ভোলেননি ভাগবত।

শুধু মোদি সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক নয়, দেশের স্বার্থে তিন সন্তান নীতির কথাও শোনা গিয়েছে মোহন ভাগবতের মুখে। তাঁর সওয়াল, 'প্রতিটি পরিবারে অন্তত তিনটি সন্তান থাকা উচিত।' সম্প্রতি ইংরেজি ভাষা ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সমালোচনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভাগবত বলেন, 'দেশীয় ভাষার পাশাপাশি ইংরেজিও পড়তে হবে, এতে

হিন্দুত্বেরও কোনও সমস্যা নেই। ইংরেজি শেখার মধ্যে সমস্যার কিছু নেই। এটা তো একধরনের ভাষা মাত্র। শুধু ব্রিটিশদের অন্ধভাবে নকল না করলেই হয়।'

গত লোকসভা ভোটের আগে থেকেই সংঘ-বিজেপি সম্পর্কে চিড় ধরেছিল। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা সেসময় মন্তব্য করেছিলেন, তাঁরা বড় হয়ে গিয়েছেন। তাই তাঁদের আর আরএসএসকে প্রয়োজন নেই। পরবর্তীতে অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নিজেই নাগপুরে গিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলের পথে হাঁটেন। যদিও তারপর ৭৫ বছরে অবসর নেওয়ার ভাগবত বার্তার মধ্যেও মোদিকে নিশানা করেছিলেন তিনি। এদিন সেই প্রসঙ্গে ভাগবত বলেন, 'আমি নিজে অবসর নেব বা অন্য কেউ অবসর নেবে এমন কোনও কথা আমি বলিনি। সংঘে এমন কথা বলার অধিকারও আমার নেই। এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র সংঘ নেবে।' তাঁর সংযোজন, 'এই সভাকক্ষে সরসংঘচালক হওয়ার মতো আরও অন্তত ১০ জন বসে আছেন। তাঁরা খুবই ব্যস্ত। আমি অবসর নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। তবে সংঘ চাইলে আমি আরও কাজ করব।'

বিজেপির নতুন সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও উভয় শিবিরের টানাপোড়েন চলছে। তাই এখনও বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়নি। এই ব্যাপারে ভাগবতের মন্তব্য, 'আমরা যদি সিদ্ধান্ত নিতাম তাহলে কি এত দেরি হত? ওরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিক। আরএসএস শুধু পরামর্শ দেয়। কিন্তু কখনও বিজেপির সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কখনও হস্তক্ষেপ করে না।'

মার্কিন সিদ্ধান্তে সমালোচনা রাজনের

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত শুধু অর্থনীতি বা বাণিজ্য নয়, এর বাইরেও বৃহত্তর পরিকল্পনার অঙ্গ বলে জানিয়েছেন রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন।

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাজন বলেন, ট্রাম্পের মনে হয়েছে আমেরিকার বাজেট ঘাটতি এবং বাণিজ্য ঘাটতির সমাধান হল শুল্ক বৃদ্ধি। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছেন শুল্ক হার কম থাকায় বিভিন্ন পণ্য কম দামে পাচ্ছিলেন মার্কিন নাগরিকরা। তিনি আরও বলেন, ১৯৮০ থেকেই এমন ধারণা পোষণ করেন ট্রাম্প। তাঁর মতে, ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের নেপথ্যে রয়েছে সহজে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা। এতে রাজস্ব সাময়িকভাবে বাড়বেও। পরিবর্তে তিনি মার্কিন নাগরিকদের কর ছাড়ের সুবিধা দিয়েছেন।

রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর মনে করিয়ে দিয়েছেন ভারতের ওপর প্রাথমিক ট্যারিফ ২৫ শতাংশ চাপানো হয়েছে। বাকি ২৫ শতাংশ চাপানো হয়েছে রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য। তুরস্ক, চিন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়া থেকে তেল,গ্যাস কিনলেও তাদের ক্ষেত্রে এই জরিমানা করা হয়নি।

রাহুলের মঞ্চে কুকথা, ক্ষোভ পদ্মে

পাটনা, ২৮ অগাস্ট : ভোট চুরির স্লোগান তুলে বিহার দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর ভোটার অধিকার যাত্রা ইতিমধ্যে সাড়া ফেলেছে বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও। কিন্তু রাহুলের জনসভা থেকে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর প্রয়াত মা সম্পর্কে কুকথা বলা হয়েছে, তাতে ভোটার অধিকার যাত্রার সাফল্যে কালির ছিটে লেগেছে। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দ্বারভাঙায় রাহুলের জনসভার পর ওই মঞ্চ থেকে মোদি এবং তাঁর প্রয়াত মা সম্পর্কে কুকথা বলতে শোনা গিয়েছে। সেইসময় অবশ্য রাহুল বা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব কেউই মঞ্চে ছিলেন না। তবে মঞ্চে তাঁদের ছবি ছিল।

কংগ্রেস কর্মীরা যে নেতার নামে স্লোগান দিচ্ছিলেন, তিনি হলেন স্থানীয় নেতা নৌসাদ। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় রাহুলকে নিশানা করেছে বিজেপি। দলের নেতা রবিশংকর প্রসাদ বলেন, 'রাহুল গান্ধি, তেজস্বী যাদবের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত মা সম্পর্কে যে কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক ও নিন্দনীয়। এটা সারাদেশের কাছেই লজ্জার মুহূর্ত।' বিজেপি মুখপাত্র নীরজ কুমার বলেন, 'এক গরিব বাবার ছেলে, ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষ দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, এটা রাহুল গান্ধি সহ্য করতে পারছেন না।'

বিতর্কের জেরে যে নেতার নামে স্লোগান দেওয়া হয়েছিল, সেই নৌসাদ বলেন, 'আমি দিল্লিতে দু'বার ভোটে লড়েছি। ২০ বছর ধরে আমি দলের কর্মী। আমরা এমনটা করতেই পারি না। তবুও আমি ক্ষমা চাইছি। যেহেতু আমরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম, তাই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' প্রবীণ কংগ্রেস নেতা রশিদ আলভি অবশ্য সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা এই ধরনের ভাষা কখনও বরদাস্ত করেন না। এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে সীতামারিতে এবং বিকালে মোতিহারিতে ভোটার অধিকার যাত্রা করেন রাহুল, তেজস্বীরা। এই কর্মসূচি ঘিরে ব্যাপক জনসমাগম হয়েছিল।

চারতলা বাড়ি ধসে মৃত ১৭

মুম্বই, ২৮ অগাস্ট : মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার ভিরারে একটি চারতলা বাড়ির পিছনের অংশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ায় অন্ততপক্ষে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার মাঝরাতের ঘটনায় আহতের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায়নি। ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ন'জনকে। চিকিৎসা চলছে দু'জনের।

পুলিশ বাড়ির নির্মাতা তথা প্রোমোটারকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ, পুরনিগমের অনুমোদন ছাড়াই তিনি জমি ব্যবহার ও বহুতলটি নির্মাণ করেন। মহারাষ্ট্র সরকার মৃতদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সময় চারতলা বাড়িটির একটি অংশে এক শিশুর জন্মদিনের পার্টি চলছিল। ঘটনার সময় ৩০ জন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে যান। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে চলে আসে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল।

মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এক্স হ্যান্ডেলে আর্থিক সাহায্য ঘোষণার সঙ্গে ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তার তদন্ত শুরু হয়েছে।

নারী সুরক্ষায় পিছিয়ে কলকাতা

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : নারী নিরাপত্তায় কলকাতা একেবারেই নিরাপদ নয়। দেশের মধ্যে নিরাপদ নয় এমন শহরগুলির তালিকায় একেবারে শেষে কলকাতা। শুধু কলকাতা নয়, রয়েছে দিল্লিও। পাটনা, জয়পুর, ফরিদাবাদও একই শ্রেণিতে। অন্যদিকে নিরাপদতম শহর হয়েছে কোহিমা, আইজল, গ্যাংটক, ইটানগর, ভুবনেশ্বর, বিশাখাপত্তনম ও মুম্বই। ন্যাশনাল অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড ইনডেক্স অন উওম্যানস সেফটির সমীক্ষায় এমন তথ্যই উঠে এসেছে। রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে বৃহস্পতিবার।

দেশের উল্লেখযোগ্য ৩১টি শহরে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়। ১২,৭৭০ জন মহিলাকে প্রশ্ন করা হয়েছে। নিরাপত্তার মাপকাঠিতে বিষয়টিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। ভাগগুলি

নিরাপদ নয় রাজধানী নয়া দিল্লিও

হল অনেক ওপরে, ওপরে, মোটামুটি নিরাপদ, নিরাপদ নয়, অতি খারাপ। সমীক্ষায় রয়েছে কোহিমা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের কয়েকটি শহর। লিঙ্গসমতা, নাগরিক সচেতনতা, পুলিশি ব্যবস্থা, মহিলাদের আনন্দে থাকার মতো পরিকাঠামো রয়েছে সংশ্লিষ্ট শহরগুলিতে। এককথায় শহরগুলি নারীবান্ধব।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সংস্কৃতির শহর হলেও কলকাতার পরিকাঠামো হতদরিদ্র। সেইসঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক রীতিনীতি, দুর্বল সরকারি ব্যবস্থা, দায়িত্ববোধের অভাবের কথা উঠে এসেছে। শহরের ৪০ শতাংশ মহিলা জানিয়েছেন, তাঁরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। বিশেষ করে রাতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৮৬ শতাংশ মেয়েরা দিনের বেলায় নিরাপদ বোধ করলেও রাত নিয়ে তাঁদের মনোভাব সম্পূর্ণ উলটো। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইনের কথা অর্ধেক মহিলাই জানেন না।

রিপোর্টটি প্রকাশ করে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহতকার বলেছেন, মেয়েদের নিরাপত্তা শুধু আইনশৃঙ্খলার বিষয় নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের সুযোগ। সর্বোপরি ভবিষ্যৎ। তাঁদের স্বাধীনভাবে বিচরণও বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত।

'পুশব্যাক'-এ কড়া বিএসএফ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : ভারতে অবৈধভাবে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের আটক করে পদ্মাপারে ফেরত পাঠাতে মরিয়া কেন্দ্র। বিএসএফের দাবি, ভারত তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে চায়, যদিও বিজিবি বারবার তা অস্বীকার করছে। এটি অন্যায় এবং 'পুশব্যাক' প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়া যাবে না।

ঢাকায় বিএসএফ-বিজিবি ডিজি পর্যায়ের বৈঠকে বিএসএফ ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরী নিজেই এই দাবি উত্থাপন করেছেন বলে জানা গিয়েছে। ২৫-২৮ অগাস্ট অনুষ্ঠিত চারদিনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বলা হয়েছে, সীমান্তের ওপার থেকে ভারতীয় নাগরিক ও সীমান্তরক্ষী জওয়ানদের লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এদিকে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন '২৬-এর ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের রোডম্যাপ প্রকাশ করেছেন।

হামলার নেপথ্যে ডোনাল্ড বিরোধিতা

ওয়াশিংটন, ২৮ অগাস্ট : আমেরিকার মিনেসোটা প্রদেশের মিনিয়াপলিসে একটি ক্যাথলিক স্কুলে বুধবার যে রূপান্তরকামী তরুণ (২৩) হামলা চালিয়েছিল, তার নাম রবিন ওয়েস্টম্যান। ওই হামলায় দুই পড়ুয়া নিহত হয়। পরে নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে ঘিরে ফেললে ওয়েস্টম্যান গুলি চালিয়ে নিজেকে শেষ করে দেয়। তার হেপাজতে থাকা একটি রাইফেল, একটি শটগান এবং একটি পিস্তল ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

হামলাকারীর অস্ত্রগুলিতে লেখা ছিল, কিল ডোনাল্ড ট্রাম্প, নিউক ইন্ডিয়া, ইজরায়েল মাস্ট ফল ইত্যাদি স্লোগান। 'রবিন ডব্লিউ. বথ' নামে তার ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত ভিডিওতে অস্ত্রভাণ্ডার ছাড়াও গুলিভর্তি ম্যাগাজিন এবং একটি চিঠি মিলেছে। চিঠিতে সে পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

ভিডিওতে আরও পাওয়া যায় পূর্ববর্তী স্কুল-হামলাকারীদের নাম ও সাইরিলিক ভাষায় লেখা নোটবুক। ভিডিওতে হামলাকারীদের সম্পর্কে

প্রশংসাসূচক মন্তব্যই রয়েছে। যদিও চ্যানেলটি সমাজমাধ্যম কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেন। পুলিশ জানিয়েছে, এটা 'অসুস্থ মানসিকতা থেকে করা চরম হিংসা' হলেও বন্দুকবাজ তরুণের কোনও পূর্ব অপরাধের রেকর্ড ছিল না।

রুপোলি জগতের হাতছানি

গৌরব
চলচ্চিত্র পরিচালনা ও চিত্রনাট্য লেখন বিভাগের পড়ুয়া, ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া, পুনে (কোচবিহারের বাসিন্দা)

চলচ্চিত্র নিয়ে উৎসাহী? ভবিষ্যতে রুপোলি পর্দার জগতে পা রাখতে ইচ্ছুক? হাতেকলমে কাজ শিখতে চাইছেন? নাম শুনেছেন প্রতিষ্ঠানের, কিন্তু কীভাবে এগোবেন? সেই সমস্ত উত্তর দিতেই আজকের আলোচনা।

১৯৬০ সালে পুনের প্রভাত স্টুডিওকে ঘিরে তৈরি হল ভারতবর্ষের প্রথম ফিল্ম স্কুল, যার বর্তমান নাম ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া। যদিও টেলিভিশন বিভাগ যুক্ত হয়েছিল ১৯৭১ সালে, যেখানে দূরদর্শন কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়াই ছিল প্রাথমিক লক্ষ্য। এরপর ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হল সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (SRFTI)। দু'ক্ষেত্রেই লক্ষ্য এক, চলচ্চিত্র নিয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ।

কী কী বিভাগ?

ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া

চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে ইউজিসি'র অধীনে আসায় বদলে গিয়েছে কোর্সের নাম। মূলত দুটো ভাগ রয়েছে, ফিল্ম ও টেলিভিশন। ফিল্ম বিভাগে প্রতিটি কোর্স শেষে MFA in Cinema অর্থাৎ 'মাস্টার্স অফ ফাইন আর্টস ইন সিনেমা' ডিগ্রি দেওয়া হয়।

এই বিভাগে রয়েছে সাতটি স্পেশালাইজেশন কোর্স। এর মধ্যে চিত্রনাট্য ও পরিচালনা (Direction and Screenplay Writing), আলোকচিত্রগ্রহণ (Cinematography), সম্পাদনা (Editing), শিল্প নির্দেশনা ও নির্মাণ পরিকল্পনা (Art Direction & Production Design), শব্দগ্রহণ ও শব্দ পরিকল্পনা (Sound Recording & Sound Design) কোর্সগুলো তিন বছরের। বাকি অভিনয় (Screen Acting) এবং চিত্রনাট্য লেখন (Screenwriting- Film, TV, Web Series) কোর্স দুটো দু'বছরের।

টেলিভিশন বিভাগে কোর্স শেষে দেওয়া হয় One Year Post Graduate Certificate Course ডিগ্রি। এটা সর্বভারতীয় কারিগরি শিক্ষা পরিষদ (All India Council for Technical Education-AICTE) দ্বারা অনুমোদিত। এখানে পরিচালনা, আলোকচিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শব্দগ্রহণ ও টেলিভিশন কারিগরিবিদ্যার ওপর কোর্স করানো হয়। টেলিভিশন বিভাগের সমস্ত কোর্স এক বছরের।

সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট

এই প্রতিষ্ঠানে দুটো বিভাগ রয়েছে। সিনেমা ও ইডিএম (ইলেক্ট্রনিক এবং ডিজিটাল মিডিয়া)। সিনেমা বিভাগে অ্যানিমেশন, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা, সম্পাদনা, আলোকচিত্রগ্রহণ, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র প্রযোজনা, শব্দগ্রহণ ও পরিকল্পনার ওপর তিন বছরের কোর্স পড়ানো হয়।

ইডিএম বিভাগে আলোকচিত্রগ্রহণ, পরিচালনা ও প্রযোজনা, সম্পাদনা, ব্যবস্থাপনা, শব্দ পরিকল্পনা, লেখনের মতো বিষয়গুলোর ওপর কোর্স রয়েছে। এগুলোও দু'বছরের এবং দুটোক্ষেত্রেই কোর্স শেষে MFA ডিগ্রি দেওয়া হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষা

আগে দুটো প্রতিষ্ঠান (FTII এবং SRFTI) একসঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষা নিত। এবছর থেকে আলাদা আলাদাভাবে পরীক্ষা হচ্ছে। দুটো ক্ষেত্রেই যোগ্যতামান স্নাতক ও সমতুল্য কোর্স। FTII-এর ক্ষেত্রে প্রথম ধাপে দুটো ভাগে পরীক্ষা হয়। এমসিকিউ ধাঁচে সাধারণ জ্ঞান, ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস, চলচ্চিত্রের ইতিহাস, সাম্প্রতিক ঘটনাবলি থেকে প্রশ্ন আসতে পারে। পাশাপাশি আপনি যে কোর্সের জন্য পরীক্ষা দিচ্ছেন, সেই সংক্রান্ত বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

উদাহরণ

২০২১ সালে FTII-এর ফিল্ম বিভাগের চিত্রনাট্য ও পরিচালনা কোর্সের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল, 'ক ও খ দুই বন্ধু কোনও এক নদীতীরের ছোট শহরে একসঙ্গে ছেলেবেলা কাটিয়েছে। পড়াশোনার কারণে দুজন আলাদা জায়গায় চলে যাওয়ার আগে আজ সন্ধ্যায় শেষবারের মতো নদীতীরে দেখা করতে এসেছে। এই পরিবেশে একটি দৃশ্য রচনা করো ও তাদের মধ্যে কী কথোপকথন হতে পারে তা লেখো।' আন্দাজ করাই যায়, এখানে মূলত যাচাই করা হয় সৃজনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ও কল্পনাশক্তি।

SRFTI-এর প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম ধাপে ১০০ নম্বরের এমসিকিউ ধাঁচের প্রশ্ন থাকে। এর মধ্যে ৫০ নম্বর সাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বাকি ৫০ নম্বর নির্দিষ্ট বিভাগ থেকে।

প্রস্তুতি কীভাবে?

ভারতীয় শিল্পকলা নিয়ে উৎসাহ থাকাটা প্রথম শর্ত। চলচ্চিত্র ছাড়াও সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহ থাকলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভালো ফল করা সহজ হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের 'Swayam-NPTEL'-এর বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যের মধ্যে একটি ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন। ইউটিউবে 'film appreciation Swayam' লিখলেই মিলবে বিনামূল্যের ভিডিওগুলো। ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কিত ভালোমানের বই পড়লে ধ্রুপদি শিল্প, লোকশিল্পের ইতিহাস ও তার ধরন জানা যাবে।

https://ftii.ac.in/p/exam-paper ওয়েবসাইটটিতে ২০১৫-'১৬ থেকে সমস্ত বিভাগের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রয়েছে। শেষ বছর অবধি যেহেতু দুই প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে পরীক্ষা নিত, তাই পুরোনো প্রশ্নগুলো অভ্যাস করলে প্রস্তুতি ভালো হবে। লেখার পদ্ধতি, দ্রুত চিন্তাশক্তি ও গুছিয়ে লেখার ক্ষমতা আয়ত্তে আসবে। প্রবেশিকার নোটিফিকেশনের জন্য দুই প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে নজর রাখতে হবে। প্রতিবছর মার্চ থেকে জুনের মধ্যে বের হয়।

প্রতিদিন আশপাশে কী ঘটে চলেছে- তা দেখা, শোনা এবং নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে লিখতে পারার অভ্যাস যদি তৈরি হয়, তবে সেই আত্মবিশ্বাস আর লেখনক্ষমতা প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাকিদের থেকে আপনাকে অনেকটাই এগিয়ে রাখবে। চলচ্চিত্রের জগতে পা দেওয়ার স্বপ্নটা সফল করে ফেলুন এবার।

অর্থবানের 'বেঁচে থাকা'র অনর্থ

সাফল্যের মাপকাঠির গোড়ায় গলদ

মনিকা পারভীন
স্নাতকোত্তরের পড়ুয়া

'সাকসেস' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। কিন্তু আদতে বড্ড গোলমেলে। কারণ, সফলতার ফল সবার কাছে সমান মিষ্টি হয় না। আমাদের গড়পড়তা মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে সাকসেস মানে মোটামুটিভাবে পরীক্ষার খাতায় শতাংশে নয়ের ঘর, দশটা-পাঁচটার সরকারি চাকরি, রোববারের মাংস-ভাত (দোপেয়ে নয় কিন্তু চারপেয়ে) আর বছরে একবার 'দীপুদা'য় হাওয়াবদল। ব্যাস আর তারপর তিন কুড়ির পরবর্তী স্বস্তির অবসর জীবন।

কিন্তু আজকের জেনারেশনকে নিজের পরিচয় দিতে ইংরেজি বর্ণমালা পেরিয়ে গ্রিক আলফা, বিটার সাহায্য নিতে হচ্ছে। তাই সেখানে 'সাকসেস'-এর ধারণা যে আমূল বদলে যাবে, সেটা তো প্রত্যাশিতই।

বছর তেইশের সুস্মিত ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ হতে না হতেই ক্যাম্পাসিংয়ে যখন বেঙ্গালুরুতে দুই অঙ্কের এলপিএ-র চাকরির প্রস্তাব পেল, তখন তার নিজেকে একজন 'সফল' মানুষ মনে হয়েছিল। অথচ অচেনা শহরে রোজ দশ-বারো ঘণ্টার প্রাণান্তকর পরিশ্রম শেষেও ঘরে ফিরে অফিস কল আর জুম মিটিংয়ের চর্বিতচর্বন সেরে তার আর নিজের দিকে তাকানোর সময় থাকল না।

ছবি আঁকতে তার এখনও ইচ্ছে করে। কিন্তু ল্যাপটপ স্ক্রিনের ব্লু লাইট থেকে ক্যানভাস বোর্ডের দিকে তাকানো আর হয়ে ওঠে না। বছরে একবার পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসে স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তার অবাক লাগে প্রসূনকে দেখে। সরকারি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সুযোগ না পেয়ে প্রসূন অঙ্কে অনার্স নিয়ে সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হয়েছিল।

কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারে উঠে একপ্রকার বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অঙ্ক ছেড়ে রবীন্দ্রভারতীতে চলে গিয়েছিল গান নিয়ে পড়তে। এখন ওর একটা নিজস্ব গানের দল রয়েছে। ইউটিউবে নিজের লেখা ও সুর দেওয়া কয়েকটি গান তো বেশ ভাইরাল। স্কুলের মাঠে আড্ডা দিতে বসে প্রসূন যখন ওর স্বপ্নের কথা বলে, তখন সেখানে কোথাও 'থ্রি বিএইচকে' ফ্ল্যাট, দশ লাখের গাড়ি, ফরেন ট্রিপ বা এলপিএ-র পাটিগণিত থাকে না। থাকে ওর গানের দলের সারা ভারতবর্ষ ঘুরে পারফর্ম করতে পারার উচ্চাশার কথা। সুস্মিতের মনে তখন খটকা লাগে, আসলে 'সফল' কে?

২০২৫ সালে এসেও 'ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালেন্স' শব্দগুলো আমাদের কাছে 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু'র অ্যাং-এর 'মিলিপ্লিপ্লিং খুক'-এর নামান্তর মাত্র। নারায়ণমূর্তির মতো বড় দাদারা আমাদের সপ্তাহে সত্তর ঘণ্টা কাজ করার নিদান দেন। ছুটি আমাদের তাই বিলাসিতা। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থাকতে নেই, বন্ধু থাকতে নেই, প্রেম থাকতে নেই, পিসতুতো বোনের বৌভাতে যেতে নেই, ছেলেমেয়েকে অঙ্ক করাতে বসতে নেই। 'কোথা যাও নাচি নাচি'র উত্তরে 'দাঁড়াবার সময় তো নাই' বলার সময়টুকুও থাকতে নেই।

থাকার মধ্যে আছে সামনে বিলাসিতার ঘুঘু আর পেছনে ইএমআই-এর ফাঁদ। তাই তো আমাদের সক্কাল সক্কাল উঠে হালকা হওয়ার আগে ই-মেল বক্স চেক করতে হবে। 'রাশ আওয়ার'-এর গুঁতো সামলে ঠিক সময়ে অফিসে পৌঁছে 'ইয়েস প্রেজেন্ট' বলতে হবে। বসের মুখঝামটা নীরবে সয়ে যেতে হবে। ডেডলাইনের পর ডেডলাইন সিলিং ছুঁতে চাইলে উইকএন্ডে বসেও জুম মিটিং করতে হবে। তাতে বন্ধুদের সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া, প্রেমিকার মন খারাপের খবর রাখা বা ধুলো জমে যাওয়া গিটারের তারগুলোকে ছুঁয়ে দেখা হল কি না- সেই খবর নারায়ণমূর্তির রাখার দরকার কী!

আমরা তো কর্পোরেট হাউসগুলোর কাছে ৬৯৬ বা ৪৭ফ ছাড়া আর কিছু নই। যেমন রক্তকরবীতে ছিল। আমাদের 'ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালেন্স' তাই সোনার পাথরবাটি। বড় দাদারা কড়া ভাষায় বলতে পারেন, বাঙালি জাতটা আজন্ম আলসে। অর্থ উপার্জনকে বড্ড বেশি বাঁকা চোখে দেখে, আসলে হিংসে করে। জাতটা তো হিংসুটেও। আরে বাবা, টাকা রোজগার করতে গেলে একটু পরিশ্রম করতে হবে না? একটু পার্সোনাল লাইফ স্যাক্রিফাইস করতে হবে না?

সবিনয়ে বলি, অর্থ উপার্জনে আমাদের বিরাগ নেই। যশ-খ্যাতির উচ্চাশাকে লোভও বলি না। কিন্তু, দিনশেষে প্রভূত 'অর্থবান' মানুষটি যদি অর্থের তাড়নায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেন, তবে সেই 'বেঁচে থাকা' অনর্থ ছাড়া তো আর কিছু নয়। উইলিয়াম হেনরি ডেভিসের 'leisure' কবিতার ভাষায় বলা যাক,

'What is this life, if
full of care / we
have no time
to stand and
stare…'

নতুনের ভাবনায়

স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া তুমি? এই প্রজন্মের আগ্রহ, চিন্তাভাবনা, সমস্যা, পছন্দ-অপছন্দ থেকে রাজনীতি, সমাজনীতি কিংবা অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে নিজের আর নিজবয়সিদের মনের কথা তুলে ধরতে চাও? যে কোনও ইস্যু নিয়ে লিখতে পারো ক্যাম্পাস বিভাগে। সহজ-সরল বাংলায় নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ নিজের লেখাটি পাঠাতে পারো এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে- 8145553331. শব্দসংখ্যা ৪৫০-৫৫০। এমএস ওয়ার্ড কিংবা মেসেজ আকারে। বাছাই করা লেখা প্রকাশিত হবে 'ক্যাম্পাস' পাতায়।

দুর্গা, অসুরের ভূমিকায় খুদে পড়ুয়ারা

তমালিকা দে

মহিষাসুরমর্দিনীর তাৎপর্য জানা তো দূরের কথা, উচ্চারণ স্পষ্ট নয় অনেকের। দুর্গাপুজোয় নতুন পোশাক পরে ঠাকুর দেখতে যাওয়া, মেলায় চক্কর কাটার মধ্যেই ওদের আনন্দ ছিল এতদিন। কিন্তু পুজো যত এগিয়ে আসছে, তত ওরা উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। কেননা, ওরাই এবার দুর্গা থেকে অসুরের ভূমিকায়। ওরাই মঞ্চস্থ করবে মহিষাসুরমর্দিনী। যার তালিম এখন চলছে বাগরাকোটের জগদীশ বিদ্যাপীঠে।

'আগমনী'র মধ্যে দিয়ে স্কুলে সংস্কৃতি চর্চার নতুন পরিবেশের আগমন ঘটবে, নিশ্চিত স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রধান শিক্ষিকা শুক্লা রায় বললেন, 'পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠান হলে স্কুলের প্রতি আগ্রহ বাড়ে পড়ুয়াদের। তাই আমরা সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান করি। পুজোর আঙ্গিকে মহিষাসুরমর্দিনীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, পড়ুয়াদের স্বরচিত গান, কবিতাও আগমনী অনুষ্ঠানে থাকবে।'

সিংহভাগ পড়ুয়া আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের। অনেকের বাড়িতে টিভি পর্যন্ত নেই। মহিষাসুরমর্দিনী দেখা হয়ে ওঠেনি তাদের। রেডিওর জমানা অনেক আগে শেষ হয়ে যাওয়ায় শোনাও হয়নি প্রায় কারও। তবে গত কয়েকদিন ধরে অনুশীলন করতে করতে খুদেরা বুঝতে পেরেছে, ওদের পারফর্মের ওপর নির্ভর করছে স্কুলের সুনাম। দেবীর সৃষ্টি থেকে মহিষাসুর বধ, পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করার এই কাহিনী তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাই প্রত্যেকে অনুশীলনে মনোযোগী।

পুজো উদ্যোক্তাদের মতোই তাদের এখন চরম ব্যস্ততা। প্রথম শ্রেণির ছাত্রী রাখি বিশ্বাস স্কুলে শেখানো নাচ বাড়িতে গিয়েও অনুশীলন করছে গত কয়েকদিন ধরে। পড়াশোনায় তেমন মন বসতে না চাইলেও চতুর্থ শ্রেণির পুনম সরকার মনযোগ দিয়ে স্কুলকে সাজিয়ে তুলছে। স্কুলের উদ্যোগে শামিল হতে হাতে হাত রেখেছেন অভিভাবকরা। প্রশংসার সুর শিলিগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়ের গলায়। পুজোর আগেই আগমনীর সুর বাজছে জগদীশ বিদ্যাপীঠে। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের।

রাখি উৎসব শেষে ভূরিভোজ

শতাব্দী সাহা

রাখিপূর্ণিমা খানিকটা অন্যরকমভাবে কেটেছে ১৩৫ মাঝিরবাড়ির পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুল এবং পানিশালা এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের। আবার সেদিনই ছিল বাইশে শ্রাবণ। কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানানোর পর রাখিভর্তি হাত নিয়ে মিড-ডে মিল খেতে বসে বড় সারপ্রাইজ পেয়েছে খুদের দল। মেনুতে ছিল চমক। চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতে স্কুল দুটো একই চত্বরে অবস্থিত। তাই বহু অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় একসঙ্গে। রাখিবন্ধন এবং বিশ্বকবির প্রয়াণ দিবস পালনেও সেই ছবি ধরা পড়ল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রবি ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এরপর পড়ুয়ারা রাখিবন্ধন উৎসবে মেতে ওঠে। সহপাঠীদের সঙ্গে দাদা-বোন-ভাইদের রাখি পরিয়ে উচ্ছ্বসিত অমৃত, জেসমিনরা। বাদ যাননি শিক্ষক-শিক্ষিকারা। পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া অর্কজিৎ রায়ের কথায়, 'স্কুলে সবাইকে রাখি পরিয়েছি। আমার দুই হাত তো রাখিতে ভরিয়ে দিয়েছিল বন্ধুরা।' পানিশালা এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন পড়ুয়াদের রবি ঠাকুরের ছেলেবেলার গল্প শোনান।

সেদিন মিড-ডে মিলের মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, পাঁপড় ভাজা, মুরগির মাংস এবং শেষ পাতে লাড্ডু। এলাহি আয়োজন দেখে রোহিত, হিমাদিতাদের হাসিমুখগুলো ছিল দেখার মতো। পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সোনাই বণিক বললেন, 'আমাদের গ্রামে ছোট্ট স্কুল। আয়োজনের প্রাচুর্য দেখাতে পারি না। তবে আন্তরিকতায় খামতি নেই। সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে ব্যবধান প্রচুর।' তারপরেও বিভিন্ন উৎসব নিজেদের মতো ছোট্ট করে উদযাপন করার চেষ্টা করেন। খুদেরা তাতেই খুশি হয়ে যায়।

পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুলের ভূগোলের শিক্ষিকা লাবণি পালের কথায়, 'আমাদের জীবনের প্রতিমুহূর্তে জড়িয়ে রয়েছেন রবি ঠাকুর। আর রাখিবন্ধন তো তাঁর সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বঙ্গভঙ্গের সময় রবি ঠাকুরের রাখিবন্ধন আমাদের একতা, দেশাত্মবোধের রূপ দেখিয়েছিল। সেটা গল্পের আকারে পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরেছি।'

নারীকথা ও ভারত দর্শনে

জমজমাট 'পল্লবিত ২৫'

রজত জয়ন্তীতে মাটিগাড়া বালিকা বিদ্যালয়

আগেরদিন রাত থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল অবিরাম। অনুষ্ঠানস্থলে জলকাদা জমে একাকার। উৎসাহে ভাটা পড়েনি একটুও। নির্দিষ্ট সময়ের আগে থেকেই ভিড় গাঢ় হতে শুরু করে। এসেছে বিভিন্ন শ্রেণির পড়ুয়া। এসেছেন শিক্ষক-শিক্ষিকা। এসেছেন প্রাক্তনী আর অভিভাবকরা। বৃষ্টির কারণেই অনুষ্ঠান শুরু করতে দেরি হয়েছে খানিকটা। প্রথমেই অতিথিদের টিপ দিয়ে খাদা পরিয়ে বরণ করে নেয় পড়ুয়ারা। তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় স্মারক। মঙ্গলদীপ জ্বেলে হয় আনুষ্ঠানিক সূচনা।

স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দেবযানী বর্ধন। একে একে বক্তব্য রাখেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়, শিক্ষানুরাগী ব্রজকান্ত বর্মন প্রমুখ। সমবেতভাবে উদ্বোধনী গান শোনান শিক্ষিকা লিপিকা গিরি ও পড়ুয়ারা। 'মুক্তাঙ্গন' পত্রিকার আবরণ উন্মোচিত হয় অতিথিদের হাত ধরে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষমূর্তিরও উন্মোচন করা হয়েছে সেদিন।

প্রায় ২৭ বছর আগে মাটিগাড়ার অরবিন্দ বিশ্বাস, শ্যামলকান্তি রায় সহ কয়েকজন শিক্ষানুরাগীর উদ্যোগে পথ চলা শুরু হয়েছিল প্রতিষ্ঠানের। সে বছর ছাত্রীসংখ্যা ছিল মাত্র ৪৭। নিজস্ব ভবন না থাকায় ক্লাস চলত মাটিগাড়া হরসুন্দর হাইস্কুলে। ২০০০ সালে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন পায় বিদ্যালয়টি। ২০০১ সালে প্রথম শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন সুপালী শিকদার। তার আগে স্থানীয় টিনা চক্রবর্তী, রিতা দত্ত প্রমুখ বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতেন।

সেসময় পরিচালন সমিতির সম্পাদক ছিলেন শ্যামলকান্তি রায়। ধীরে ধীরে শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ২০০৪ সালের ২৭ নভেম্বর স্থায়ী ভবনে ৪টি শ্রেণিকক্ষের উদ্বোধন করেন তৎকালীন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। বর্তমানে শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও অস্থায়ী কর্মী মিলিয়ে রয়েছেন ৩৬ জন। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে তিনতলা ভবন। সেখানে শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা ৩০টি। তৈরি হয়েছে ভূগোলের প্র্যাকটিকাল ও আইসিটি রুম, লাইব্রেরি।

স্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের সূচনা হয়েছিল ২০২৪ সালের ৩১ জানুয়ারি। আনুষ্ঠানিক নাম 'পল্লবিত ২৫'। তিনটি পর্যায় ছিল তার। শোভাযাত্রা দিয়ে শুরু, তারপর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী দিয়ে শেষ হয় প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল হস্তশিল্প প্রদর্শনী। মাটির তৈরি সামগ্রী, কাপড়ের ওপর সুতোর কাজ, অব্যবহৃত জিনিস দিয়ে ঘর সাজানোর সামগ্রী তৈরি করেছিল পড়ুয়ারা। প্রদর্শিত হয়েছিল খুদেদের আঁকা। খাদ্যমেলায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীরা বাড়ি থেকে বানিয়ে এনেছিল পিঠে-পুলি, ফুচকা, মোমো, চা ও কফি।

সমাপ্তি অনুষ্ঠান অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান হল এ বছরের ১৩ অগাস্ট। আবৃত্তি, গান ও সামাজিক বার্তার মাধ্যমে পড়ুয়ারা পরিবেশন করে 'একটি নারীর আত্মকথা'। 'ভারত দর্শন'-এ দেশের বিভিন্ন প্রাদেশিক নাচ পরিবেশিত হয়। পড়ুয়া পারমিতা পাল, অনুরাধা পাল, সুপ্রিয়া রায় ও রিশিকা রায়দের নৃত্য কুড়িয়ে নিয়েছে দর্শকদের প্রশংসা। শ্রেয়া সিংহ, পাপড়ি বিশ্বাস ও শ্রেয়সী পালের গানে মুগ্ধ হন অতিথিরা।

২০১৭ সালে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হলেও শুধুমাত্র কলাবিভাগ চালু রয়েছে স্কুলে। পড়ুয়া সংখ্যা ১৭৫২। তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে বসানো হয়েছে ৭০টি সিসিটিভি ক্যামেরা। নজরদারি চালাতে মনিটরে চোখ রাখেন প্রধান শিক্ষিকা। একটি ডিজিটাল ক্লাসরুম রয়েছে। বর্তমানে প্রধান শিক্ষিকা দেবযানী বর্ধন। তিনি কিছু পরিকাঠামোগত সমস্যার কথা জানালেন, স্কুলে সিঁড়ির ওপর ছাউনি ও বিদ্যুতের কাজ বাকি। পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে আরও কল বসাতে হবে। উন্নতমানের হলরুম প্রয়োজন। দরকার আরও বেঞ্চ এবং কম্পিউটার। কারিগরি শিক্ষার চাহিদা রয়েছে, চালুর দাবি জানাচ্ছেন অভিভাবকদের একাংশ।

বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তাটি সদাব্যস্ত। স্কুল শুরু ও শেষের সময় পড়ুয়াদের নিয়ে চিন্তায় থাকে স্কুল কর্তৃপক্ষ। অভিভাবকরাও। তাঁদের আর্জি, যানজট নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হোক। প্রয়োজনে মোতায়েন করা যেতে পারে ট্রাফিক পুলিশকর্মী। অভিযোগ, কেউ বা কারা স্কুলের সামনেই ময়লা ফেলছেন। এতে দূষণ ও দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। প্রশাসনের কাছে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষিকা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে এগিয়ে আসার অনুরোধ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও জনপ্রতিনিধিদের একাংশ।

'পল্লবিত ২৫'-এ উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস, মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রতিমা রায়, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দিপালী ঘোষ, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির পদাধিকারী এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

KOSMODEN Dental Clinic
OUR SERVICES
• Restoration • Scaling & Polishing • Simple Extraction
• Complicated Extraction • Root Canal Treatment
• Dental Crowns • Fixed Prosthesis/Dental Bridges
• Removable Partial Denture • Complete Denture • IOPA-X-Ray
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONT. : 7076790267

পুজোর ভিড়ে সক্রিয় দুষ্কৃতীরা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : দুর্গাপুজোর মতোই গণেশপুজোয় রাতে চলছে প্যান্ডেল হপিং। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ফাঁকা বাড়িতে চুরির চক্রান্ত করেছিল দুষ্কৃতীরা। তবে অপারেশন হওয়ার আগেই শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে দরজা ভাঙার বিভিন্ন সামগ্রী সহ ১২ জন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। সেইসঙ্গে দুজন আবার শহরের উৎসবমুখর পরিবেশের সুযোগ নিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে এসেছিলেন। তাঁরাও ধরা পড়েছেন।

আগ্নেয়াস্ত্রের কারবারিদের মধ্যে একজন বুধবার রাতে জংশন এলাকার একটি সিনেমা হলের সামনে ঘোরাঘুরি করছিলেন। প্রধাননগর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে সঞ্জয় পাল নামের ওই তরুণকে আটক করে। তল্লাশি চালানোর সময় তাঁর কোমর থেকে দেশি পিস্তল ও কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করে। আর বৃহস্পতিবার রাতে আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটি কার্তুজ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম মহম্মদ বাপ্পা।

এদিকে, পুজোর মরশুম আসতেই শহর শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় ফাঁকা বাড়িতে চুরির ঘটনা বাড়তে পারে বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল। এই পরিস্থিতিতে গণেশপুজো শুরু হতেই রাস্তায় নেমে নজরদারি শুরু করছে প্রতিটি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোররাতে, নিউ সিনেমা মোড় সংলগ্ন সবজি বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে।

ভক্তিনগর থানা এলাকাতেও গত কয়েকমাসে বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে একাধিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। বুধবার রাতেও একই পরিকল্পনা করেছিলেন দুষ্কৃতীরা। সর্বপল্লি এলাকায় বাড়ি ভাঙার সামগ্রী নিয়ে তাঁরা জড়োও হন। যদিও টহলদারি দেওয়ার সময় বিষয়টা নজরে আসে ভক্তিনগর থানার পুলিশের। পিছু ধাওয়া করে পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন আলমগির শেখ মণ্ডল, রোহিত সেওয়া, নিরঞ্জন মণ্ডল, রাহুল মণ্ডল ও রাজেশ দাস। সব ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পথকুকুর নিয়ে সিদ্ধান্ত

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : গত তিন মাসে পথকুকুরের কামড়ে শিলিগুড়িতে পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। এই নিয়ে ঘরে-বাইরে চাপের মুখে শিলিগুড়ি পুরনিগম। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে সেপ্টেম্বরে পথকুকুরের নির্বীজকরণের জন্য ৯০ হাজার টাকা বরাদ্দ করল পুরনিগম। পাশাপাশি, ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পুরনিগমের পশু চিকিৎসালয়ের জন্য একজন প্রাইভেট পশু চিকিৎসকও নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই হাসপাতালের জন্য দুজন কুকুর ধরার লোক, দুজন সাফাইকর্মী এবং একজন অফিসকর্মী নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুরনিগমের পরিবেশ বিভাগের মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায়ের বক্তব্য, 'সমস্ত সিদ্ধান্ত বোর্ড সভায় পাশ করানো হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হবে। পাশাপাশি নির্বীজকরণ প্রক্রিয়াও শুরু হচ্ছে।'

শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় পথকুকুরের দাপটে রীতিমতো অতিষ্ঠ শহরবাসী। গত তিন মাসের পরিসংখ্যান বলছে, শহরে প্রতিদিন গড়ে অন্তত ৫৫ জনকে কুকুর কামড় দিয়েছে। তবে এটা সরকারি হাসপাতালের হিসেব। বেসরকারি ক্ষেত্র ধরলে এই সংখ্যাটা প্রতিদিন ১০০ ছাড়াবে।

শিলিগুড়ির সঙ্ঘশ্রীর মণ্ডপসজ্জায় ব্যস্ত শিল্পীরা। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

প্রাক হীরক জয়ন্তীতে বাউল বেশ

সাজছে সঙ্ঘশ্রী

বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাউল। সেই বাউলের স্মৃতি, তাঁদের গান, তাঁদের বাদ্যযন্ত্র একতারা, দোতারা, ঘুঙুর, তাঁদের সাদামাঠা জীবন এই সবকিছু নিয়েই এ বছর সেজে উঠবে শিলিগুড়ির সঙ্ঘশ্রী ক্লাবের পুজোমণ্ডপ। প্রাক হীরক জয়ন্তী বর্ষে (৫৯) এবছর এই ক্লাবের পুজোর থিম 'দিগন্তের সুর', আলোকপাত করলেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : কলকাতার সঙ্ঘশ্রী ক্লাবের নামের অনুকরণে ১৯৬৬ সালে শিলিগুড়ির সুভাষপল্লি এলাকায় তৈরি এই ক্লাবের নাম রাখা হয় সঙ্ঘশ্রী। প্রথম কালীপুজোর মধ্যে দিয়ে শহরে রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল ক্লাবটি। সেই সময়ের শহরের তাবড় তাবড় কিছু ক্লাবের সঙ্গে চলত তাদের প্রতিযোগিতা। বছরের পর বছর ধরে তাদের পুজো মুগ্ধ করেছে শহরবাসীকে। চলতি বছরেও তা থেকে বঞ্চিত হবেন না শহরবাসী।

বাংলার বাউল, নকশিকাঁথা, পটচিত্র, আলপনা, বাঁশের কাজ, পাটের দড়ির কাজ, বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত নানা বাদ্যযন্ত্র সহ এক মন ভালো করা স্নিগ্ধ পুজোমণ্ডপ এবছর শহরবাসীকে উপহার দিতে চলেছে শিলিগুড়ির সঙ্ঘশ্রী ক্লাব। প্রাক হীরক জয়ন্তী বর্ষে (৫৯) এবছর তাদের পুজোর থিম 'দিগন্তের সুর'। গোটা ভাবনাতেই রয়েছেন শিলিগুড়ির শিল্পী দিব্যেন্দু পোদ্দার।

দিব্যেন্দু বলছিলেন, এবছর সঙ্ঘশ্রীর সঙ্গে প্রথম কাজ হলেও থিমপুজোর সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন ধরেই জড়িত। মূলত গ্রামবাংলা, প্রকৃতি, বাংলার সংস্কৃতিকেই তিনি বারবার তাঁর থিমের মধ্যে দিয়ে শহরের নানা পুজোমণ্ডপে তুলে ধরেছেন। এবছর পুরোপুরি তাঁর চিন্তাভাবনায় সাজতে চলেছে সঙ্ঘশ্রী ক্লাব। সেই সাজ মূলত হতে চলেছে বাউল নিয়েই, এছাড়াও গ্রামবাংলার সংস্কৃতিও তুলে ধরা হবে।

দিব্যেন্দু বলছিলেন, 'বাউল মানেই একতারা-দোতারা। তাই মণ্ডপে ঢুকতেই প্রথমে একটি বিশালাকার দোতারা রাখা হচ্ছে। সেই দোতারা হেলে থাকবে একটি বাড়ির ওপর। আর তার ওপর প্রকৃতি। বাড়িটি একটু জরাজীর্ণ থাকবে। এর মধ্যে দিয়ে বাউলদের অবস্থাটাও বোঝানো হচ্ছে। বাউলেরা ভীষণ সাদামাঠা জীবনযাপন করে থাকেন। সেই সাদামাঠা পরিবেশটাই রাখা হবে পুজোমণ্ডপে।

শুধু মণ্ডপেই নয়, প্রতিমাতেও থাকবে বাউলের ছোঁয়া। মাথায় জটা নিয়ে মা এখানে বাউল রূপেই থাকবেন। প্রতিমার হাতেও থাকবে বাদ্যযন্ত্র। শুধু মা নয়, মায়ের গোটা পরিবারই এখানে বাউল রূপে বিরাজ করবে। এই পুজোমণ্ডপের প্রতিমাশিল্পী সুশান্ত পাল বলেন, '৫ বছর ধরে এই ক্লাবের সঙ্গে কাজ করছি। এবছর থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মূর্তিটাও একেবারে অন্যভাবে তৈরি হচ্ছে। বাউল রূপেই মা এবং তাঁর গোটা পরিবারের মূর্তি তৈরি হচ্ছে। মা থাকছেন পুরোনো দিনের মাটির বারান্দায়।'

থিমের সঙ্গেই সামঞ্জস্য রেখে আলোর ব্যবস্থা হবে বলে জানালেন আলোকশিল্পী প্রবীর ভদ্র।

ক্লাবের সদস্য শৈবাল দত্ত বলেন, ''প্রতি বছরই সঙ্ঘশ্রী মানুষের জন্য নতুন কিছু ভাবে। এবছর আমাদের ভাবনা 'দিগন্তের সুর'। বাউল আমাদের পুরোনো সংস্কৃতি, তবে এখন আর সচরাচর বাউলদের আমরা দেখতে পাই না। নতুন প্রজন্মও বাউল সম্বন্ধে খুব বেশি জানে কি না সন্দেহ। তাই নতুনদের জানান দিতে এবং পুরোনোদের আরও একবার বাউলের স্বাদ দিতে আমাদের এই প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও এখানে দেখানো হবে বাউল বেশে। লাইভ বাউল গান শোনানোরও একটা পরিকল্পনা রয়েছে।'' প্রতিবারের মতো এবছরও শহরবাসীর মন জয় করবে এই থিম বলেই মনে করছেন পুজো কমিটির সম্পাদক কৌশিক ভৌমিক ও অভিষেক মালাকার।

৫৯ বছরের এই পুজোর সঙ্গে প্রথম দিন থেকেই রয়েছেন সুভাষপল্লির বাসিন্দা সুকুমার ঘোষ। এখন বয়স ৭৬ হলেও কাঁপাকাঁপা গলায় স্মৃতিচারণ করে গেলেন সুকুমার। বলছিলেন, '১৯৬৬ সালে পাড়ার ছোট-বড় সকলে মিলেই ভেবেছিলেন কালীপুজো করবেন। তখনই এই ক্লাবটি তাঁরা তৈরি করেন। নাম দেওয়া হয় সঙ্ঘশ্রী। সেবছর জাঁকজমকের সঙ্গে পুজো করা হয়। পরের বছর থেকে শুরু হয় দুর্গাপুজো।' সেই পুজো কমিটির সঙ্গে যুক্তও ছিলেন তিনি। প্রতিটা দিন যেন আজও পরিষ্কার মনে আছে তাঁর। পুজোর চাঁদা তোলা, প্যান্ডেল বাঁধা, সকলে মিলে হইহুল্লোড়। প্রতিটা বছরই এই ক্লাবের পুজো তাঁকে আলাদা এক আনন্দ দেয়। এখন বয়সের ভারে সবসময় সব কাজে থাকতে না পারলেও সঙ্ঘশ্রীর পুজোমণ্ডপে তো যেতেই হয়। মণ্ডপে গিয়ে সবার সঙ্গে আড্ডা না দিলে ভালোই লাগে না। গণেশপুজোর মধ্যে গিয়ে শহরে পুজোর আমেজ চলেই এসেছে। মণ্ডপসজ্জার কাজও এখন চলছে জোরকদমে।

সজ্জার ঝলক

মণ্ডপে ঢুকেই দেখা যাবে বিশালাকার দোতারা

দোতারা হেলে থাকবে একটি বাড়ির ওপর। আর তার ওপর প্রকৃতি

বাউলদের অবস্থা বোঝাতে সেই বাড়ি হবে জরাজীর্ণ

বাউলের সাদামাঠা জীবনের মতো হবে মণ্ডপসজ্জা

প্রতিমাও এখানে হবে বাউল রূপে, প্রতিমার হাতে থাকবে বাদ্যযন্ত্র

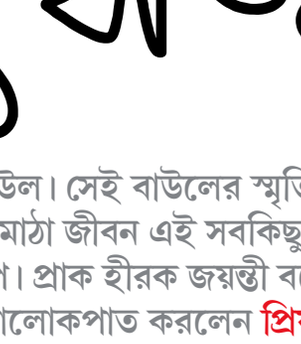

রাস্তা সারাতে পুরনিগমকে চিঠি

বিদ্যুৎ সংযোগ ভূগর্ভস্থ কেবলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : শহরের বেশ কিছু রাস্তায় ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার কাজ শেষ করে এর মাধ্যমে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করল। তবে, এখনই ভূগর্ভস্থ কেবলের মাধ্যমে বাড়িতে বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হচ্ছে না। পুজোর মরশুমের কথা মাথায় রেখে আপাতত দু'মাসের জন্য ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার কাজ প্রায় পুরোটাই বন্ধ রাখা হচ্ছে। যে রাস্তাগুলিতে কেবল পাতার কাজ শেষ হয়েছে সেই রাস্তা সংস্কারের জন্য বৃহস্পতিবার সংস্থার তরফে পুরনিগমকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের একাধিক রাস্তাও ইতিমধ্যেই হস্তান্তর হয়ে গিয়েছে। পুজোর আগেই শহরের প্রধান রাস্তাগুলি সংস্কারের কাজ হবে বলে পূর্ত দপ্তর জানিয়েছে। দ্রুতই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে বলে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার জানিয়েছেন।

গত বছরের ডিসেম্বর মাসে শিলিগুড়িতে ১৯টি ওয়ার্ডে ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিধান রোড, সেবক রোডের মতো প্রধান রাস্তায় কেবল পাতার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। হিলকার্ট রোডে কেবল পাতার কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে। বিধান রোড, কাছারি রোড, সেবক রোড কয়েকদিন আগেই সংস্থা পূর্ত দপ্তরকে হস্তান্তরও করে দিয়েছে। তবে, হিলকার্ট রোডের হাসমি চক থেকে এয়ারভিউ মোড় হয়ে জংশন পর্যন্ত রাস্তা এখনও হস্তান্তর হয়নি। বৃহস্পতিবার রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার তরফে পুরনিগমকে বেশ কিছু রাস্তা হস্তান্তর করা হয়েছে। এর মধ্যে কোর্ট মোড় থেকে পুরনিগমের সামনে দিয়ে বাঘা যতীন পার্ক হয়ে হাতি মোড়ের রাস্তা, ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজপাড়ার প্রায় প্রতিটি রাস্তা, ১৮, ২০ এবং ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তাগুলি রয়েছে। এই রাস্তাগুলি পুজোর আগেই সংস্কারের কাজ শুরু হবে বলে পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, পূর্ত দপ্তর ইতিমধ্যেই সেবক রোড, কাছারি রোড এবং বিধান রোডের সংস্কারের জন্য টেন্ডার করে এজেন্সি নিয়োগ করে ফেলেছে। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সমস্ত সংস্কারের কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বললেন, 'ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার কাজ শেষ হওয়ার পরে বেশ কিছু রাস্তা পুরনিগমকে হস্তান্তর করা হয়েছে। দ্রুতই সেগুলি সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে।'

এদিকে, রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা ভূগর্ভস্থ বিদ্যুতের কেবল পাতার কাজ শেষ করে বিভিন্ন ফিডারে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে হিলকার্ট রোডের একাংশ, বিধান রোড, সেবক রোড, কলেজপাড়া, সুভাষপল্লি, বাগরাকোট সহ বেশ কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সেগুলি পরীক্ষার কাজ চলছে। রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা সূত্রের খবর, ভূগর্ভস্থ কেবলে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু হলেও এখনই এখান থেকে বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে না। নভেম্বর মাস থেকে এই কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা পুজোর জন্য সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসজুড়ে ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার কাজ সহ অন্যান্য প্রায় সমস্ত কাজই বন্ধ থাকছে। নভেম্বর মাসে ভূগর্ভস্থ কেবলের মাধ্যমের বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করে মাথার ওপর দিয়ে থাকা হাইটেনশন (এইচটি) এবং কিছু এলাকায় লো টেনশন (এলটি) তারও খুলে ফেলা হবে।

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : এসএফ রোড গণেশপুজো কমিটির তরফে বৃহস্পতিবার রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির হয়। শিবিরে মোট ৩৫ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। এই শিবিরে প্রায় ৪০০ জন মানুষ বিনামূল্যে চোখ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। পরে দুঃস্থদের মধ্যে নতুন পোশাক বিতরণ করা হয়। পুজো কমিটির সভাপতি জগন্নাথ মণ্ডল, সম্পাদক রূপম দাস, কোষাধ্যক্ষ চন্দন ঘোষ, লিটন মণ্ডল প্রমুখ এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠা দিবস

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : শিলিগুড়ি কলেজে বৃহস্পতিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। মদন ভট্টাচার্য সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন। তিনি সেখানে দিনটির তাৎপর্য সবার সামনে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা সমীরণ ঘোষ, নির্ণয় রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

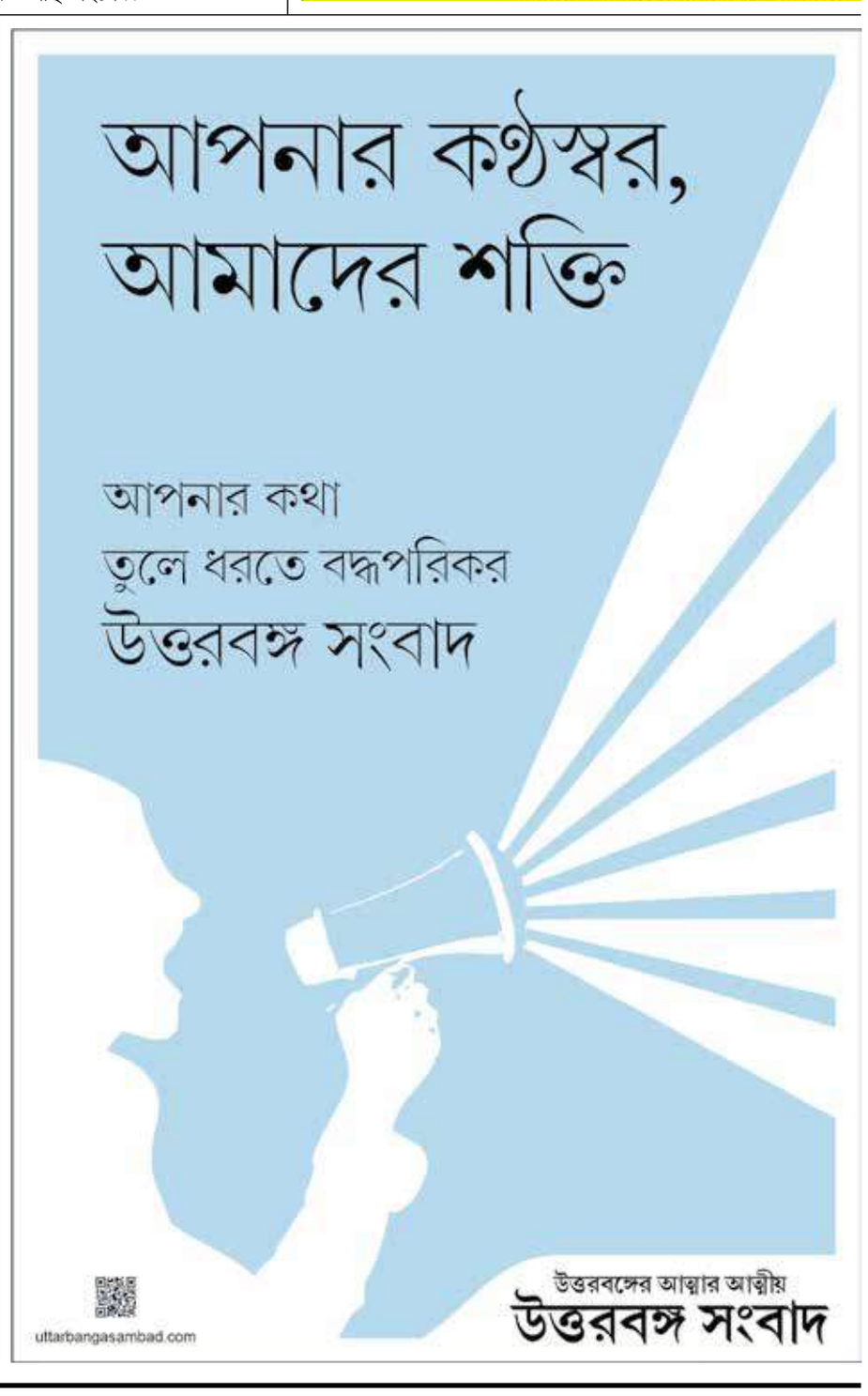

রেকর্ড মোদক বিক্রি

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : শিলিগুড়ির গণেশ চতুর্থীতে এবার আকাশছোঁয়া চাহিদা ছিল মোদকের। পাঁচ বছর আগেও শহরজুড়ে যেখানে মোটে দুই হাজার মোদক বিক্রি হত এখন সেখানে এবছর বিক্রি হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার।

প্রচলিত বিশ্বাসে গণেশ ঠাকুরের প্রিয়তম খাদ্য মোদক। তাই ভক্তরা ভোগে এই মিষ্টিই রাখতে চান। আগে অবশ্য শিলিগুড়িতে লাড্ডুই প্রধান ছিল। শিলিগুড়ি সুইট শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এবছর শহরে প্রায় ৫০ হাজার মোদক বিক্রি হয়েছে এবং প্রায় ৩৫ হাজার লাড্ডু বিক্রি হয়েছে। এছর মোদকের বিক্রি লাড্ডুকে ছাপিয়ে গিয়েছে। সেবক রোডের এক ব্যবসায়ী অমিত

আগরওয়াল বলছিলেন, 'গণেশ চতুর্থীর দিন ১০টা লাড্ডু বিক্রি হলে ২০টা মোদক বিক্রি হয়েছে। এবছর বিক্রিবাটা গতবছর থেকেও বেশি হয়েছে। দিন-দিন ব্যবসা বাড়ছে।' অনেক ব্যবসায়ীই মনে করছেন সোশ্যাল মিডিয়ার হাত ধরেই এই পরিবর্তন শহরে। মিষ্টি ব্যবসায়ীদের কথায়, 'অনেকেই দেখছে যে মোদক দিয়ে গণেশ ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হচ্ছে, সেই থেকে তাঁরাও চাইছেন এই ভোগ দিতে।' প্রধাননগরের এক গণেশপুজোয় প্রসাদ হিসেবে সাধারণ মানুষের মধ্যে খিচুড়ি ও মোদক দেওয়া হচ্ছিল। পুজো উদ্যোক্তা সুরেশ শর্মার কথায়, 'আমরা আগে প্রতিদিন লাড্ডুই দিতাম তবে এই বছর পরিবর্তন করেছি। কোনওদিন লাড্ডু তো কোনওদিন মোদক দিচ্ছি।' হাতি মোড়ের এক মিষ্টির দোকানে মোদক কিনতে এসে কলেজপাড়ার বাসিন্দা পুষ্পিতা দত্ত বলছিলেন, 'অনেক ভিডিওতে দেখলাম যে মোদকই গণেশ ঠাকুরের সব থেকে প্রিয়, তাই এবছর লাড্ডু ও মোদক দুটোই দিচ্ছি।' ১০ টাকা থেকে শুরু করে ৫০০ টাকাতেও বিক্রি হচ্ছে মোদক, লাড্ডু। লাড্ডুর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উৎসবের মঞ্চে রাজত্ব করছে মোদক। আর সেই রাজত্ব যে আগামীদিনে বাড়বে তা বলছিলেন ব্যবসায়ীরা।

পুজোয় বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরা

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : ওঁদের কেউ বাড়ি থেকে থাকছেন দূরে। আবার কেউ বা বাড়িতে থাকলেও ইচ্ছেমতো বাইরে বেরোতে পারেন না। গণেশপুজোর দিনে ওঁদের মুখে হাসি ফোটাতে উদ্যোগ নিল কলেজ মোড় ডিফেন্স পার্টি গণেশপুজো কমিটি। বৃহস্পতিবার কলেজপাড়ায় পুজো প্রাঙ্গণেই বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিক ও বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে একত্রিত হয়ে এদিন খুশি ওঁরা সকলেই। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের পুজোর নতুন শাড়ি উপহার দেওয়া হল। বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েদের স্কুলব্যাগ, টি-শার্ট উপহার দেওয়া হয়। এছাড়া একজনকে হুইলচেয়ারও দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার মিলি সিনহা। পুজো কমিটির সদস্য শুভঙ্কর দাম বলেন, 'ওঁরা সবাই নিজেদের জীবনযুদ্ধে লিপ্ত। হয়তো বাড়ি থেকে খুব একটা বেরোতেও পারেন না। পুজোর দিনে ওঁদের মুখে হাসি ফোটানোটাই আমাদের উদ্দেশ্য।'

এই অনুষ্ঠানে এসে খুশি বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিক দুর্গা দাস, মিনতি সরকার, দীপ্তি সাহা, অঞ্জলি দাস, শংকর দাসরা। দুর্গা বলছিলেন, 'পুজোর দিনগুলিতে নানা জায়গায় ঘুরতে যাই আমরা। সকলে একসঙ্গেই বেরোই। বেশ মজা হয়। এখানে এসে আজ খুবই ভালো লাগল।'

পৃথিবীর পাঠশালা

দুর্মূল্য কফি

পানামার এক বিশেষ প্রজাতির কফি, 'পানামানিয়ান গেইশা কফি', নিলামে প্রতি কেজিতে রেকর্ড ৩০,২০৪ ডলার মূল্যে বিক্রি হয়েছে। এর আগে কোনও কফি এত উচ্চদামে বিক্রি হয়নি। এই অসাধারণ দাম কফি জগতে এক নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে। কফিটি একটি জাপানি কোম্পানি কিনেছে, যা এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে দামি কফি হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে।

চশমাকে 'টা-টা'!

যাদের রিডিং গ্লাস আছে, তাদের এবার চশমা সঙ্গে নিয়ে ঘোরার দিন শেষ হতে চলেছে! সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FDA) একটি বিশেষ আই ড্রপের অনুমোদন দিয়েছে, যার নাম VIZZ। এই ড্রপটি প্রেসবিওপিয়া বা বয়স্কদের দৃষ্টিশক্তিজনিত সমস্যার দারুণ সমাধান।

এই ম্যাজিক ড্রপটি চোখের আইরিসকে সংকুচিত করে এক ধরনের 'পিনহোল এফেক্ট' তৈরি করে। এতে মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে কাছের জিনিস দেখতে সুবিধা হয়। আর একবার ব্যবহার করলে এর প্রভাব থাকে প্রায় ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত! সবচেয়ে দারুণ ব্যাপার হল, এতে দূরের দৃষ্টিশক্তির কোনও ক্ষতি হয় না। এটি এখনও পর্যন্ত প্রেসবিওপিয়ার জন্য প্রথম কোনও নন-সার্জিক্যাল চিকিৎসা।

ক্যানসারের নির্ভুল চিকিৎসা

২০৩০ সাল নাগাদ ক্যানসার চিকিৎসার চেহারাটা পুরো বদলে যাবে। চিরন্তন অপেক্ষা আর যন্ত্রণাদায়ক অনুমানের দিন এবার শেষ! কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স (এজিআই)-এর হাত ধরে শুরু হচ্ছে নির্ভুল চিকিৎসার এক নতুন যুগ।

ভবিষ্যতের হাসপাতালগুলোতে ডাক্তাররা মাত্র একটি টিস্যু নমুনা থেকে টিউমারের সম্পূর্ণ জেনেটিক কোড জানতে পারবেন। কোয়ান্টাম প্রসেসরগুলো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লাখ লাখ আণবিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে ক্যানসার কোষের আচরণ সম্পর্কে ধারণা দেবে। একইসঙ্গে এজিআই রোগীর পুরো স্বাস্থ্যের ডেটা বিশ্লেষণ করে তার শরীরের জন্য নির্দিষ্ট ওষুধ তৈরি করবে। এই 'ডিজিটাল টুইন' প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডাক্তাররা রোগীর শরীরে প্রয়োগের আগেই চিকিৎসার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে নিতে পারবেন। এতে সময় ও ঝুঁকি কমবে আর ফলাফল হবে অনেক বেশি কার্যকর।

কাঠ হবে ল্যাবে

গাছ কাটার দিন হয়তো এবার সত্যিই ফুরিয়ে এল! বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে কাঠ তৈরির দারুণ এক উপায় বের করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (MIT)-র গবেষকরা এমন এক কৌশল তৈরি করেছেন, যা দিয়ে তাঁরা ল্যাবেই আসল কাঠের মতো দেখতে উপাদান বানাতে পারেন। এর সবচেয়ে মজার দিক হল, এই কাঠের ঘনত্ব আর দৃঢ়তা ইচ্ছেমতো বাড়ানো-কমানো যায়! এই নতুন পদ্ধতিতে গাছের কোষ ব্যবহার করে এমন 'বায়োপ্রিন্টিং' করা হয়, যা দেখতে একেবারে আসল কাঠের মতোই।

বালি-পাথর উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা

জলপাইগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : রাজ্যজুড়ে নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি-পাথর তোলার উপর রাজ্য সেচ দপ্তর নিষেধাজ্ঞা জারি করল। সরকারি অনুমতি ছাড়া যাঁরা নদী থেকে বালি-পাথর তুলছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে সেচ দপ্তরের সচিব সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকদের নির্দেশনামা পাঠিয়েছেন। বেআইনিভাবে বালি তোলায় নদীখাতের উপর প্রভাব পড়ছে বলে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সেচমন্ত্রী এদিন ফোনে বলেন, 'রাজ্যজুড়ে বেআইনিভাবে নদী থেকে বালি, পাথর ও নুড়ি উত্তোলনে দপ্তরের তরফে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। জেলা শাসকদের নির্দেশ পাঠিয়ে বেআইনি উত্তোলন বন্ধ করতে আইন অনুসারে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভূমি রাজস্ব দপ্তরকেও অবৈধভাবে নদী থেকে

গভীরতা কমায় বিপদ

বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রী উত্তোলন বন্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। দ্রুত এই বিষয়টি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আমাদের আশ্বস্ত করতে হবে।'

জেলায় জেলায় নদীখাত উঁচু হয়ে যাওয়ায় একাধিক নদীর গভীরতা কমেছে। সম্প্রতি রাজ্য সেচ দপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও জেলার সেচ বিভাগকে নদীগুলির ড্রেজিং করার অনুমতি দিয়েছে। কোনও খরচ ছাড়া বিভিন্ন এজেন্সিকে ও রাজ্য খনিজ উন্নয়ন নিগমকে সেচ দপ্তর ড্রেজিংয়ের বরাত দিয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্যের ঘরে যেমন রাজস্ব আসবে তেমনি বিজ্ঞানসম্মতভাবে নদী থেকে বালি-পাথর উত্তোলনে নদীর উপর কোনও প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু রাজ্যের একাধিক জেলায় বর্ষার মরশুমে নদী থেকে সরকারি পারমিট দিয়েও বালি উত্তোলনের কাজ বন্ধ। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিনের কথায়, 'জেলায় এখন পুরো বর্ষাকাল। সরকারি নির্দেশে নদী থেকে নির্মাণসামগ্রী উত্তোলন বন্ধ রাখা হয়েছে। যাঁরা বেআইনিভাবে উত্তোলনের চেষ্টা করছেন তাঁদের ধরপাকড় করা হচ্ছে।'

রাজ্য খনিজ উন্নয়ন নিগমের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার একে সিংয়ের বক্তব্য, 'তিস্তা, লিস, ঘিস, চেল, জলঢাকা ও করলা সহ একাধিক নদীর ড্রেজিংয়ের বরাত আমরা পেয়েছি। কিন্তু বড় নদীতে জল থাকায় এখন ড্রেজিং শুরু করা যায়নি।' জলপাইগুড়ি জেলার ভূমি দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি না হওয়ায় নদীগুলিতে জল কম রয়েছে। এই সুযোগে বেআইনিভাবে নির্মাণসামগ্রী উত্তোলনে অনেকে যুক্ত হয়েছেন।

কাঁটাতারের জন্য জমি অধিগ্রহণ

ক্ষতিপূরণ দাবি স্থানীয়দের

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট : অপেক্ষার অবসান। অবশেষে মেখলিগঞ্জ ব্লকে দহগ্রাম-আঙ্গারপোঁতা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজে হাত দিল রাজ্য প্রশাসন। বৃহস্পতিবার থেকে সরকারি আমিন জমি মাপজোখ শুরু করে দিলেন। সীমান্তের জিরো পয়েন্ট থেকে ৫০ ফুট পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। জিরো পয়েন্টে কাঁটাতার বসানো হবে। আর ওই ৫০ ফুটের মধ্যে বিএসএফের জন্য রাস্তা তৈরি করবে কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তর। মেখলিগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুজন রায় বলেন, 'মোট ৮৯ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৮০ একর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। বাকিটা খাসজমি।'

জমি অধিগ্রহণে আপত্তি না থাকলেও ক্ষতিপূরণের দাবিতে সোচ্চার স্থানীয়রা। স্থানীয়দের মধ্যে মানু সিংহ সরকার বলেন, 'আমাদের কিছু জমি রেকর্ডে কৃষিজমি হলেও বাস্তবে আমরা সুপারি, চা বা ফলের বাগান করেছি। তাই জমির দাম ছাড়াও গাছপালার ক্ষতিপূরণ যেন সরকার দেয়।' আরেক বাসিন্দা বিনোদ সিংহ সরকারের কথায়, 'আমরা চাই দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া হোক। জমি দিতে আপত্তি নেই। তবে যাদের জমি বহু পুরোনো রেকর্ডে রয়েছে, তাঁদের ওয়ারিশরা যেন সহজে ক্ষতিপূরণের টাকা পান।' স্থানীয়দের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সুজন আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'সরকারি নিয়ম অনুযায়ী জমির পাশাপাশি যদি বাড়ি বা বাগান থাকে, তারও ক্ষতিপূরণ মালিককে দেওয়া হবে।'

দহগ্রাম-আঙ্গারপোঁতা সীমান্তে প্রায় ২০ কিমি এলাকা এখনও উন্মুক্ত। অর্থাৎ, কাঁটাতারের বেড়া নেই। দহগ্রাম-আঙ্গারপোঁতা বাংলাদেশের একমাত্র ছিটমহল যা ভারতের তিনবিঘা করিডর দিয়ে সংযুক্ত। দহগ্রাম-আঙ্গারপোঁতা সংলগ্ন ভারতের নিজতরফ, বাগডোগরা-ফুলকাডাবরি ও কুচলিবাড়ি এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত খোলা সীমান্তের আওতায়। দীর্ঘদিন ধরেই ওই সীমান্তটি অনুপ্রবেশ ও চোরাচালানের করিডর হয়ে উঠেছিল বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের দাবি ছিল, তিনবিঘা চুক্তি অনুযায়ী সীমান্তের জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হোক। এতদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক উদ্যোগ নিলেও রাজ্য জমি অধিগ্রহণে অনীহা দেখাচ্ছিল। তবে এবার রাজ্য সরকার সেই প্রক্রিয়া শুরু করল। জমি অধিগ্রহণ শুরু হওয়ায় সীমান্তে স্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার পথ কিছুটা হলেও সুগম হল। এদিন সরকারি আমিন উত্তম দাস জমির মালিকানা চিহ্নিত করার কাজে নিজতরফ ও আশপাশের মৌজায় জমির দাগ নম্বর ধরে মালিক কারা, তাদের কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখেন। গ্রামবাসীর সঙ্গে কথাও বলেন। অনেক ক্ষেত্রে জমি তিন-চার পুরুষের নামে থাকায় ওয়ারিশ নির্ধারণ করা হচ্ছে। প্রশাসনের দাবি, জমির প্রকৃত মালিকরাই যেন ক্ষতিপূরণের টাকা পান। সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে চায় প্রশাসন।

সরকারপাড়া সীমান্তে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলছেন সরকারি আমিন।

> মোট ৮৯ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৮০ একর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। বাকিটা খাসজমি।
>
> **সুজন রায়**
> ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, মেখলিগঞ্জ

শাসনের ভয়ে চম্পট ৫ ছাত্রীর

গাজোল, ২৮ অগাস্ট : গাজোলের এক হাইস্কুলের পাঁচ আদিবাসী নাবালিকার পালিয়ে যাওয়া নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বুধবার স্কুলের টিফিন পিরিয়ডের সময় তারা স্কুল থেকে চম্পট দেয়। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি। গাজোল থানার পুলিশ বুধবার রাত আড়াইটে নাগাদ বংশীহারী থানার দেওগাঁ এলাকা থেকে ওই পাঁচজনকে উদ্ধার করে।

হেনস্তার শিকার

প্রথম পাতার পর

নামে এক মহিলার বাড়িতে বুধবার গিয়েছিলেন সমীক্ষক ঊষা সরকার ও দীপা ভট্টাচার্য। অভিযোগ, তাঁরা বাড়িতে ঢোকার আগেই দোতলার বারান্দা থেকে কটু কথা বলতে শুরু করেন টুলুবালা আর তাঁর ছেলে। এরপর গেট খুলে ঢুকলে অভিযুক্তরা নীচে নেমে এসে ধাক্কাধাক্কি করতে থাকেন। ঝামেলা এড়াতে দুই কর্মী ঘটনাস্থল থেকে ফিরে আসেন। সুপারভাইজারকে সবটা জানান। সুপারভাইজার জানান ভিসিএমও-কে।

এদিন সকালে ভিসিএমও সুপারভাইজার এবং বাকি কর্মীদের নিয়ে ফের ওই বাড়িতে আসেন। ডাকাডাকি করলে প্রথমে টুলুবালার ছেলে নেমে আসেন। গালিগালাজ শুরু করেন অভিযুক্ত তরুণ। মহিলা পুরকর্মীদের গায়ে হাত দেওয়া। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। এক মহিলা কর্মীকে চড় মারতে উদ্যত হন সেই তরুণ। তখন ভিসিএমও অংশুমান দত্ত বাধা দিলে তাঁর ওপরে চড়াও হওয়ার চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি নাগালের বাইরে যেতে থাকলে ফিরে আসেন পুর কর্মী-আধিকারিকরা। বরো চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে নালিশ জানান। তিনি লিখিত দিতে বলেন। অভিযোগকারীরা সেইমতো দেন। সেটাই বরো অফিস থেকে পাঠানো হয় স্বাস্থ্য দপ্তরে। অভিযুক্ত পরিবারের কেউ এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করতে চাননি।

ঊষা নামে সেই মহিলা কর্মীর কথায়, 'আমরা বাড়িতে না ঢুকতেই গালিগালাজ শুরু করেছিল ছেলেটা। নীচে নামার পর মারতে এগিয়ে আসে। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি।' তাঁর প্রশ্ন, 'কাজ করব কীভাবে?'

শিলিগুড়িতে প্রস্তুতি বৈঠক, নিরাপত্তায় জোর

এসএসসি পরীক্ষা উত্তরের ২১৩ কেন্দ্রে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : নয় বছর পর শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নিতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সফল পরীক্ষা আয়োজনে খামতি রাখতে চাইছে না নিয়োগ দুর্নীতিতে জর্জরিত এসএসসি। শিলিগুড়িতে পরীক্ষার প্রস্তুতি বৈঠক হল বৃহস্পতিবার। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নর্দার্ন রিজিওনের চেয়ারম্যান পিয়াল বসু রায়, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অওধ সিংহল, শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক সহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রতিনিধিরা। এদিন দুটো বৈঠক হয়েছে। প্রথমটি হয় ভেনু ইনচার্জদের নিয়ে। দ্বিতীয় বৈঠকে ছিলেন অবজার্ভাররা। নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক পদের জন্য পরীক্ষা হবে ৭ সেপ্টেম্বর। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য ১৪ সেপ্টেম্বর। ৭ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গের ২১৩টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। ১৪ তারিখে সেই কেন্দ্রগুলোর মধ্য থেকে ১৫১টিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে। নর্দার্ন রিজিওনে এক লক্ষেরও বেশি চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষায় বসবেন। শিলিগুড়িতে মোট পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে ১৬টি।

যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে, সেখানেই পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরমধ্যে কোথাও আরও ক্যামেরা লাগানো প্রয়োজন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরীক্ষার দিন পুলিশি নজরদারি থাকবে সর্বত্র। প্রতিটি পরীক্ষার্থীকে কেন্দ্রে ঢোকানোর আগে স্ক্যান করা হবে। এদিন যখন শিলিগুড়িতে বৈঠক চলছিল, তখন সুপ্রিম কোর্ট নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় 'টেন্টেড'দের তালিকা প্রকাশের জন্য সাতদিনের সময়সীমা বেঁধে দেয়। এরপরই সংশয় তৈরি হয়, পরীক্ষা আদৌ সঠিক সময়ে হবে কি না।

তবে পিয়ালের যুক্তি, 'বিষয়টি কেন্দ্রীয়ভাবে দেখা হচ্ছে। আমরা আশাবাদী, পরীক্ষা হবে।'

> প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা থাকছে প্রতিটি কেন্দ্রে। থাকবে মেডিকেল টিম, কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। চাকরিপ্রার্থীদের যাতায়াতে যেন কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারা দফায় দফায় বৈঠক করছেন। সেখানে আমরাও থাকছি।
>
> **পিয়াল বসু রায়**
> *চেয়ারম্যান, নর্দার্ন রিজিওন এসএসসি*

পরীক্ষা নিয়ে বৈঠক। শিলিগুড়িতে।

বাঙালির সম্মান

কিভ, ২৮ অগাস্ট : ইউক্রেনে বাঙালির সম্মান। সেদেশের 'অর্ডার অফ মেরিট' সম্মান দেওয়া হল কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী মৃদুলা ঘোষকে। তিনি ইউক্রেনের রাজধানী কিভের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের অধ্যাপক। মানবাধিকার কর্মী, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিক হিসেবেও তাঁর পরিচিতি আছে। ইউক্রেনের ৩৪তম স্বাধীনতা দিবসের উদযাপন অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার ওই সম্মান মৃদুলার হাতে তুলে দেন সেদেশের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। ইউক্রেনের মহাকবি তারাস শেভচেঙ্কোর কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন মৃদুলা। এই সংকলনটি সম্প্রতি প্রকাশ করেছে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি প্রেস। মৃদুলা ইস্ট ইউরোপিয়ান ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটেরও চেয়ারপার্সন।

'অশালীন' বাপি

জলপাইগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : পার্টি অফিসে ও দলীয় কর্মসূচিতে দলের কর্মীদের লাথি মেরে আগেই বিতর্কে জড়িয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী। এবার বিডিও (সদর) -কে ডেপুটেশন দিতে গিয়ে তাঁকে 'তৃণমূলের পোষা কুকুর' বলে মন্তব্য করলেন তিনি। ওই বিডিও পুলিশের থেকেও বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত ও তৃণমূলের দালাল বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। এদিন বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দিতে এসেছিলেন বিজেপি কর্মীরা। তাঁদের অফিসে না ঢুকতে দেওয়ায় বাপি একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করতে থাকেন।

স্কুলে ঢুকে

প্রথম পাতার পর

পুলকের দাবি, 'অন্য শিক্ষকরা প্রতিবাদ করলেও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক চুপ করে বসেছিলেন। বহিরাগতরা তাঁকে চেনে বলে বারবার দাবি করছিল। এতকিছুর পরেও কেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক চুপ করে রইলেন, জানি না। হয়তো তিনি ঘটনাটিকে ধামাচাপা দিতে চাইছেন। সবাই এই ঘটনায় ভীত।'

ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিলিগুড়ির ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার সম্পা নন্দী। স্কুলে ঢুকে চাঁদার জন্য জুলুমবাজির প্রতিবাদ করেছেন তিনি। ঘটনার সময় সম্পা স্কুলেই ছিলেন। তাঁর কথায়, 'পুজো হোক, আমরাও চাই। কিন্তু স্কুল চলাকালীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকে জুলুমবাজি ঠিক কাজ নয়। সমাজের কাছে ভুল বার্তা যায়। বহিরাগতরা এভাবে ঢুকলে ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কিত হতে পারে। শিক্ষা দপ্তরের নজর দেওয়া উচিত।'

এদিকে, বিদ্যালয়ে ঢুকে শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার বা হাজিরার খাতা খুলে দেখার অভিযোগ প্রথমে মানতে চাননি ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুজন রায়। পরে অবশ্য বলেন, 'চাঁদা লাগবে, সেটা ওরা বলেছে। চাঁদা চাইতে যারা এসেছিল, তারা বলছিল শিক্ষকরা নাকি দেরি করে আসেন। তখন হাজিরার খাতা দেখিয়ে দিই। স্কুলের সামনে পুজোটা হচ্ছে। আমি বিষয়টি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শককে জানাব।'

যদিও এদিন রাত পর্যন্ত বিদ্যালয়ের তরফে তাঁকে কিছু জানানো হয়নি বলে দাবি জলপাইগুড়ি শিক্ষা জেলার রাজগঞ্জ সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শুভ্রজ্যোতি বর্মনের। তাঁর আশ্বাস, 'স্কুলে শিক্ষকদের যদি কোনও ধরনের সমস্যা হয়, তবে সেটা আমাকে দেখতে হবে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।'

প্রকাশে ৭ দিন সময়

প্রথম পাতার পর

'ওরা জানে যাদের থেকে টাকা নিয়েছে, তাদের নাম বেরিয়ে গেলে বিপদ।'

এসএসসি'র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বৃহস্পতিবার আদালতে প্রথমে বলেছিলেন, অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা হয়ে গিয়েছে। পরে অবশ্য ওই তথ্য দেওয়ার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। কিন্তু বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মা বলেন, 'অবস্থান বদল করলেন। ভুল স্বীকার করলেন। আমরা কিন্তু আপনাদের বিশ্বাস করেছিলাম।'

এরপর অবশ্য সাতদিন সময় পেলে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা যাবে বলে কল্যাণ মন্তব্য করেন। আদালত সেই মন্তব্যকে নথিভুক্ত করে নির্দেশ দেয়। যদিও নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে জটিলতার আশঙ্কা থেকে যাওয়ায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, 'রাজ্য সরকার ভাতায় বিশ্বাসী, চাকরিতে নয়।' বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'সরকার বিষয়টিকে দেরি করাচ্ছে। যে আধিকারিকরা যুক্ত রয়েছেন তাঁদের না ধরলে দুর্নীতি চলতেই থাকবে।'

যোগ্য বলে চিহ্নিত আন্দোলনকারী শিক্ষকদের অন্যতম মুখ মেহবুব মণ্ডল বলেন, 'আমরা বারবার সিবিআই রিপোর্ট মেনে অযোগ্যদের তালিকা দেওয়ার দাবি করছি। আজ আদালত সেটা মেনে নিল। কিন্তু আমাদের চাকরি ফিরিয়ে দিচ্ছে না।'

সতর্কতা মমতার

প্রথম পাতার পর

তা আবারও স্পষ্ট করেছেন ওই ছাত্র সমাবেশে।

মমতার ভাষায়, 'আমি বেঁচে থাকতে একজন বাঙালির নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে দেব না।' পরিকল্পিতভাবে বাঙালিদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ করে একই মঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়োজনে নয়াদিল্লিতে গিয়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, 'আগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাররা সরকার নির্বাচন করতেন। এখন বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার ভোটারদের বেছে নিচ্ছে। এভাবে পিছন দরজা দিয়ে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছে।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, 'আসলে এসআইআর-কে ভয় পাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। অশনিসংকেত দেখছেন। কারণ, উনি জানেন এই কমিশন আগের কমিশনের মতো নয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর থেকে একই ফাটা রেকর্ড বাজিয়ে চলেছেন। আগে উনি ভয় দেখিয়ে, ধমকে, চমকে এসব হাসিল করতেন। এবার কালীগঞ্জের নির্বাচনের ফল থেকে শুরু করে সম্প্রতি চারজন সরকারি আধিকারিককে কমিশন সাসপেন্ড করায় উনি ভীত, আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত।'

বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন শুরু হওয়ার সময় থেকে তৃণমূল নেত্রী ক্ষুব্ধ। বাংলাতেও কমিশনকে দিয়ে বিজেপি ভোটার তালিকা সংশোধন করাচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। তাঁর বক্তব্য, এভাবে বাংলায় ক্ষমতা দখলের ছক কষছে বিজেপি। কিন্তু বৃহস্পতিবার তিনি বোঝালেন, সে গুড়ে বালি। মমতার কথায়, 'বাংলার মানুষ জানেন তৃণমূল মানুষের আশীর্বাদে তৈরি। আমরা কখনও লড়াই ছেড়ে দিইনি, দিতে পারবও না। বাংলার মানুষ যা পারে, অন্যরা পারে না। তাই আগামী নির্বাচনে আসন আরও বাড়বে।'

'ভোটের ময়দানে চক্রান্ত নয়, মানুষের সমর্থনই শেষ কথা' বলে কার্যত বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি বলেন, 'গায়ের জোরে সব হয় না। আমাদেরও ভাণ্ডারা আছে। যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আছে, তেমনই আপনাদের দুর্নীতির ভাণ্ডারা আছে।' 'সব খুলে দেব, ফাঁস করে দেব' বলে কার্যত আস্ফালন করতে শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। বাংলার মানুষকে বুথে গিয়ে ভোটার তালিকায় নাম আছে কি না, যাচাই করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, 'আধার কার্ড করে রাখবেন। কারণ, ওরা ফন্দিফিকির করে নাম কেটে দিতে পারে।' বিজেপির উদ্দেশে মমতার বক্তব্য, 'ললিপপ দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখছেন। ললিপপ সরকারের ললিপপবাবু আইএএস, আইপিএসদের চালাচ্ছেন। আপনাদের জোরজুলুম কেউ মানছেন না, মানবেনও না। বিনা যুদ্ধে তৃণমূল এক ইঞ্চি জমি ছাড়েনি, ছাড়বেও না।'

শূন্যতা ভিড় করে কতদিন

প্রথম পাতার পর

ভাইরা যেখানে দাদাকেও মানে না। জমির মাফিয়া অনেকে। অনেকে দাদাগিরি ও দুর্নীতির খনি।

উত্তরবঙ্গে বিজেপিরও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রয়েছেন। আগের নিশীথ প্রামাণিক এবং জন বারলার মতো সুকান্ত মজুমদারও এমন কিছু করলেন না, যার জন্য তাঁকে মনে রাখতে হবে। নম্বর বাড়াতে হবে। সুকান্ত অনুরাগীরা বালুরঘাটের জন্য দুটো বরাদ্দ ট্রেন ও স্টেশন সংস্কারের কথা বলবেন। অথচ খেয়াল করে দেখুন, দুটোর একটাও বাড়তি ট্রেন নয়। এবং স্টেশন সংস্কার এখন সব জায়গাতেই অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের মধ্যে পড়ে।

গৌড় লিংক এক্সপ্রেস আর ফরাক্কা এক্সপ্রেস, মালদা থেকেই চলত আগে। দ্বিতীয়টিকে জোর করে অন্য নামে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বালুরঘাটে এবং স্বাভাবিক কারণেই মালদার লোকেরা ক্ষুব্ধ। গৌড় লিংকও বন্ধ। এটা উন্নয়ন নয়, দাদাগিরির উদাহরণ। এখানে মাছের তেলে মাছ ভাজার চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন সুকান্ত।

বরং জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়কে কৃতিত্ব দিতে হবে একেবারে মাঝের স্টেশন জলপাইগুড়ি রোড থেকে কলকাতা যাওয়ার আলাদা ব্যবস্থা করায়। যা সাধারণত হয়ই না। প্রশ্ন অবশ্য এখানেও আছে। রোড স্টেশনে রেক রাখার ব্যবস্থা না হওয়ায় ট্রেন প্রতিবার নিয়ে যেতে হয় নিউ কোচবিহার। এক ঘণ্টা দূরে। তাহলে তো ট্রেনটা সেখান থেকেই ছাড়তে পারত! সাংসদের ইগো সন্তুষ্ট করতেই একটা ট্রেন? অথচ কথায় কথায় মাঝের স্টেশনে স্টপ বন্ধ করতে খরচ বাড়ার হিসেব দেয় রেল!

তাছাড়া শুধু ট্রেন বাড়ালেই কি কাজ শেষ? কেন্দ্রের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের শিক্ষায় কি নতুন মাত্রা দিতে পারলেন? কিছুই নয়, কিছুই নয়! রাজ্যের মন্ত্রীরাও ততটাই ব্যর্থ। সংসদে বা বিধানসভায় মনে রাখার মতো বক্তৃতা নেই উত্তরের সাংসদ-বিধায়কদের।

মালদার তজমুল-সাবিনার মতো দুই দিনাজপুরের দুই মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র-সত্যজিৎ বর্মন কাজকর্মে ডাহা ফেল। এঁরা জেলার কথাও ভাবেননি, উত্তরবঙ্গেরও নয়। নিজস্ব ভাবনাও নেই যে মাথা খাটিয়ে ভাববেন, রাস্তা এবং রেলের বাইরে কী নতুন ভাবা যায়! গ্রামে স্থানীয় পথঘাট এবং বিদ্যুৎ-- এই দুটো কাজে মমতা সরকার অনেকটা সফল অবশ্য। বাম জমানায় দুটো দিকে এত নজর ছিল না।

বিজেপির দুই বিধায়ক শংকর ঘোষ ও মনোজ টিগ্গা বিধানসভায় দলের বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। তাঁদের পারফরমেন্স? কেন্দ্রে দরবারের বদলে এঁরা নজর কেড়েছেন গোষ্ঠী রাজনীতি ও আত্মপ্রচারে। তৃণমূলের বিধায়কদের মতোই শংকর-মনোজের কেন্দ্রের ভোটাররা প্রশ্ন তুলতে পারেন, আপনি আমাদের জন্য করলেন কী? মাস ছয় আগেও এঁদের যা পারফরমেন্স ছিল, আজও তাই। উত্তরবঙ্গে একজন সাংসদ বা বিধায়ককে দেখিনি, যাঁদের কাজ নিয়ে ধন্য ধন্য করতে হবে।

ঢাকঢোল পিটিয়ে বিজেপি যে নগেন রায়কে সাংসদ করল, তাঁর কাজটা কী কেউ জানল না। শুধু ভালো দিক হল, মহারাজ পদবিটা নগেনের গা থেকে খসে পড়েছে। জনতা বুঝেছে, নগেনও সুযোগসন্ধানী রক্তমাংসের নেতা। মহারাজ টহারাজ কিছুই নয়।

তাহলে এই যে ভোট আসছে, এবার বড় দুই পার্টির নেতারা কী দেখাবেন? বাংলায় সিপিএম-কংগ্রেস এখন নেতাদের দৌলতে ছোট পার্টি। কলকাতা ময়দানের এরিয়ান বা খিদিরপুর ক্লাবের মতো। তাদের ভেবে লাভ নেই।

উত্তরবঙ্গের নেতা-মন্ত্রী-সাংসদ-বিধায়কদের কাজকর্ম দেখে দুটো তিনটে প্রশ্ন জাগে মনে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোট পাওয়ার জন্য তাঁরা বলবেন কী? বলার কী আছে? এক, বিজেপির বিধায়করা অবশ্যই বিচ্ছিন্নতার তাস খেলবেন আবার! আবার জাবর কাটার মতো বলবেন, উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত, উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত! পদ্ম প্রার্থীরা তাকিয়ে থাকবেন আরএসএস-এর সংগঠন এবং গোপন কাজকর্মের দিকে! তাদের সাংগঠনিক কাজ যদি উতরে দেয় আবার! তাকিয়ে থাকবেন নরেন্দ্র মোদির সভার দিকে। যদি হিন্দুত্ব উসকে দিয়ে আবার কিছু ভোট মেলে! সঙ্গে সুযোগসন্ধানী বাম সমর্থকদের টানা যায়।

তৃণমূলের প্রার্থীরা যথারীতি তাকিয়ে থাকবেন আদি এবং অকৃত্রিম দিদির দিকে। পারলে দিদিই বাঁচাবেন। গত ১৫ বছর ধরে যা নিয়ম। সেই ঘুরেফিরে আসবে বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের ওপর নির্যাতনের ছবি, বাংলা ভাষার অপমান।

একটা ব্যাপার স্পষ্ট, উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক কোনও ইস্যু তৈরি করতে পারেনি পদ্ম এবং ঘাসফুলের নেতারা। এঁরা সত্যিই ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া নেতা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোথাও সোচ্চারও হতে পারেননি সেভাবে।

তপন সিংহের বিখ্যাত 'আপনজন' ছবিতে দুই পার্টির নেতার ভূমিকায় ছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। দুজনেই মস্তান অনুগামী স্বরূপ দত্ত-শমিত ভঞ্জকে বলতেন, হিংসার কোনও আশ্রয় নিও না! বাস্তবে হত উলটো। সেই ছবিতে নেতা ভানু-রবির সংলাপগুলো এতদিন পরেও খেটে যায় দিব্যি।

বাংলাতে, ভারতেও। সেখানে নেতা রবি ঘোষের একটা সংলাপ ছিল, 'জনসাধারণ আবার ভাববে কী? এত ভাবতে শেখাল কে? ডোন্ট অ্যালাও দেম টু থিংক। তাদের হয়ে আমরাই ভাবব। সবাই যদি ভাবতে শুরু করে, তা হলে তো বড় ভাবনার কথা।'

১৯৬৮ সালের সিনেমা। কত যুগ হয়ে গেল, ৫৭ বছর!

হায়, এই সংলাপগুলো আজ, এতদিন পরেও প্রাসঙ্গিক, অমর। বঙ্গে, ভারতেও। সত্যিই তো, জনসাধারণ আবার ভাববে কী?

বারবার হার

প্রথম পাতার পর

বৈঠকে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, আইপ্যাকের এই জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত টিমও উপস্থিত থাকবে বলে জানা গিয়েছে। বৈঠকে যোগ দিতে কোর কমিটির একাধিক সদস্য কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন। বাকিরা শুক্রবার কলকাতায় যাচ্ছেন। অন্য জেলার মতো দার্জিলিং (সমতল) জেলার ক্ষেত্রেও আইপ্যাক গত বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে পুরনিগমের ওয়ার্ডভিত্তিক ফলাফল এবং মহকুমার বাকি বিধানসভাগুলির ফলাফল, নেতা-নেত্রীদের এলাকায় ভোটের ফল সহ বিভিন্ন তথ্য নথিভুক্ত করেছে। সেগুলি বৈঠকে তুলে ধরেই অভিষেক আগামী নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দেবেন বলে কোর কমিটির একাধিক সদস্য মনে করছেন। তবে, তৃণমূলের একটি সূত্র বলছে, রাজবংশী ভাবাবেগের কথা মাথায় রেখে কোর কমিটিতে একজন রাজবংশী ভাষাভাষী নেতাকে নেওয়ার দাবি জানানো হতে পারে। এই বৈঠকের এক সপ্তাহের মধ্যেই জেলায় সমস্ত কমিটি গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে।

তিন জইশ জঙ্গি

প্রথম পাতার পর

জঙ্গিরা অগাস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান থেকে নেপালের কাঠমান্ডুতে পৌঁছোয়। তারপর সড়কপথেই তারা বিহারে ঢুকেছে। পহলগ্রাম হামলার প্রতিশোধ নিতে বহওয়ালপুরে পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের ঘাঁটিতে পরপর হামলা চালিয়েছিল ভারতীয় সেনা। জইশের সদর দপ্তর 'জামিয়া মসজিদ শুভান আল্লাহ' ক্যাম্পাসেও হামলা চালানো হয়। অপারেশন সিঁদুরের সেই আঘাতের পর জইশের সংগঠন দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। যে বহওয়ালপুরের ঘাঁটি গুড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা সেখান থেকেই জঙ্গিরা বড় কোনও নাশকতার উদ্দেশ্যেই চিকেন নেক লাগোয়া এলাকায় ঢুকেছে বলেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা কর্তাদের কেউ কেউ মনে করছেন। ইতিমধ্যেই তিন জঙ্গির ছবি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। জঙ্গিদের তথ্য দিতে পারলে নগদ পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে কিশনগঞ্জে নেপাল সীমান্তের টেরাগছ, দীঘলব্যাংক, গর্বনডাঙ্গা ও ঠাকুরগঞ্জ এলাকায় পুলিশ ও এসএসবির বিশেষ টহলদারি শুরু হয়েছে। বিহার থেকে জঙ্গিরা কিশনগঞ্জ হয়ে উত্তর দিনাজপুরের দেবীগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে পারে বলেও গোয়েন্দাদের কাছে খবর পৌঁছেছে। সেইমতো কড়া পদক্ষেপ করেছে বিএসএফও। বিএসএফের একটি বিশেষ প্রশিক্ষিত দল ইতিমধ্যেই দেবীগঞ্জে মোতায়েন করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যে জঙ্গি হামলার সতর্কবার্তা জারির পর, বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধির বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রার সুরক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছে। বেশকিছু জায়গায় তাঁর কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিল্লি থেকে গোয়েন্দাদের তিনটি বিশেষ দল বিহারে পৌঁছেছে। সেই গোয়েন্দাদের সূত্রের খবর, স্লিপার সেলের সঙ্গে নাশকতার পরিকল্পনা করতে তিন জঙ্গিকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিন জঙ্গি নেপাল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমে কয়েকটি বৈঠক করার ছক করেছে। বাংলাদেশ ও নেপালের গোপন ঘাঁটি থেকেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চাইছে তারা।

প্রত্যাবর্তনে হতাশ করলেন সামি

বেঙ্গালুরু, ২৮ অগাস্ট : ওজন কমিয়েছেন। শরীর আগের তুলনায় ছিপছিপে হয়েছে। বেশ কয়েক মাস পর মাঠে বল হাতে বাইশ গজের দিকে 'নয়া' দৌড় শুরু করা মহম্মদ সামিকে নিয়ে ছিল ভারতীয় ক্রিকেটমহলের কড়া নজর।

আজই শুরু হওয়া দলীপ ট্রফির প্রথম দিনের শেষে পূর্বাঞ্চলের হয়ে বল হাতে হতাশ করেছেন সামি। সারাদিনে ১৭ ওভার বল করে ৫৫ রান দিয়ে নিয়েছেন মাত্র একটি উইকেট। এক উইকেট পাওয়ার চেয়েও সামির জন্য দুশ্চিন্তা হিসেবে সামনে এসেছে, ছন্দহীন, এলোমেলো বোলিং। সামির বলে তেমন সুইংয়েরও দেখা মেলেনি। সারাদিনে বেশ কয়েকটি স্পেল করেছেন তিনি। কিন্তু অতীতের সামিকে বেঙ্গালুরুর মেঘলা আকাশের নীচে খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রত্যাবর্তনকারী সামিকে নিয়ে সর্বভারতীয় ক্রিকেটে আগ্রহের মাঝেই পূর্বাঞ্চলের হয়ে বল হাতে বাংলার মুকেশ কুমারও হতাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, বোলিংয়ের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। দুই দফায় মোট ১১.৫ ওভারের পর মুকেশকে বল হাতে আর দেখা যায়নি।

উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে দলীপ অভিযান শুরুর সকালেই ধাক্কা খেয়েছিল পূর্বাঞ্চল। গতরাত থেকে ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কারণে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ খেলতে পারেননি। তাঁর বদলে পূর্বাঞ্চলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন রিয়ান পরাগ। সামি-মুকেশদের ব্যর্থতার সুবাদে দলীপে প্রথম দিনের শেষে টসে হেরে ব্যাট করতে নামা উত্তরাঞ্চলের সংগ্রহ ৩০৮/৬। শুভমান গিলের পরিবর্তে উত্তরাঞ্চলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন অঙ্কিত কুমার। উত্তরাঞ্চলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেছেন আয়ুষ বাদোনি (৬৩)। দলীপের অন্য ম্যাচে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে দারুণ শুরু করল মধ্যাঞ্চল। প্রথমে ব্যাটিং করে অধিনায়ক রজত পাতিদার (১২৫) ও দানিশ মালেওয়ালের (অপরাজিত ১৯৮) শতরানের সুবাদে প্রথম দিনের শেষে মধ্যাঞ্চলের সংগ্রহ ৪৩২/২।

এদিকে, বেশ কয়েক মাস পর বল হাতে ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফেরার দিন সামি জানিয়েছেন তাঁর আগামীর লক্ষ্যের কথা। ২০২৩ সালে দেশের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। ফাইনালে পৌঁছানোর পরও ট্রফি জেতা হয়নি ভারতের। সামি এখনও স্বপ্ন দেখেন একদিনের বিশ্বকাপ জয়ের। আগামীদিনে সেই স্বপ্নপূরণ করতে চান তিনি।

দলীপ ট্রফিতে ফিরলেন মহম্মদ সামি। ৫৫ রান খরচ করে পেলেন ১ উইকেট।

মধ্যাঞ্চলকে টানলেন রজত পাতিদার ও দানিশ মালেওয়াল।

শতরান রজত-দানিশের
হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেলেন মুকেশ

ব্রুনোদের হারাল চতুর্থ ডিভিশনের ক্লাব

২৬টি স্পট কিকে হল ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ

লিংকনশায়ার, ২৮ অগাস্ট : উত্তর ইংল্যান্ডের ছোট্ট বন্দর শহর গ্রিমসবি। জনসংখ্যা মাত্র ৮৬,০০০। সেখানেই জন্ম নিল ফুটবলীয় রূপকথার এক অমর কাহিনী। শহরের ক্লাব গ্রিমসবি টাউন সাডেন ডেথে ১২-১১ গোলে হারাল ইংলিশ ফুটবলের জায়েন্ট ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে। তারপর মাঠেই শুরু হয়ে যায় উৎসব। গ্যালারি ছেড়ে মাঠে ঢুকে পড়া সমর্থকরা উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন কোচ-ফুটবলারদের সঙ্গে। প্রথমার্ধে চার্লস ভারনাম ও টাইরেল ওয়ারেনের গোলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় গ্রিমসবি। ৭৫ মিনিটে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের ব্রায়ান এমবিউমো ব্যবধান কমান। ৮৯ মিনিটে সমতা ফেরান হ্যারি ম্যাগুয়ের। এরপর টাইব্রেকার ও সাডেন ডেথ মিলিয়ে দুই দল মারে ১৩টি করে স্পট কিক। ১৩তম কিক ক্রসবারে মারেন লাল ম্যাঞ্চেস্টারের এমবিউমো।

> হারের মধ্যেও কিছু ইতিবাচক দিক থাকে। তবে আজ কিছু বলার নেই। সমর্থকদের জন্য সত্যিই খারাপ লাগছে। সমর্থকদের এটা প্রাপ্য নয়।
>
> **রুবেন অ্যামোরিম**

চতুর্থ ডিভিশনের ক্লাবের বিরুদ্ধে হারের পর প্রশ্ন উঠছে ইউনাইটেড কোচ রুবেন অ্যামোরিমের ট্যাকটিক্স নিয়েও। প্রথম একাদশে ৫ ডিফেন্ডার খেলানোর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করছেন বিশেষজ্ঞরা। ম্যাচের পর হতাশ অ্যামোরিমের মন্তব্য, 'হারের মধ্যেও কিছু ইতিবাচক দিক থাকে। তবে আজ কিছু বলার নেই। সমর্থকদের জন্য সত্যিই খারাপ লাগছে। সমর্থকদের এটা প্রাপ্য নয়।'

অন্যদিকে গ্রিমসবির অন্যতম কর্ণধার জেসন স্টকউড ক্লাবের ইতিহাস তৈরির রাতকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'ক্যামেরার ফ্ল্যাশ আজ প্রিমিয়ার লিগের অভিজাতদের দিকে নয়, আমাদের ছোট্ট বন্দর শহরের দিকে তাক করা। অন্তত একদিন আমাদের নামে হেডলাইন হবে।'

হয়তো ইউনাইটেড একদিন খারাপ সময় কাটিয়ে উঠবে। তবে এই রাত অমর হয়ে থাকবে গ্রিমসবি শহরের ইতিহাসে। হেডলাইন, ক্যামেরার ফ্ল্যাশের বাইরেও এই জয় ফুটবলের।

হারের পর হতাশ রুবেন অ্যামোরিম। (নীচে) স্পট কিক মিস করে মুখ ঢাকলেন ব্রায়ান এমবিউমো।

দাদা ও তাঁর ছেলের সঙ্গে গণেশ চতুর্থী উৎসবে রোহিত শর্মা।

'৪ জুনের ঘটনা সবকিছু বদলে দিয়েছে'

নীরবতা ভেঙে পোস্ট আরসিবি-র

বেঙ্গালুরু, ২৮ অগাস্ট : ১৮ বছর প্রতীক্ষার পর আইপিএল জয়।

যদিও সেই বিজয় উৎসব মর্মান্তিক পদপিষ্টের ঘটনায় বদলে গিয়েছিল শোকে। ১১ জন সমর্থক প্রাণ হারায় ৪ জুনের ঘটনায়। ভিড়ের চাপে পদপিষ্টের ঘটনা নড়িয়ে দিয়েছিল গোটা দেশকে। তারপর থেকে বন্ধ ছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট।

অবশেষে নীরবতা ভেঙে প্রত্যাবর্তন। মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে সমাজমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দিল বিরাট কোহলির আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি। জানাল, ৪ জুন (দুর্ঘটনার দিন) সবকিছু বদলে দিয়েছে। সমর্থকদের প্রতি শোক জানাতে দীর্ঘ তিন মাস নীরব থাকা।

সমর্থকদের দলের 'দ্বাদশ আর্মি' আখ্যা দিয়ে আরসিবি-র তরফে পোস্টে লেখা হয়েছে, 'বরাবর এই অ্যাকাউন্ট থেকে সমর্থকদের সঙ্গে আনন্দ, সুখস্মৃতি ভাগ করে নেওয়া হয়। সকলে আমরা উপভোগ করি। ৪ জুন যদিও সবকিছু বদলে দিয়েছে। আমাদের হৃদয় ভেঙে দিয়েছে ওই দিনটা। তিন মাস নীরব ছিল এই অ্যাকাউন্ট। এই নীরবতা অনুপস্থিতির জন্য নয়, শোকের জন্য। সেই শোক, ধাক্কা সামলে নেওয়ার জন্য।'

৩ জুন পাঞ্জাব কিংসকে হারিয়ে প্রথমবার আইপিএল জয়ের স্বাদ পায় আরসিবি। পরের দিনই বেঙ্গালুরুতে দলকে সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত। বিরাটদের সংবর্ধনা জানাতে উপচে পড়া ভিড় সামলাতে পারেনি স্থানীয় প্রশাসন। ঘটনার জেরে চিন্নাস্বামীতে বড় কোনও ইভেন্ট আয়োজনে নিষেধাজ্ঞাও জারি। সরানো হয়েছে মহিলা বিশ্বকাপের সমস্ত ম্যাচ।

এহেন পরিস্থিতিতে আরসিবি এদিন তাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ফের সক্রিয় করে আরও লিখেছে, 'দীর্ঘ এই নীরবতার মাধ্যমে আমরা শোকপালন করেছি। ধীরে ধীরে এমন কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি, যা শুধু প্রতিক্রিয়া নয়, আমরা বিশ্বাসও করি। জীবন পেয়েছে 'আরসিবি কেয়ার্স'। যে মঞ্চ থাকবে শুধু সমর্থকদের জন্য। আজ আমাদের আবার প্রত্যাবর্তন ঘটল। উচ্ছ্বাস নয়, যত্নই যেখানে অগ্রাধিকার পাবে। লক্ষ্য আপনাদের পাশে দাঁড়ানো, একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া।'

শেষ আটে সাত্ত্বিক-চিরাগ
৪ বছর পর কোয়ার্টারে সিন্ধু

প্যারিস, ২৮ অগাস্ট : চলতি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ছুটছেন টুর্নামেন্টে পাঁচটি পদকের মালিক পিভি সিন্ধু। বৃহস্পতিবার বিশ্বের ২ নম্বর ওয়াং ঝিয়ি-কে হারিয়ে তিনি কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছালেন। ২০২১ সালের পর প্রথমবার শেষ আটে ওঠার পথে সিন্ধুর পক্ষে স্কোরলাইন ২১-১৭, ২১-১৫। কোয়ার্টার ফাইনালে সিন্ধুর প্রতিপক্ষ ইন্দোনেশিয়ার পুত্রি কুসুমা ওয়ারদানি।

২০১৯ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন সিন্ধু। এবারের আসরে সেই চেনা আগ্রাসন দেখাচ্ছেন তিনি। এদিনও আক্রমণাত্মক ব্যাডমিন্টনে চিনের ওয়াংয়ের চ্যালেঞ্জ সামলালেন সিন্ধু।

কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টিও। এদিন প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তারা পিছিয়ে পড়েও ১৯-২১, ২১-১৫, ২১-১৭ পয়েন্টে লিয়ান কেং-ওয়াং চ্যাংকে হারিয়েছেন।

অন্যদিকে, মিক্সড ডাবলসে স্বপ্নের ফর্ম অব্যাহত ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টোর। তাঁরা ১৯-২১, ২১-১২, ২১-১৫ পয়েন্টে পঞ্চম বাছাই হংকংয়ের তাং চুন মান-সে ইং সুয়েটকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর পিভি সিন্ধু।

'বিরাটের মতো কেউ যখন বলে, গর্ব হয়'
অবসরের কারণ জানালেন পূজারা

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : ইচ্ছে ছিল ভারতীয় টেস্ট দলে ফেরার।

যদিও সাধ পূরণ না হওয়ার অতৃপ্তি নিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন। প্রথম ভালোবাসা ক্রিকেট নিয়ে যে বড় পদক্ষেপের নেপথ্য কারণটা এদিন প্রকাশ্যে আনলেন চেতেশ্বর পূজারা।

পূজারা বলেছেন, 'ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরের সময় আমি কমেন্ট্রির দায়িত্ব নিয়ে ওখানেই ছিলাম। তখনও আসন্ন মরশুমে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর ভাবনায় বদল। রনজি ট্রফির প্রস্তুতির আগে পরিবার, বন্ধু, সতীর্থদের সঙ্গে কথা বলি। মন বলছিল, আরও এক বছর খেলা মানে দলে একটা জায়গা আটকে রাখা। যা চাইছিলাম না।'

কমেন্ট্রি বক্সেও ধারাভাষ্যকারের নতুন ইনিংসেও নজর কাড়েন পূজারা। ক্রিকেটের সঙ্গে যা চালিয়ে যাওয়া কঠিনও হত। সেটাও ভাবিয়েছে। পূজারার কথায়, সৌরাষ্ট্রের হয়ে পুরো মরশুম খেলতে পারবেন কি না, নিশ্চিত ছিলেন না। তাই অযথা সৌরাষ্ট্র দলে একটা জায়গা আটকে রাখার বদলে নতুন প্রজন্মের হাতে ব্যাটন তুলে দেওয়াকে সঠিক মনে করেন। সেই ভাবনার ফসল সব ধরনের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানো।

বিদায়বেলায় বিরাট কোহলির শুভেচ্ছাবার্তা নিয়েও আবেগতাড়িত পূজারা। কোহলি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, 'চার নম্বরে আমার কাজ সহজ করে দেওয়ার জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ পুজি (পূজারার ডাকনাম)।' যে প্রসঙ্গে চেতেশ্বর পূজারা বলেছেন, 'বিরাটের থেকে এমন প্রশংসা বড় প্রাপ্তি। ও গ্রেট ক্রিকেটার। আর যখন বিরাটের মতো কেউ বলে, আমি তাঁর কাজ সহজ করে দিয়েছি, আমার জন্য তা গর্বের। আসলে টপ অর্ডার ব্যাটার হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল পরবর্তী ব্যাটারদের জন্য মঞ্চও তৈরি করে দেওয়া, যাতে ওদের কাজ সহজ হয়। সেটাই করে গিয়েছি।'

গত ২ বছর জাতীয় দলে ডাক পাননি পূজারা। যদিও বাস্তব হল, এই সময়ে তিন নম্বর পজিশনে পূজারার যোগ্য উত্তরসূরি পাওয়া যায়নি। বেশ কয়েকজনকে ব্যবহার করেও সুফল মেলেনি। পূজারা যদিও আত্মবিশ্বাসী নতুনদের নিয়ে। বলেছেন, 'দলে একঝাঁক তরুণ প্রতিভা রয়েছে। সাই বি সাই সুদর্শন ভালো শুরু করেছে। ওর ব্যাটিংয়ে রসদ রয়েছে। করুণ নায়ারও হাফ সেঞ্চুরি করেছে তিন নম্বরে নেমে। দুজনকে নিয়েই আশা দেখা যায়।'

> ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরের সময় আমি কমেন্ট্রির দায়িত্ব নিয়ে ওখানেই ছিলাম। তখনও আসন্ন মরশুমে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর ভাবনায় বদল। রনজি ট্রফির প্রস্তুতির আগে পরিবার, বন্ধু, সতীর্থদের সঙ্গে কথা বলি। মন বলছিল, আরও এক বছর খেলা মানে দলে একটা জায়গা আটকে রাখা। যা চাইছিলাম না।
>
> **চেতেশ্বর পূজারা**

দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে অভিষেক বীরু-পুত্রের
বুমরাহ সহ তিন গেমচেঞ্জার বাছলেন শেহবাগ

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : ৯ সেপ্টেম্বর শুরু এশিয়া কাপে ভারতীয় দলকে ফেভারিট ধরেছেন। আত্মবিশ্বাসী, পাকিস্তান সহ বাকি দলগুলির পক্ষে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়াকে আটকানো মুশকিল। এদিন ভারতীয় দলের লক্ষ্যপূরণে তিন গেমচেঞ্জারও বেছে নিলেন বীরেন্দ্র শেহবাগ।

অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব নয়, জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে শেহবাগের তালিকায় রয়েছেন তরুণ বিস্ফোরক ব্যাটার অভিষেক শর্মা ও রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। এক প্রশ্নের জবাবে শেহবাগ বলেছেন, 'আমার ধারণা অভিষেক শর্মা গেমচেঞ্জার হবে। বুমরাহ তো সবসময় গেমচেঞ্জার। এছাড়া রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর কথা বলব। গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে প্রভাবিত করেছিল। টি২০ ফর্ম্যাটেও বরুণ অত্যন্ত সফল।'

শেহবাগের মতে, একক দক্ষতায় বুমরাহ, অভিষেক, বরুণরা ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা রাখে। বিশ্বাস, এশীয় যুদ্ধে এই ত্রয়ী ভারতীয় দলের গেমচেঞ্জার হয়ে উঠবে। বুমরাহ এখনও পর্যন্ত ৭০টি টি২০ ম্যাচ খেলে ৮৯টি উইকেট নিয়েছেন। বোলিং গড় ১৮-র কম। অভিষেকের সংগ্রহ ১৭ ম্যাচে ৫৩৫ রান। রয়েছে দুটো শতরানও। সবকিছু ছাপিয়ে ১৯৩ প্লাস স্ট্রাইক রেট। বরুণের পকেটে ১৫টি টি২০ ম্যাচে ৩৩ শিকার।

এদিকে, দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে (ডিপিএল) আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে শেহবাগের সতেরো বছর বয়সি পুত্র আর্যবীর। প্রিমিয়ার লিগে অভিষেকেই নজর কেড়েছেন বাবার মতো আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে। সেন্ট্রাল দিল্লি কিংসের হয়ে খেলতে নামেন যশ ধুলের (দলীপ ট্রফির উত্তরাঞ্চল দলে রয়েছেন) পরিবর্তে। প্রথম ঝলকেই ব্লকবাস্টার ব্যাটিং। ইস্ট দিল্লি রাইডার্সের বিরুদ্ধে ১৬ বলে ২২ রানের ছোট্ট ক্যামিও উসকে দেন ব্যাটার বীরেন্দ্র শেহবাগের স্মৃতি। শেষপর্যন্ত ম্যাচও জেতে আর্যবীরের দল।

ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে আর্যবীর বলেছেন, 'গত ম্যাচের পরই জানতাম, এই ম্যাচে খেলব। জন্টি (সিধু) ভাই আমাকে বলে দিয়েছিল। শুরুর কয়েকটা বাউন্ডারি আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। তবে ইনিংসটা আরও লম্বা করতে পারলে ভালো লাগত। পরেরবার সেটাই চেষ্টা করব।' বছর সতেরোর আর্যবীর আরও জানান, বাবার পরামর্শও শুনবেন এবং তা মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে অভিষেক ম্যাচে নজর কাড়লেন বীরেন্দ্র শেহবাগের ছেলে আর্যবীর।

মেসির গোলে ফাইনালে মায়ামি

লডারডেল, ২৮ অগাস্ট : তিনি এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন। তিনি সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে খেলতে পারেননি শেষ দুই ম্যাচ। তবে বুধবার রাতে মাঠে ফিরেই দেখালেন মেসি-ম্যাজিক। জোড়া গোল করে দলকে লিগস কাপের ফাইনালে তুললেন।

লিগস কাপের সেমিফাইনালে মায়ামি ৩-১ গোলে হারাল অরল্যান্ডো সিটিকে। মায়ামির অন্য গোলটি টেলাসকো সেগোভিয়ার। তবে প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে মার্কো পাসালিচের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল অরল্যান্ডো।

জয়ের পর মেসির প্রশংসা করে কোচ জেভিয়ের মাসচেরানোর মন্তব্য, 'মাত্র দুই-তিন দিনের প্রস্তুতির পর ৯০ মিনিট খেলে দিল। সঙ্গে জোড়া গোল। আমাদের জন্য, সমর্থকদের জন্য মেসিকে পাওয়া সৌভাগ্যের।'

জিতেও বিদায় বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : জয় এল। কিন্তু লক্ষ্যপূরণ হল না। তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে অলরাউন্ড পারফরমেন্সের সুবাদে ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতেও আমন্ত্রণমূলক বুচিবাবু প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হল বাংলা দলকে। বল হাতে বিশাল ভাট্টি দুর্দান্ত বোলিং করে ছয় উইকেট নিলেন। আমির গনি নিলেন তিন উইকেট। তাঁদের দুর্দান্ত বোলিংয়ের সুবাদে গতকালের ১০৭-৩ থেকে শুরু করে ২১৩ রানে অলআউট হয়ে যায় তামিলনাড়ু। জবাবে ১৭৮ রান তাড়া করতে নেমে সুদীপকুমার ঘরামির অপরাজিত ৭০ ও অধিনায়ক অভিষেক পোড়েলের হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে অনায়াসে ছয় উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলা দল। যদিও ম্যাচ জিতেও লাভ হয়নি। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বুচিবাবু প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে যেতে না পারার হতাশার মধ্যেও বিশাল-আমির-সুদীপ-অভিষেকদের পারফরমেন্সের মধ্যে আগামীর পজিটিভ দিক পেতে চাইছেন। উল্লেখ্য, বাংলা জিতলেও হরিয়ানার কাছে মুম্বই হেরে যাওয়ার ফলে বুচিবাবু থেকে বিদায় নিল বাংলা।

> বুচিবাবু

কম উচ্চতার ব্যাটাররাই সেরা : দ্রাবিড়

বেঙ্গালুরু, ২৮ অগাস্ট : উচ্চতা কম। ব্যাট হাতে সাফল্য বেশি।

ক্রিকেট ইতিহাসে সেই তালিকাটা দীর্ঘ। স্যর ডন ব্র্যাডম্যান, সুনীল গাভাসকার, শচীন তেন্ডুলকার, রিকি পন্টিং, ব্রায়ান লারা- তালিকায় এক সে বাড়কর এক নাম। এমন তালিকায় আরও একজনকে রাখতে চান রাহুল দ্রাবিড়। তাঁর নাম বিরাট কোহলি। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ নিশ্চিত যে, কোহলি তাঁর এমন মনোভাবের কথা জানতে পারলে রাগ করবেন।

ব্যাট হাতে বাইশ গজে দ্রাবিড়ের দক্ষতা ও স্কিলের কথা সবারই জানা। কিন্তু অনেকেই জানেন না, কম কথার মানুষ রাহুলের রসবোধও দুর্দান্ত। তাঁর রসবোধ ঠিক কেমন, আজ এক পডকাস্টের অনুষ্ঠানে নিজেই তার প্রমাণ দিয়েছেন দ্রাবিড়। মজার ছলে তিনি জানিয়েছেন, কম উচ্চতার ব্যাটাররাই সেরা। রাহুলের কথায়, 'সানিভাইয়ের শরীরের ভারসাম্য ছিল দুর্দান্ত। ওর ব্যাটিং দেখে মনেই হত না আউট হতে পারেন। আমি সানিভাইয়ের চেয়ে সামান্য লম্বা। আমি চেষ্টা করেও ওঁর মতো শরীরের ভারসাম্য রাখতে পারতাম না। শচীনও ছিল সানিভাইয়ের মতোই। আসলে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির কারণেই কম উচ্চতার ব্যাটারদের শরীরের ভারসাম্য রাখতে সুবিধা হয়। তাই ঐতিহাসিকভাবে ক্রিকেট ইতিহাসে কম উচ্চতার ব্যাটারদের সাফল্য বেশি।'

> 'রাগ করতে পারে বিরাট'

শুরুতে নাম না নিলেও পরে দ্রাবিড় নিজেই কোহলিকেও কম উচ্চতার ব্যাটারদের তালিকায় এনেছেন। সঙ্গে জানিয়েছেন, দ্রাবিড়ের এমন কথা শুনলে রেগে যাবেন বিরাট। রাহুলের কথায়, 'বিশ্বের সর্বকালের সেরা ব্যাটারদের তালিকায় যাঁরা থাকবেন, তাঁদের বেশিরভাগেরই উচ্চতা কম। স্যর ডন, সানিভাই, লারা, শচীন-তালিকাটা বেশ বড়। বিরাটকেও এই তালিকায় রাখতে হবে। তবে আমার এমন কথা শুনলে ও রেগে যাবে নিশ্চিতভাবেই।' তাৎপর্যপূর্ণভাবে দ্রাবিড় যেসব ক্রিকেটারের নাম করেছেন, তাঁরা কেউই উচ্চতার দিক থেকে ছয় ফুট নন। কিন্তু ব্যাট হাতে দুর্দান্ত রকমের সফল। কম উচ্চতা হলেই ব্যাট হাতে সফল হওয়া যায়, এমন কথা দুনিয়ার দরবারে প্রথমবার শোনানোর পাশে নিজের বর্ণময় ক্রিকেট জীবন নিয়েও মুখ খুলেছেন রাহুল। জ্যামি নামেই ভারতীয় ক্রিকেটমহল তাঁকে জানে। রাহুলের কথায়, জ্যামি ছাড়াও ওয়াল ও মিস্টার ব্লুম নামও রয়েছে তাঁর। কিন্তু জ্যামিই পছন্দের তালিকায় সেরা। কীভাবে জ্যামি নামটা হল? জবাবে রাহুল বলেছেন, 'আমার বাবা কর্ণাটকের জ্যাম, জেলি তৈরির একটি সংস্থায় কাজ করতেন। সেই সুবাদেই আমার ক্রিকেট জীবনের শুরুর দিকে অনেক সতীর্থই মজা করে জ্যামি বলে ডাকত। হয়তো ব্যাট হাতে একটু মন্থর ছিলাম বলেও এমন নাম। খুব সম্ভবত জাভাগল শ্রীনাথ প্রথম আমায় এই জ্যামি নামে ডেকেছিল।'

> আমার বাবা কর্ণাটকের জ্যাম, জেলি তৈরির একটি সংস্থায় কাজ করতেন। সেই সুবাদেই আমার ক্রিকেট জীবনের শুরুর দিকে অনেক সতীর্থই মজা করে জ্যামি বলে ডাকত। হয়তো ব্যাট হাতে একটু মন্থর ছিলাম বলেও এমন নাম।
>
> **রাহুল দ্রাবিড়**

সংবিধান নিয়ে শুনানি ১ সেপ্টেম্বর

সেপ্টেম্বরে সুপার কাপ, আইএসএল ডিসেম্বরে

সরল এফএসডিএল, নয়া অংশীদারের বিজ্ঞাপন দেবে ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : 'তারিখ পে তারিখ, তারিখ পে তারিখ।'

ভারতীয় ফুটবল এখন দাঁড়িয়ে আদালতের একের পর এক শুনানির দিনের উপরে। সংবিধান নিয়ে শুনানি এদিনও হল না। ফিফা-নির্বাসনের হুমকি চিঠির পরও এই শুনানির দিন ধার্য হল ১ সেপ্টেম্বর। তবে উল্লেখযোগ্যভাবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও স্পোর্টস ফুটবল ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের গাঁটছড়া ভেঙে যাওয়া এদিনই মোটামুটিভাবে নিশ্চিত হয়ে গেল। ফলে অক্টোবরে শুরু হচ্ছে না ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। সেপ্টেম্বরে সুপার কাপ এবং ডিসেম্বর থেকে আইএসএল শুরু হওয়ার সম্ভাবনা। তার আগে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে নতুন করে বাণিজ্যিক অংশীদার চেয়ে বিজ্ঞাপন দেবে ফেডারেশন। সেই টেন্ডার প্রকাশ্যে আসার পর চাইলে এফএসডিএল ফের আবেদন করে নতুন করে বাণিজ্যিক অংশীদার হলে ডিসেম্বরে আইএসএল শুরু করার অধিকার পেতে পারে।

২০১৭ সাল থেকে এআইএফএফের সংবিধান-বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন। সেসময়ই আদালত থেকে নতুন সংবিধান তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়। যা ২০২৩ সালে কার্যকর করার কথা বলেন সেসময় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও। সেই থেকে বিষয়টি আদালতেই পড়ে আছে, সিদ্ধান্ত হিসাবে আর প্রকাশ্যে আসেনি। বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানোর কথা থাকলেও এদিন আদালত মূলত এআইএফএফ ও এফএসডিএলের যৌথ প্রস্তাব শোনায় মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্টের বিষয়ে। যে বিষয়ে গত ২২ অগাস্ট আলোচনা করার নির্দেশ দুই পক্ষকে দেওয়া হয়েছিল। এদিন যৌথ প্রস্তাব বিচারপতিদের সামনে পড়ে শোনানো হয়। যেখানে লেখা, 'লম্বা আলোচনার পর কিছু বিষয়ে একমত হওয়া গেছে। ২০২৫-'২৬ ক্যালেন্ডার ও প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল পরিবেশ ঠিক রাখার সুপার কাপ অথবা অন্য কোনও ঘরোয়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সময় দিয়ে মরশুম শুরু করা হবে যা এআইএফএফের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।' আগেই ফেডারেশন জানিয়েছিল, সেপ্টেম্বরে সুপার কাপ দিয়েই তারা মরশুম শুরু করতে চায়। যা মেনে নিয়েছে এফএসডিএল। দ্বিতীয়ত, ফেডারেশন ১৫ অক্টোবরের মধ্যে, নতুন বাণিজ্যিক অংশীদার নেওয়ার বিষয়ে খোলা, প্রতিযোগিতামূলক ও স্বচ্ছ টেন্ডার নোটিশ দেওয়ার জন্য রাজি হয়েছে। এদিন নাম প্রকাশ্যে না এনে একটি সুত্র এক লিখিত বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২০১০ সালের ৮ ডিসেম্বর হওয়া এমআরএ-র যাবতীয় স্বত্ব, ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে ছেড়ে দিচ্ছে এফএসডিএল। শুধু তাই নয়, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যা বকেয়া সেই ১২.৫ কোটি টাকাও তারা দিয়ে দেবে ফেডারেশনকে। সঙ্গে এআইএফএফ-কে নতুন করে টেন্ডার ডাকার জন্য প্রয়োজনীয় 'নো অবজেকশন'ও দিয়ে দেবে তারা। এছাড়াও শেষপর্যায়ের ১২.৫ কোটিও অগ্রিম হিসাবে দেওয়া হবে যদি ফেডারেশনের প্রয়োজন মনে করে। তবু সেপ্টেম্বরে সুপার কাপ হলেও ক্লাবগুলি অংশ নেবে কিনা সেই প্রশ্ন থেকেই গেল। কারণ আগেই তারা জানিয়েছিল, আইএসএল নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা ও প্রয়োজনীয় প্রাক মরশুম প্রস্তুতির সময় না পেলে সুপার কাপে অংশ নেবে না কোনও ক্লাব।

এসবের মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে, এএফসি-র একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে। ১৭ অগাস্ট এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন দ্রুত আইএসএল নিয়ে ধোঁয়াশার নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেয় এআইএফএফ-কে। যেখানে পরিষ্কার লেখা হয়েছে, আইএসএল জট না কাটাতে পারলে এএফসি-র কোনও টুর্নামেন্টে ভারতকে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। এই চিঠি দশদিনের বেশি হাতে পেয়েও গত ২২ অগাস্টের শুনানিতে বিষয়টি চেপে যান ফেডারেশন কর্তারা। এমনকি ফিফার তরফে যে নির্বাসনের চিঠি এসেছে, সেটাকেও ফেডারেশন ঘুরিয়ে 'হুমকি' হিসাবেই দেখছে। ফলে দুই পক্ষের ঐকমত্যে পৌঁছানো বিবৃতির পরেও ভারতীয় ফুটবলের সেই অনিশ্চয়তা থেকেই গেল।

আজ পরীক্ষা শুরু কোচ খালিদের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : ঘরোয়া ফুটবলের ডামাডোলের মধ্যেই আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায় দেশের হয়ে পরীক্ষা দিতে নামছেন সন্দেশ ঝিংগান-লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেরা।

শুধু ফুটবলারদের বললেও ভুল হবে, শুক্রবার তাজিকিস্তানের বিপক্ষে পরীক্ষা সদ্য নিযুক্ত কোচ খালিদ জামিলেরও। এর আগে ভারত পাঁচবার মুখোমুখি হয়েছে মধ্যে এশিয়ার এই দেশের সঙ্গে। যার মধ্যে একমাত্র ২০০৮ সালের এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের ফাইনালে ৪-১ গোলে জয় ছাড়া বাকি তিনবারই হারতে হয় ভারতকে। গত ১৭ বছরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে এবং ভারতীয় ফুটবলও এই মুহূর্তে বেসামাল অবস্থায়। ফলে শুক্রবার হিসোর সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে যে ভারতের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে তাজিকিস্তান অপেক্ষা করে আছে তা নিয়ে দ্বিমত নেই খালিদেরও। তিনি বলেছেন, 'হ্যাঁ, ওদের সম্পর্কে ধারণা নিয়েই এসেছি। অত্যন্ত শক্তিশালী দল এবং সম্প্রতি খুব ভালো খেলছে। তবে আমরা নিজেদের খেলার দিকেই মন দিচ্ছি। এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত। এখন আমাদের একজোট হয়ে লড়তে হবে ও প্রতি ম্যাচে উন্নতি করতে হবে। সেটা একদিনে না হলেও ধীরে ধীরে হবে।' প্রায় দিন দশেক প্রস্তুতিতেই খুশি হেডকোচ বলেছেন, 'কাফা নেশনস কাপের জন্য বেঙ্গালুরুতে আমাদের প্রস্তুতিতে আমি খুশি। প্রত্যেকে কঠোর পরিশ্রম করেছে দলে ঢোকার জন্য। এরকম একটা টুর্নামেন্টে খেলতে পারছি, এটা সত্যিই আনন্দের।'

প্রায় ৩৬ ঘণ্টার লম্বা সফরের পর তাজিকিস্তান পৌঁছে বুধবার বিকেলেই অনুশীলনে নেমে পড়ে ভারতীয় দল। ফলে ওখানেও দুটো ট্রেনিং সেশনে খানিকটা হলেও আবহাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার সময় পেয়েছেন ফুটবলাররা। খালিদ বলেছেন, 'আমরা সদর্থক ভাবনা ও মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামব। জানি একটা ভালো দলের বিপক্ষে ওদেরই মাঠে খেলতে হবে। কিন্তু ভালো ফল পেতে গেলে সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতিও থাকে। ফুটবলারদের দায়িত্ব নিতে হবে। আমার মনে হচ্ছে গোটা দলই এই চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত।' এই টুর্নামেন্টে অবশ্য পূর্ণ শক্তির দল পাচ্ছেন না খালিদ। কারণ তাদের সাত ফুটবলারকে ছাড়েনি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তেমনি খালিদ নিজেই শিবিরে ডাকেননি ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডিজকে। ফলে এই ম্যাচে তিনি একজন প্লে-মেকারের অভাব অনুভব করতে পারেন। এখন দেখার এই দল নিয়েই কতটা ভালো করতে পারেন প্রায় ১৩ বছর পর জাতীয় দলের প্রথমবার আসা কোনও ভারতীয় কোচ।

সাংবাদিক সম্মেলনে তাজিকিস্তানের কোচ ও অধিনায়কের সঙ্গে ভারতীয় দলের কোচ খালিদ জামিল ও গোলকিপার হৃতিক তিওয়ারি। বৃহস্পতিবার।

কাফা নেশনস কাপে আজ

তাজিকিস্তান বনাম ভারত

ম্যাচ শুরু : রাত ৯টা
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

টানা তিন ৫০ সঞ্জুর

কোচি, ২৮ অগাস্ট : ঘরোয়া ক্রিকেটে স্বপ্নের ফর্ম অব্যাহত সঞ্জু স্যামসনের। কেরালা ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার তিনি ৩৭ বলে ৬২ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেললেন। যার সুবাদে প্রথমে ব্যাট করে কোচি ব্লু টাইগার্স ১৯১/৫ স্কোর তোলে। জবাবে আদানি ত্রিবান্দ্রাম রয়্যালস আটকে যায় ১৮২/৬ স্কোরে।

গত রবিবার শতরান করেছিলেন সঞ্জু। তারপর মঙ্গলবার খেলেছিলেন ৪২ বলে ৮৯ রানের ইনিংস। বৃহস্পতিবার ফের কথা বলল সঞ্জুর ব্যাট। কোচি ক্রিকেট লিগের প্রথম দিকে সঞ্জু মিডল অর্ডারে নামছিলেন। পরে ওপেন করতে নেমে লাগাতার রান করে যাচ্ছেন ৩০ বছরের উইকেটকিপার-ব্যাটার। এশিয়া কাপের আগে সঞ্জুর দুরন্ত ফর্ম ভরসা জোগাবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বর্গীয় সুহৃদ কুমার ভৌমিক

জন্ম: 02.06.1943 : প্রয়াণ: 19.08.25
(বাংলা : ২রা ভাদ্র, ১৪৩২)

তোমার আকস্মিক প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ। যেখানে থাকো ভালো থেকো সুখে থেকো। তোমার আত্মার শান্তি কামনা করি।

শ্রদ্ধাবনত ঃ

ভাগ্যহীনা স্ত্রী- পুষ্প ভৌমিক, কন্যা- সুতপা ভৌমিক, জ্যেষ্ঠপুত্র- গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কনিষ্ঠপুত্র- সুদীপ্ত ভাস্কর ভৌমিক, পুত্রবধূ- অনুপমা ভৌমিক, নাতি- সায়নদীপ ভৌমিক। দেবীবাড়ি, নতুনপাড়া, কোচবিহার।

সহজ জয়ে তৃতীয় রাউন্ডে আলকারাজ

নিউ ইয়র্ক, ২৮ অগাস্ট : আরও একটা সহজ জয়। অনায়াসেই ইউএস ওপেনে তৃতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন কার্লোস আলকারাজ। ৬-১, ৬-০, ৬-৩ গেমে তিনি হারালেন ইতালির মাত্তিয়া বেলুচ্চিকে।

গতবার দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে ইউএস ওপেন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন আলকারাজ। তবে এবার একেবারে অন্য মেজাজে দেখা যাচ্ছে স্প্যানিশ তারকাকে। প্রথম রাউন্ডে তাঁর সার্ভিস ভাঙতে পারেননি রেইলি ওপেলকা। সেদিক থেকে দ্বিতীয় রাউন্ডেও অপ্রতিরোধ্য আলকারাজ। ম্যাচ শেষে আলকারাজ বলেছেন, 'একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে খেলতে নেমেছিলাম। শেষ শট পর্যন্ত সেই লক্ষ্যে অবিচল থেকেছি।' তৃতীয় রাউন্ডে আমেরিকার এলিয়ট স্পিজিরির বিরুদ্ধে খেলবেন আলকারাজ।

এদিকে, জাকারি ভাজদাকে হারিয়ে ইউএস ওপেন তৃতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র পেলেও নিজের খেলায় সন্তুষ্ট নন নোভাক জকোভিচ। জাকারির কাছে প্রথম সেট খোয়ালেও পরের তিন সেট জিতে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন তিনি। ম্যাচের শেষে সার্বিয়ান তারকা বলেছেন, 'নিজের খেলায় একেবারেই খুশি নই। এমন হতেই পারে। সেরাটা না খেলেও জিতেছি। একথাও ঠিক সবসময় একইভাবে ভালো খেলে যাওয়া সম্ভব নয়।'

নিজের খেলায় খুশি নন জকোভিচ

তৃতীয় রাউন্ডে উঠে ভায়োলিন সেলিব্রেশন নোভাক জকোভিচের।

জুরিখে চেনা ফর্মে পাওয়া গেল না নীরজ চোপড়াকে।

ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে ফের রানার্স নীরজ

জুরিখ, ২৮ অগাস্ট : দোহা ডায়মন্ড লিগে বহু কাঙ্খিত ৯০ মিটারের গণ্ডি টপকেছিলেন। প্যারিসের লিগেও ধারাবাহিকতা দেখিয়েছিলেন। ফলে নীরজ চোপড়াকে নিয়ে আরও একবার আশায় বুক বেঁধেছিল আসমুদ্র হিমাচল। কিন্তু বৃহস্পতিবার জুরিখে ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে চেনা ফর্ম দেখাতে ব্যর্থ হলেন ভারতের জ্যাভলিন থ্রোয়ার। নিটফল, ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে আরও একবার রানার্সের ট্রফি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল অলিম্পিকে জোড়া পদকের মালিককে। সেরা থ্রো মাত্র ৮৫.০১ মিটার।

প্রথম থ্রোয়ে সেরাটা দিয়ে দাও-টোকিও অলিম্পিকের পর থেকে নীরজের এই থিয়োরি কাজে আসেনি। তবে গত কয়েক বছরে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে শুরুটা ভালো না হলেও পরবর্তীতে সেই ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছেন নীরজ। এদিন জুরিখের মেঘলা আবহাওয়ায় প্রথম থ্রো ফাউল করে বসেন তিনি। ফাইনালে জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবারকে নিজের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে ধরেছিলেন নীরজ। সেই ওয়েবার প্রথম থ্রোয়ে ৯১.৩৭ মিটার ছুড়ে নীরজকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দেন।

দ্বিতীয় থ্রোয়ে নীরজের থেকে প্রত্যাবর্তনের আশা ছিল। কিন্তু তিনি ছোড়েন মাত্র ৮২ মিটার। ওয়েবার ৯১.৫১ মিটার ছোড়ায় তিন নম্বরে নেমে যান নীরজ। ঘিরে ধরেছিল ২০২১ সালের পর প্রথমবার ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে প্রথম দুইয়ের বাইরে থাকার আশঙ্কাও। চিন্তা বাড়ায় পরবর্তী তিনটি ফাউল থ্রো। তবে শেষ থ্রোয়ে ৮৫.০১ মিটার ছুড়ে রানার্সের ট্রফি নিশ্চিত করতে সক্ষম হন নীরজ। চ্যাম্পিয়ন হন ওয়েবার। তৃতীয় কেসহর্ন ওয়ালকট।

সুপার সিক্সের লক্ষ্যে নামছে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : গত ম্যাচে জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে জয়ের পর কলকাতা ফুটবল লিগে সুপার সিক্সের পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। শুক্রবার কালীঘাট মিলন সংঘকে হারিয়ে জায়গা পাকা করার লক্ষ্যে মাঠে নামছে লাল-হলুদ।

মাঝে মাত্র দুইদিনের ব্যবধানে ঘরোয়া লিগে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। আলাদা করে রিকভারির সময়ও পাননি পিভি বিষ্ণু, সৌভিক চক্রবর্তীরা। ফলে ফুটবলারদের ক্লান্তি নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। তবুও প্রথম একাদশে হয়তো খুব বেশি পরিবর্তনের পথে হাঁটবেন না লাল-হলুদ কোচ বিনো জর্জ। কালীঘাট এমএসের বিরুদ্ধেও সিনিয়ার ফুটবলাররাই তাঁর ভরসা। তবে শুধুমাত্র দলের শক্তি বাড়াতেই যে দেবজিৎ মজুমদার, এডমুন্ড লালরিনডিকাদের সিএফএলে ব্যবহার করা তা মানছেন না বিনো। বরং তাঁর যুক্তি, 'খেলার জন্যই ফুটবলারদের দলে নেওয়া। ডুরান্ড শেষ। আইএসএল কবে শুরু হবে কেউ জানে না। ফুটবলারদের বসিয়ে রাখা অর্থহীন। সেখানে আমাদের কাছে কলকাতা লিগের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ডেভেলপমেন্টের জন্য আরও অনেক টুর্নামেন্ট রয়েছে।' একথা ঠিক বিনোর হাতে অপশনও কম। বিশেষত জর্জ ম্যাচে রক্ষণ সাজাতে হিমসিম খেতে হয়েছিল তাঁকে। এই ম্যাচেও পরিস্থিতি খুব বেশি বদলায়নি। শুধু তাই নয়, জর্জের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে জয়ের পরও সুযোগ নষ্টের বহর বেশ চিন্তায় ফেলেছে বিনোকে। যে কারণে বৃহস্পতিবার সকালে কালীঘাট এমএস ম্যাচের চূড়ান্ত মহড়ায় আক্রমণভাগে বাড়তি নজর দিতে দেখা গেল তাঁকে।

এদিকে, এদিন এরিয়ানকে ১-০ গোলে হারিয়ে কলকাতা লিগে পয়েন্ট টেবিলে একধাপ উঠে এল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ৬৪ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন সজল বাগ। এই জয়ের সুবাদে দুশ্চিন্তা কমলেও অবনমনের আশঙ্কা থেকে এখনও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি সাদা-কালো। তার জন্য গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচেও জিততে হবে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দলকে। তবে কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন।

সৌরভকেই সমর্থন, ঘোষণা ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : সময় এগিয়ে আসছে। বাড়ছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরে বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়ে উত্তাপ।

প্রশ্ন এখন একটাই, ২২ সেপ্টেম্বর সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভার আসরে নির্বাচন কি হবে? সূত্রের খবর, সম্ভাবনা বেশ কম। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, তিনি সভাপতি পদে প্রার্থী হচ্ছেন। সৌরভ সভাপতি পদে দাঁড়ানো মানে তাঁর বিরুদ্ধে যাবেন না কেউই। ফলে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সিএবি সভাপতির চেয়ারে বসে পড়া এখন সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করা হচ্ছে। এমন অবস্থায় আজ বিকেলে চমকপ্রদভাবে মহারাজের সমর্থনে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত (নীতু) সরকার। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, সিএবি সভাপতির পদে তিনি সৌরভকেই চাইছেন।

২২ সেপ্টেম্বর সিএবি এজিএম

নীতুর কথায়, 'সৌরভই এই মুহূর্তে সিএবি সভাপতি পদে বসার যোগ্য ব্যক্তি। নির্বাচনে সৌরভ সভাপতি পদে লড়াই করবে বলে আমাদের জানিয়েছে। আমরা সরাসরি সৌরভকেই সভাপতি পদে সমর্থন করছি। দেশে তো বটেই গোটা দুনিয়ার কাছে সৌরভ পরিচিত ও জনপ্রিয়। প্রশাসক হিসেবে নিজেকে আগেই প্রমাণ করেছে ও।'

আচমকা সৌরভকে নিয়ে কেন আসরে নামতে হল ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তাকে? কলকাতা ময়দানের গুঞ্জন, দিন কয়েক আগে প্রাক্তন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া লাল-হলুদের শীর্ষ কর্তার সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন। সেই আলোচনার সূত্র ধরেই গুজব ছড়িয়েছিল, সিএবি এজিএমে ডালমিয়ার দিকে সমর্থন রয়েছে নীতুর। আজ সেই জল্পনার অবসান হল। যদিও সৌরভ নিজে ইস্টবেঙ্গলের এমন সমর্থনের বিষয়কে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন, এমন খবরও নেই। জানা গিয়েছে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্যতম কর্তা সুবীর (বাবলু) গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলেকে সিএবি-তে দেখতে চাইছেন লাল-হলুদের শীর্ষ কর্তারা। যা নিয়ে সৌরভ ও ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে চাপানউতোর চলছে বলে খবর। সম্ভবত সেই কারণেই আচমকা সাংবাদিক সম্মেলন লাল-হলুদের শীর্ষ কর্তার।

সেমিতে স্বপনপুরী

চালসা, ২৮ অগাস্ট : কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘের বিনোদিনী রায় ও শচীন রায় ট্রফি ফুটবলের সেমিফাইনালে উঠল মালবাজার স্বপনপুরী এফসি। বৃহস্পতিবার তারা কালিম্পং সত্যজ্যোতি সংঘের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জয় পায়। স্বপনপুরীর বিবেক মুন্ডা, অনুরাগ এক্কা গোল করেন। জ্যোতির একমাত্র গোল নবীন ছেত্রীর। শুক্রবার খেলবে নাগরাকাটা সিবিসি ও মোহরগাঁও এফসি।

চ্যাম্পিয়ন উত্তর চণ্ডীপুর

মানিকচক, ২৮ অগাস্ট : মানিকচক চক্রের প্রাথমিক শিক্ষক ফুটবল প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হল ভূতনি উত্তর চণ্ডীপুর। ফাইনালে তারা ২-১ গোলে দক্ষিণ চণ্ডীপুরকে হারিয়েছে।

অপ্রাপ্তি পূরণই লক্ষ্য ব্রাইটের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : ব্রাইট এনোবাখারে, নামটা এখনও ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মুখেমুখে ঘোরে।

২০২০-'২১ মরশুমের মাঝপথে কঠিন সময় লাল-হলুদে সই করেও নজর কেড়েছিলেন। বিশেষত এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে তাঁর করা গোল এখনও সমর্থকদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। যদিও নানান জটিলতায় ইস্টবেঙ্গলে তাঁর যাত্রা দীর্ঘায়িত হয়নি। ইংল্যান্ড, ইজরায়েল, ইউক্রেন, কাতারের ক্লাব হয়ে ফের ভারতে ফিরেছেন ব্রাইট। এবার আইএসএল নয়, আই লিগে।

এই মরশুমে ডায়মন্ড হারবার এফসির হয়ে খেলবেন নাইজিরিয়ান তারকা। জানা গেল, অন্য ক্লাবের প্রস্তাবও ছিল তাঁর কাছে। তবুও কেন ডায়মন্ডকে বেছে নিলেন? ব্রাইটের স্পষ্ট উত্তর, 'এই ক্লাবের উদ্দেশ্য আমার মানসিকতার সঙ্গে মিলে গিয়েছে। তাছাড়াও অতীতে খেলার সুবাদে ভারতের পরিবেশ আমার চেনা। ইস্টবেঙ্গলে খুব ভালো কিছু করতে পারিনি। এবার ডায়মন্ড হারবার জার্সিতে সেই অপ্রাপ্তি পূরণ করতে চাই।' আসলে তাঁর পারফরমেন্স নজর কাড়লেও সাফল্য ছুঁয়ে দেখতে পারেননি। সম্ভবত সেই অপ্রাপ্তিটাই পূরণ করার কথা বললেন। ব্রাইট আরও বলেছেন, 'আইএসএলে খেলেছি। এবার আই লিগে খেলব। এই ক্লাবও যে শীর্ষ লিগে খেলার যোগ্য তা প্রমাণ করতে চাই। আমাদের লক্ষ্য খুব পরিষ্কার, ডায়মন্ডকে আইএসএলে উন্নীত করা।'

ইস্টবেঙ্গল প্রসঙ্গ উঠতেই চওড়া হাসি ব্রাইটের মুখে। বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গলে সময়টা খুব স্পেশাল ছিল। সমর্থকরা এখনও সেই গোলের কথা মনে করিয়ে দেন। ওঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তবে সেটা অতীত। এবার নতুন লক্ষ্য নিয়ে ডায়মন্ডে সই করেছি। সেদিকেই মনোনিবেশ করতে চাই।' তবে জানিয়ে রাখলেন, সুযোগ পেলে গ্যালারিতে বসে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ দেখার ইচ্ছাও আছে। একই সঙ্গে লাল-হলুদ সমর্থকদেরও আই লিগে ডায়মন্ডকে সমর্থন করার আহ্বান জানালেন ব্রাইট।

ম্যাচের সেরা হয়ে মনু সোরিয়া। ছবি : নীহাররঞ্জন ঘোষ

ফাইনালে কাঞ্চনজঙ্ঘা এফসি

মাদারিহাট, ২৮ অগাস্ট : মুজনাই চা বাগানে ডুয়ার্স ইয়ুথ কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা এফসি। রবিবার ফাইনাল। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কাঞ্চনজঙ্ঘা ৩-২ গোলে অসম সানতালপুর ব্রাদার্সকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার মনু সোরিয়া জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হন। তাদের অন্যটি অরুণ তামাংয়ের। সানতালপুরের গোলস্কোরার শচীন এলডারসন মুর্মু ও নসিব সোরেন।

কোয়ার্টারে সারনা

ওদলাবাড়ি, ২৮ অগাস্ট : মিলন সংঘ ক্লাবের বাইতুল আলম ও রামবাহাদুর থাপা ট্রফি ১৬ দলীয় ফুটবলে কোয়ার্টার্র ফাইনালে উঠল ওদলাবাড়ি চা বাগানের সারনা ক্লাব একাদশ। বৃহস্পতিবার চতুর্থ প্রি-কোয়ার্টার্র ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-০ গোলে ম্যাচে হলদিবাড়ি প্লেয়ার্স ইউনিটকে হারিয়েছে। শান্তি কলোনি মাঠে নিধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। প্লেয়ার্সের পি রায় ও সারনার কৈলাশ ছেত্রী গোল করেন। ম্যাচের সেরা সারনার গোলকিপার পাপন রায়। রবিবার খেলবে দলগাওঁ এফসি ও নর্থবেঙ্গল আর্মড পুলিশ ডাবগ্রাম।

জিতল মিলন

ময়নাগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : চারেরবাড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির ডুয়ার্স কাপ ফুটবলের উদ্বোধনী ম্যাচে মিলন সংঘ বিন্নাগুড়ি ২-১ গোলে জয় পেয়েছে রামশাই চা ব্যবসায়ী সমিতির বিরুদ্ধে। মিলন সংঘের গোল করেন সুমিত থাপা ও কুণাল মঙ্গর। রামশাইয়ের একমাত্র গোল চিরঞ্জিত বিশ্বাসের। শুক্রবার আয়োজকদের বিরুদ্ধে নামবে দার্জিলিংয়ের ইয়ং রাইজিং ইয়ুথ স্পোর্টস অ্যাকাডেমি।